ছহিহাল গণী

سيف الملوك وبديع الجمال

সাবেকি ছাপা ! আসল !!

ছয়ফল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল।

মোছান্নেফ

শ্রীমুন্সী আবদুল রহমান সাহেব।

সায়ের মুন্সী মালে মহাম্মদ সাহেব।
ও আবদুল আজিজ ও হাবিবর রহমান খাঁ ছাহেবান
হইতেও এই কেতাব উত্তম ও ছহি ছাপা।

প্রকাশক—মহাম্মদ আবদুল লতিফ।
ঢাকা, চকবাজার, কেতাবপট্টি।

আমি
ঢাকা ইস্‌লামিয়া প্রেসে, আমার নিজ খরচ দ্বারায়
তৃতীয় বার ছাপাইলাম।

প্রিণ্টার
শ্রীকাজী মহাম্মদ ইব্রাহিম
ইস্‌লামিয়া প্রেস, সাতরওজা, ঢাকা।

ইং সন ১৯১৯। বাং সন ১৩২৬।

ছয়ফল মুলুক

سیف الملوک و بدیع الجمال

সাবেকি ছাপা! আসল !!

ছয়ফল মুল্লুক ও বদিউজ্জামাল।

মোছান্নেফ

শ্রীমুন্সী আবদুল রহমান সাহেব।

সায়ের মুন্সী মালে মহাম্মদ সাহেব।
ও আবদুল আজিজ ও হাবিবর রহমান খাঁ ছাহেবান
হইতেও এই কেতাব উত্তম ও ছহি ছাপা।

প্রকাশক—মহাম্মদ আবদুল লতিফ।
ঢাকা, চক্‌বাজার, কেতাবপটি।

আমি
ঢাকা ইস্‌লামিয়া প্রেসে, আমার নিজ খরচ দ্বারায়
তৃতীয় বার ছাপাইলাম।

প্রিণ্টার
শ্রীকাজী মহাম্মদ ইব্রাহিম
ইস্‌লামিয়া প্রেস, সাতরওজা, ঢাকা।

ইং সন ১৯১৯। বাং সন ১৩২৬।

* শ্রীশ্রীহকনাম *

সর্ব্বউত্তম ছহি আসল

বড় ছয়ফল মুল্লুক ও বদিউজ্জামালের পুথী।

—০ঃ হামদ ঃ০—

* পয়ার * আল্লা২ বল ভাই আল্লা নাম সার॥ নবির কলেমা কর, গলে কণ্ঠহার * হরিনুরী জেন পরী জতেক এনসান॥ মস-গুল হইয়া বলে আল্লা জাল্লে শান * গোলেস্তাঁ সংসার বীচে সার ঐ বুল॥ কুহু২ মিষ্ট সুরে গাহিছে বুল২ * গাছে পাছে গায় পাখী প্রফুল্ল হইয়া॥ সেই নাম জপ সবে পরাণ ভরিয়া * শ্বামা তুতী কুমরি ময়না নিজ নিজ বোলে॥ পিউ পিউ শব্দে সেই আল্লানাম তুলে * মহিত হইয়া গায় যেমন দিওানা॥ সেই নামের মিষ্ট সুরে হইয়া পারওানা * ফুলের কলি আল্লা বলি মুখ খুলে দেয়॥ বাঁশে তার প্রাণ তুষ্ট সবাকার হয় * চন্দ্র, সূর্য্য, তারা আর জমিন আসমান॥ আঠার আলমে করে বন্দেগী তামাম * আমি কি লিখিতে পারি তারিফ আল্লার॥ কুল শায় নতশিরে নজদিগে যাহার * তাঁহার মহিমা লেখা সাধ্য কার হয়॥ ফেরেস্তা আদম জিন অন্ত নাহি পায় * কত নবি পয়দা হৈল আল্লার মকবুল॥ সবার সরদার নবী মহাম্মদ্দ রছুল * দরূদ সালাম মেরা সবনবি পরে॥ পাক পাঞ্জাতন আর আছহাব সবারে * মা বাপ ওস্তাদ আর মোমিন যতেক॥ সবার চরনে, মোর সালাম আলেক *

* কেচ্ছা শুরু *

আল্লার উকিল ছিল নবী ছোলেমান ॥ তেনার ইয়ার ছিল নামে ছুফিয়ান * যখনে ছোলেমান নবী ছিলেন দুনিয়াই ॥ তিনচিজ দিয়া ছিলেন ছুফিয়ানির ঠাই * এক ঘোড়া মোহরা এক আর এক সাড়ি ছুফিয়ানিকে দিলেন নবী অতি মেহের করি * ঘোড়ার তারিফ যত লেখা নাহি যায় ॥ শূন্যেতে উড়িতে পারে পশু পক্ষীর ন্যায় * পলকে যাইতে পারে রাহা শওক্রোশ ॥ বলা নাহি যায় তার কুওতের জোস * আঙ্গুঠির তারিফ যত জানে আল্লাতালা ॥ নগীনার জ্যোতে হয় আন্ধারে উজালা * মোহরা ছোলেমানী এই যার সাতে থাকে ॥ দেও পরী সকলে মেহের হয় তাকে * বড়ই দুস্মন যদি হয় দেও পরী ॥ তবু তারে না মারিবে বরকতে অঙ্গুরী * বাঘ ভাল্লুক সাপ বিচ্ছু মোহরার ছুবরে ॥ জতেক দুস্মন সবে ডারতে ভাগিবে * তার পরে শুন সবে তারিফ সাড়ির সাহাবাল নামেতে পরী বাদসা সে পরীর * শহরের নাম ছিল গোলেস্তা এরোম ॥ হর সালে ভেজিত সাড়ি রকমে রকম * এই সালে ভেজিল সাড়ি কি কব তার খুবি ॥ সাড়ি বিচে বুনট এক আওরতের ছবি * সাহাবাল বাদসার বেটি বদিউজ্জমাল ॥ ছুরতে আন্ধার ঘর হইল উজাল * চেহেরা ছুরত খুবি আছিল এই মত ॥ যে দেখিত হুস হারা ঢলিয়া পড়িত * ছুরতের বয়ান খুবি না লেখি হেথায় ॥ পশ্চাতে লিখিব সব যদি আল্লা চায় * সাড়ির বিচে ছিল সেই কন্যার তছবির ॥ দিয়াছিল সেই সাড়ি খাজানা নবীর * ঐসাড়ি ঘোড়া আর আঙ্গুঠি মোহরা ॥ ছুফিয়ানিকে দিয়া নবী বলে এইধারা জারে তুমি মেহেরবানি করিবা জেয়াদা ॥ এই তিন তারে দিবা কর যে ওয়াদা * মাল মুল্লুক যত ছিল আরকান দৌলত ॥ ছুফিয়ানি ছপরদ করিল তাবত * মুল্লুকের বাদসাই দিল ছুফিয়ানির হাত * ওছিয়ুত করিয়া নবী পাইল ওফাত * ছুফিয়ানি হইল বাদসা আল্লার মেহেরে ॥ করিল ওতন ঘর মেছের সহরে * নেকবক্ত ছুফিয়ানি হইল আমির ॥ চুনিয়া চুনিয়া রাখে চল্লিশ উজির * প্রধান উজি-

রের নাম হামিদ আহাম্মদ ॥ এলেমে হেলেমে পুরা আক্কেল বেহদ্দ যেই দিন ছুফিয়ানি বাদসা তক্তে দিল বার ॥ তামাম মুল্লুকে ফেরে দোহাই বাদসার * নেক কাম নেক চাল নেক আদালত ॥ রায়েত প্রজার তরে বড়ই মহব্বত * মুল্লুকে২ জারি করিল পরওানা তামাম মুল্লুকের বাদসা ভেজিল খাজানা * মাল মুল্লুক বেশুমার গনা নাহি যায় ॥ ছেপাই লস্কর কত জানেন খোদায় * তামাম মুল্লুকের বাদসা ডরে ছুফিয়ানিরে ॥ দবদবা হাশমত বড় মুল্লুক ভিতরে * যেখানে পাঠায় ফৌজ সেই খানে ফতে ॥ নাহি আটে মহিমেতে কেহ তার সাতে * এছাই হাসমত তার দিল পরওার ॥ তামাম মুল্লুকের বাদসা হইল তাবেদার * সব বাতে বেগম খুশীর আনন্দ ॥ এক বাতে বড় গম নাছিল ফরজন্দ * ফরজন্দ বিহনে বাদসা কান্দে জারে জার ॥ আমি বাদে এ দৌলত ঘরে যাবে কার * আছমানেতে চান্দ বিনে কি করিবে তারা ॥ যার ঘরে বেটা নাই সেই ঘর আন্ধিয়ারা * নিমক ভাত খায় যদি বেটার রোজগার ॥ মধু মিশ্রি সমতুল্য না হবে তাহার * বেটার কামাই যদি সুতে বস্ত্র পিন্ধে ॥ শাল দোশালা হইতে মা বাপ আনন্দে * বেটা যদি বাপ কিম্বা মা বলিয়া ডাকে ॥ তখনে মা বাপের মাথা আছমানেতে ঠেকে জার ঘরে বেটা নাই সদা পুড়ে মন ॥ জ্বলি২ উঠে তার অন্তরের আগুণ * সেই আগুণের তাপে জ্বলে সর্ব্ব গাও ॥ নিরবে বসিলে তার মুখে নাহি রাও * মা, বাপের হক্কে জান পুত্র বড় ধন ॥ পুত্র বিনে মা, বাপের বৃথায়-জীবন * এবাত কহিয়া বাদসা কান্দে জারে জার ॥ চক্ষের পানি বুক বাহিয়া চলিল নাহার * বাদসা বলেন শুন উজির আমার ॥ তোমাকে সোঁপিনু আমি বাদসাই মাদার * তক্তে বৈসে কর তুমি মুল্লুকের বাদসাই ॥ ফকির ছুরতে আমি ফিরিব দুনিয়াই * একে একে নয় বিবি করিয়াছি সাদি ॥ কেমনে ফরজন্দ হবে নছিবে নাহি যদি * উজির শুনিয়া বড় হইল কাতর ॥ জোড় হাতে কহে বাত বাদসা বরাবর * আল্লার মরজিতে সাহা না হবে নারাজ ॥ এহাতে বেজার হয় আল্লা কারছাজ * সুখেতে সোকর করা দুঃখেতে ছবর ॥ আল্লার কাজেতে রাজি চাহি বরাবর * দিনেতে রাখেন রোজা রাত্রে এবাদত ॥ এসব কামেতে হয় আল্লার রহমত * আল্লার

বন্দেগী কর লাগাইয়া দিল॥ আলবত্তা নিয়ত আল্লা করিবে হাসিল * অধীন নাপাক কহে ভাবিয়া খোদায়॥ যে থাকে তাহার ভাবে রহমত তাহায় *

ত্রিপদী॥ উজিরের বাত শুনে, বাদসার হইল মনে, করিলেন এছাই আদত॥ সারা দিন রোজা রাখে, হামেসা জিকিরে থাকে, রাত্র ভর করে এবাদত * উঠাইয়া দোন হাত, কান্দে করে মোনাজাত, তুমি আল্লা করিম রহিম॥ আপনে মেহের করে, বাদশাই সুপিলে মোরে, চাহি তার ওয়ারিস কাইম * আগে পাক পরওারে, দয়া কৈরে অধীনেরে, গুনা খাতা মাফ দেও মোরে॥ আওলাদ ফরজন্দ দিয়া, রাখ মোরে নেওাজিয়া, এই আরজ তোমার দরবারে * রহমতের সাগর তুমি, ওম্মেদের পিপাসা আমি, তৃষ্ণা বারণ কর বারিতালা॥ ফরজন্দ বক্সিলে মোরে, তৃষ্ণা মোর যায় দুরে, নিভে তবে অন্তরের জ্বালা * এইমতে মোনাজাত, করে সাহা সারা রাত, নিন্দ আসি হইল গালেব॥ বিছানাতে মাথা রাখে, এমনি খোওাব দেখে, কেহ জেয়ছা কহিল গায়েব * এমোনের সাহাজাদি, যদি তুমি কর সাদি, ফরজন্দ হইবে একজনা দেখি বাদসা এস্বপন, জাগি উঠে ততক্ষণ, ওজুকরি পড়িল দোগানা *

পয়ার॥ ফজরে উঠিয়া বাদসা ডাকে উজিরেরে॥ লিখন লিখিতে বলে এমোন বাদসারে * এমোন সহরে আছে বাদসা আছির তার এক বেটি আছে ছুরত পরীর * সেই বিবি সাদি করা দরকার আমার॥ এহা না হইলে সব করিব ছারখার * লিখন পয়গাম লিখ 'এমোনে' এছাই॥ খোসে নাহি দিলে বেটি হইবে লড়াই * আছির এমোনী যদি না মানে এবাত॥ এমোন সহর দিব করিয়া গারত * উজির শুনিয়া লেখে লিখন পয়গাম॥ বাদসার মতলব যত লেখিল তামাম * শোনহে এমোনী আছির লেখি যে তোমারে খুবছুরত এক বেটি আছে তোমার ঘরে * মেছেরে ছুফিয়ানি বাদসায় লিখে এ পয়গাম॥ আপনার বেটির সাতে চাহে সাদি কাম এই সব হকিকত লেখিয়া লিখনে॥ কাছেদ পাঠায় এক সহর এমোনে * কত দিনে কাছেদ সেই এমোনে পৌছিয়া॥ বাদসার

কি কারণ ॥ এখানে আসিলে তোমার কি প্রয়োজন * কাছেদ বলে আসি আমি মেছের হইতে ॥ ছুফিয়ানি বাদসার খত আছে মেরা সাতে * এ বলিয়া পাগড়ি হইতে খত নিকালিয়া ॥ আছির বাদসার হাতে দিলেক সুপিয়া * পাইয়া ছুফিয়ানির খত আছির বাদসায় ॥ মুখে চুমি চক্ষে ছুয়ে রাখিল মাথায় * পিছেতে খুলিয়া রোক্কা লাগিল পড়িতে ॥ বেটির সাদির বাত পাইল রোক্কাতে * লিখন পড়িয়া বাদসার খুসির ওর নাই ॥ আল্লা মিলাইল মোরে ছুফিয়ানি জামাই * দরবার সমেত সব খুসিতে ফুলিল ॥ কাছেদের তরে বড় তাজিম করিল * বহুত খোসাল বাদসা আনন্দে হরিস ॥ হাজার আশরফি দিল কাছেদে বক্‌সিস * হাতিয়ার পোশাক দিল কত জামা জোড়া ॥ শোনার জিন রূপার গদ্দি ভাল তাজি ঘোড়া * বক্‌সিস এনামদিল নাহিক হিসাব ॥ আপনার হাতে লেখে লিখন জওাব * হাজার ২ তারিফ লেখে ছুফিয়ানির ॥ তোমার খাদেম আমি গরিব আছির * আমার বাদসাই নহে বাদসাই তোমার ॥ আমি গরিব জোনাবের হুকুম বরদার * আপনার হুকুম আমি বান্ধি লিনু মাথে ॥ বেটি মেরা বান্দি তেরা ভেজি জোনাবেতে * বাদসার বেটির নাম ছিল জোহুরবান ॥ সিঙ্গার ছামান করি মেছেরে পাঠান * কন্যার ছুরতের খুবি কি কব জবানে ফজরেতে ভানু জেমন উঠেছে আছমানে * বুকেতে নুতন কুচ কি কব বাহার ॥ কুন্দে বানাইছে জেমন চেপুওা শোনার * আঁখির জোড় ভুঙা যেন দুই কামানি ॥ মুখের বচন যেয়ছা কুকিলার ধনি * দিগল মাথার চুল যেন মেঘ কালি ॥ হাঁসিতে চমকে জেয়ছা মেঘের বিজলি * মুখের ছুরত রঙ্গ জিনি জবা ফুল ॥ মুখ দেখে চেহে চেহে করেন বুল বুল * হাটিতে ফেলায় পাঁও খঞ্জন চলন ॥ দেখিলে বিবীর রূপ ভুলে মনির মন * চন্দ্র সূর্য্য সরমিন্দা দেখিয়া বিবিরে ॥ হুর পরী সরমেতে পলাইয়া ফিরে *

পঞ্চপ্রদী ॥ শোন ২ রসিক শুজন, যেইমতে বিবীর সাজন, গলে গজমতি হার, হাতে বাজু শোনার তার, লহর ঝোপা মতির লটকন * চন্দ্রহার কমরে পরায়, বাদামি জমরুদ তার ছেরায় ॥ তাঁর বিচে টোপামতি, ঝলক তারার জ্যোতি, দেখিলে তপস্রি ভুইলে

যায় * পায়ে বাঁক গোল খাড়ু শোনার, পাওজেব সাতে ঘুঙ্গুরার হাটিতে ঝন ২ বাজে, শোনার চুড় হাতে সাজে, আগে পরে কাঙ্গন বাহার * নাকে সোভে সুবর্ণ বেসর, বোলাক ঝুলে মতির ঝালর॥ কর্ণ ফুল ঝুলে কানে, তারা যেমন আছমানে, চমকায় যেমন বেলওার * চিরনি চিরিয়া মাথার চুল, লোটন যে করিয়া মাকুল॥ পেচনি সুবর্ণ জাতে, বেওনি পেচিয়া বান্দে, লটকনেতে মানিক্যের ফুল * বুকে কুচ নয়া পদ্যকলি, ঢালেতে লাগিছে শোনার ফলি॥ আঙ্গিয়া পরিল অঙ্গে, আনার ফুলের রঙ্গে, দেখিলে বুল বুল হয় আকুলি * পিন্দাইল ছবজা রঙ্গ সাড়ি, কারচুবি শোনার কারিগরি॥ বাদসায় বাদসাই বেচে, তবু কি সাড়ির কাছে না হইবে আঞ্চলের কৌড়ি *

পয়ার॥ এইমতে সাজাইল সাহাজাদির তরে॥ নওজোওান বান্দি কত পরী বরাবরে * এক হাজার বান্দি আর হাজার গোলাম দেহেজে পাঠায় আর কত সরঞ্জাম * পান্দান পিকদান মতি চুর বাটা॥ আপ্তাবা চিলমচী কোটরা বদনা লোটা * এসব বর্ত্তন সব শোনার তৈয়ারি॥ খাঞ্চায় ভরিয়া সব রুমালেতে মোড়ি * এসব ছামান দিল গোলামের মাথায়॥ বেটিকে উঠাইয়া দিল শোনার মাহাফায় * দশ হাজার ছেপাই দিল সাতে নিষাবান॥ জরির পোসাকে সব ছেপাই সাজান * জনে ২ তাজি ঘোড়া জিন পোশ শোনার॥ লক্ষ মোহর পাঠাইল নজর বাদসার * এসব ছামান দিয়া বেটির সঙ্গেতে॥ বাজা বাজি কত রঙ্গ চলে সাতে সাতে * বাদসা বেগম দোন আখির পানি ছাড়ে॥ বিদায় করিল বেটি জাইতে মেছেরে * চলিল বাদসার বেটি লোক জন লিয়া॥ কত দিনে মেছেরেতে পৌছিল আসিয়া * ছয় ক্রোস তফাতেতে খিমা তাম্বু করি॥ লোক জন সঙ্গে বিবী রহিল ঠাহরি * আপন হাতে লেখি বিবী খুসির খবর॥ কাছেদ পাঠাই এক বাদসা বরা-বর * ছালাম করিয়া লেখা বাদসার হাতে দিল॥ লিখন পড়িয়া বাদসার রঙ্গ উথলিল * উজির নাজির প্রজা গোলাম নফর॥ শুনাইল সকলেরে খুসির খবর * কাছেদ বিদায় করে দিয়া কত মাল॥ জামা জোরা তাজি ঘোড়া কারচবি সাল * লোক জন

সাজাইল অতি বেশুমার ॥ লাখে লাখে ছেপাই সাজে বান্ধিয়া হাতিয়ার * বাজা বাজি কত রঙ্গ চলিল সাজিয়া ॥ ভাক্তিয়া রম-জানি কত চলিল নাচিয়া * লাখে লাখে হাতী ঘোড়া মিছিলে সাজায় ॥ কাচা শোনা মোড়াইল হাতী ঘোড়ার পায় * সাজিয়া ছুফিয়ানি সাহা মনের মতন ॥ যে দেখে সাহার রূপ আসকে মগন * হাতীর উপরে সাহা বান্দিয়া আস্বারী ॥ চলিল ছুফিয়ানি সাহা যেখানে সুন্দরী * বন্দুক কামানের আওাজ আর বাজার ধুমে ॥ জলজলা পড়িয়া গেল আল্লার আলমে * হাতী ঘোড়া সামানে ২ চলি জান ॥ ঝকমক করে ভুমি পায়ের নিশান * হাতীর পায়ের দাগ বসে জমি মাঝে ॥ আছমানের চন্দ্র জেয়ছা ভুমিতে বিরাজে * ছামনের পায়ের দাগ পিছের পদাঘাতে ॥ ছুতিয়ার চাঁন্দ জেয়ছা পুর্ণিমাসির মাথে * ঘোড়ার টাপের ধুল যেন তুমরি বাজি ॥ রমকে ধমকে চালায় যত ঘোড়া তাজি * বহুত হাসমতের সাতে বাদসা ছুফিয়ানি ॥ পৌছিল জাইয়া যেথা বিবী সাহেবানী * বিবির তরফের লোকে পাইয়া খবর ॥ আগে বাড়ি আসি নিল তাম্বুর ভিতর * মজলিস করিয়া বসে দুদল লস্কর ॥ কাজি মুফ্‌তি মাওলানা ফাজেল বহুতর * উকিল যাইয়া আনে বিবীর এজিন ॥ কবুল করিল বাদসা মাফিক আইন * দিনের চলন মত হৈল সাদি কাজ ॥ দুলা কুরি দোন পড়ে সোকরানা নামাজ * দস্তুর মতন সবে খানা পিনা করে ॥ ডেরা তাম্বু উঠাইয়া চলিল মেছেরে * ঠাই ঠাই দিল বাসা যত লোক জনে ॥ এনাম বক্‌-শিস কত বাটে জনে জনে * এমোনী লস্কর আর আপনার লোক প্রতি ॥ জনে জনে বাটি দিল একেক আঙ্গুল মতি * জামা জোড়া তাজি ঘোড়া দিল জনে জনে ॥ ছেহেলী বান্দি সাজাইল নানা আভরনে * খানা পিনা খেলাইল কত মেওয়াজাত ॥ দিন গুজ-রিল শাম হৈল আসি রাত * জহুরবানু বিবী যবে আনিল পুরিতে ছেহেলী বান্দি যত বিবীর চলিল ছুরতে * যেমন আসিল চান্দ ছাড়িয়া গগন ॥ তেমনি আন্ধারে যেমন করিল রওশন * বিবী বান্দি সকলে আঙ্গুল কাটে দাঁতে ॥ এমন গঠন ছবি নাই দুনি-য়াতে * বিবা বান্দি নগরের যুবতী সখিগণ ॥ জোহরা বানুর

ছুরতে সকলে মগন * সকলে তাজিম করে জোহুরা বান্নুরে শোনার খাটেতে বসায় অতি সমাদরে * রঙ্গ বরঙ্গ খানা পিনা আনে ভাতে ভাতে ॥ সকলেতে খায় খানা বৈসে এক সাতে * ফুপুল তাম্বুল খায় খোসবয় কাফুরি ॥ নাজে সাজে নারী সবে হাসি খুসি করি * এই মতে আধা রাত কাটে রঙ্গে ঢঙ্গে ॥ আসিয়া ছুফিয়ানি বাদসা আপনা পালঙ্গে * খাওাছিন দাই সবে সেখানে আছিল ॥ বাদসা আইল ঘরে মালুম করিল * জোহুরবানু সাতে লিয়া দুই খাওাছিনে ॥ বসাইয়া দিল গেয়া বাদসার বিছানে * দেখিয়া বিবীর রূপ বাদসায় পাগল ॥ কোলে উঠাইয়া লিয়া হাসে খল২ * টিকিতে না পারে দোন কামের জালায় ॥ সংসারের রিত জেয়ছা মিলিল দোহায় * খুসি খোসালিতে দোনর হইল ছহবত ॥ হামেল রহিল বিবি আল্লার রহমত * ফজরে উঠিল বাদসা ছাড়িয়া বিছানা ॥ গোছল ওজু করে পড়ে নামাজ সোকরানা * দাই দাসি ডাকি বাদসা কহিল এমন ॥ খুব নেঘাবানি কর বিবীর জতন * যেই দ্রব্য ইচ্ছা হয় খাইতে বিবীর ॥ না কর বিলম্ব তাহা করিতে হাজির * এইবাত কহিয়া বাদসা গেল তক্ত পর ॥ প্রহরে প্রহরে লয় বিবীর খবর * এইমত হামে হাল করেন তালাস ॥ দিনে দিনে সেকেম পুরিল দশ মাস দশ মাস গুজরিয়া পুরিল নিবন্দ ॥ আল্লার ফজলে হৈল ছুন্দর ফরজন্দ * এমন ছুরত বেটা দিল আল্লাতালা ॥ আন্ধার ঘরেতে যেমন চান্দের উজালা * মৃগ সম দুই চক্ষু করে টল টল ॥ দেখিলে কামিনীর মন আসকে পাগল * মাথার জোলফ কেশ যিনি মেঘ কালা ॥ যুবতী দেখিলে হয় কামেতে উতালা * আখির জোড় ভুণ্ডা দোন জিনিয়া কামান ॥ এস্ক তীরে ছেদ হয় যুবতীর পরাণ * ঠোটের বরণ তার যিনি জবা ফুল ॥ রঙ্গ দেখে চেহে২ করেন বুল২ * কাচা শোণায় গড়ে জেয়ছা পুতুলা মুরত ॥ চন্দ্র সূর্য্য লাজ পায় এমনি ছুরত * চীনের চিত্র কারিগরে ছবি লিতে চায় ॥ খেচিতে না পারে ছবি দেখে মুর্চ্ছা খায় * ছুরত চেহেরা রূপ এমনি খুবির বদলিছে রূপ যেয়ছা ইউছফ নবীর * ছেহেলী বান্দি দেখে সব খুসি বাগে বাগ ॥ আন্ধারঘরে রৌশন যেনো জ্বলিল চেরাগ * এক

বান্দি তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া যায়॥ ফরজন্দ হইল খবর কহিল বাদসায় * বাদসায় শুনিয়া করে সোকর হাজার॥ বান্দিরে খেলাত দিল লক্ষ টাকার হার * অধিনে কহেন আল্লা তুই দয়াবান॥ হেথা সেথা অধমেরে করিবে আছান *

ত্রিপদী॥ বাদসা খবর শুনে, অতি খোস রঙ্গ মনে, দওলতের কুঠি খুইলে দিল॥ গরিব কাঙ্গাল লোকে ফকির মিছকিন দিগে, আপন হাতে লুটিতে কহিল * যে যত বহিতে পারো, তাতে নাহি কাম করো, লেও মাল না করিবা কমি॥ জার যত লেয় মনে, না ডরিবে কোন জনে, এতে বড় তুষ্ট আছি আমি * ছেহেলি বান্দি জনে জনে, সাজাইল আবরণে, সবের গলে গজ-মতি হার॥ কানে লোলা হাতে বালা, চন্দ্রহার কমরে ঢিলা, গোল খাড়ু পাওজেব সোণার * একেক বান্দি একেক সাড়ি, কারচুবি কাম ভারি, পিন্দাইল ছেহেলি বান্দিরে॥ খুশির উপরে খুশি যত ছিল বান্দি দাসী, হাসি খুশি রঙ্গে ঢঙ্গে ফিরে * ছেপাই চাকর কত, উজির নাজির যত, জনে জনে বাটিল এনাম॥ মোছাহেরা দুনা করে, দিল সব চাকরেরে, দিল যায়গীর কতেক গ্রাম * রাইয়ত প্রজার তরে, খাজানা মৌকুফ করে, পাঁচ সাল নাহি দিবে কর॥ চাকর আর রাইয়ত, পাঁচ সালের জেয়াফত, রোজ ২ হবে আমার ঘর * মরদানার হেথা খাবে, মোকানে পাঠান যাবে, ঘরে বৈসে খাবে আওরতাম॥ এহা বিচে যেই জনা, ঘরে পাকাইবে খানা, সাবুদ হলে কাটিব গর্দ্দান * খোরাক পোষাক যতে, মিছিবে সরকার হৈতে, পাঁচ সাল নাকর ফিকির॥ খাইয়া পিয়া আরাম, ছাড়িয়া রুজির কাম, কর সদা আল্লার জিকির * এমতে পরওয়ানা জারি, করিল মুলুক জুড়ি, ঢেণ্ডরা ফিরায় দেশে দেশে॥ জার বাড়ি দূর দেশে, খরচ লিবে হেথা এসে, হামেসা থাকিবে যে উল্লাস * অধীন কহেন আল্লা, সকল তোমার খেলা, কে বুঝিবে তোমার কুদরত॥ যে থাকে তোমার ভাবে, তার মন্দ না হইবে, এথা সেথা আল্লার মদত

পয়ার॥ ফরজন্দের খবরে বাদসা বড় খুশী মন॥ নজ্জুমে ডাকিয়া বলে গোণিতে লক্ষণ * শুনিয়া নজ্জুমে সবে খুলিল

কেত্তাব ॥ আঙ্গুলে গুণিয়া করে জরব হিসাব * গনক নজ্জুম সবে লক্ষণ গনিয়া ॥ কহিল বাদসার আগে জবান খুলিয়া * বড় ভাগ্যবান লাড়কা হায়াত দারাজ ॥ তামাম মুল্লুকে মেলে দিবেন খেরাজ * আক্কেলে এলেমে বিদ্যা জিনি আফলাতুন ॥ সর্ব্বশাস্ত্র বিচার করিবে চুনাচুন * কিন্তু এক শঙ্কট দেখি চতুর্দ্দশ বৎসর ॥ দেশে২ ভ্রমি দুঃখ পাইবে বিস্তর * শুনি বাদসা খুশিতে গমগিন হৈল ভারি ॥ নজ্জুমে বিদায় করে দিয়া টাকা কড়ি * মহলে চলিল বাদসা দেখিতে বেটাকে ॥ হুকুম করিল ডাকি ছেহেলি বান্দিকে * আনগো ফরজন্দ মেরা দেখি চান্দমুখ ॥ শীতল করি দুই আখি দূরে যাউক দুখ * শুনি এক বান্দি যাইয়া শিশু করি কোলে ॥ লেপটিয়া আনে শিশু জরির রূমালে * বাদসার কোলেতে আনি দিলেক লাড়কারে ॥ আল্‌হামদো কহিয়া বাদসা সোকর গুজারে * হাজারে২ সোকর দরগাতে আল্লার ॥ চুমেন বেটার মুখ হাজারে হাজার * নিবিল জেন্দেগীর দুঃখ দেখে বেটার মুখ ॥ রাখিল বেটার নাম ছয়ফল মুল্লুক * ছেহেলি বান্দির তরে করিল তাড়ণ ॥ শিশুর খেদমতে খুব করিবে যতন * বাদসার প্রধান উজির হাম্মিদ আহামদ ॥ তার এক বেটা আছে ছুরত বেহদ * ছায়াদ বলিয়া নাম রাখিল তাহার ॥ জানের অধিক উজির করেন পেয়ার * বাদসার বেটাকে আর উজিরের বেটায় ॥ সমপক্ষে দুস্তি তাহা দোহাকে করায় * দোন শিশু হৈল যদি লায়েক বিস্তার ॥ বানায় মক্তব খানা বাদসা নামদার * মক্তবেতে দোন শিশু পড়ে একান্তর ॥ মোছলমানি কেতাব আর হিন্দুর সাস্তর * জেহেন দারাজ দোন আল্লার রহম ॥ যত বিদ্যা এক সাথে করিল খতম * এলেমে ফাজেল দোন পণ্ডিত বিদ্যায় ॥ সমানে সমান দোন লেখা ও পড়ায় * দুস্তি মহব্বত এয়ছা হৈল দুই জন ॥ এক সাথে খানা পিনা এক সাথে শয়ন * দেখা মাত্র দুই তনু একই পরাণ ॥ কেহ কারে ছাড়িয়া কোথায় নাহি জান * এইমতে দোন শিশু আছেন খুসিতে ॥ থাকে দোন একসাথে রঙ্গ মহলেতে * বাদসা ও বেগম দোন অতি খোসালিত ॥ ছেহেলি বান্দি যত সব পুরা আনন্দিত * একদিন বাদসা মনে হরিসে বিষাদ ॥ নবী

ছোলেমানের কথা হইল ইয়াদ * তিন চিজ দিয়া মোকে করে নছি-
হত ॥ যাকে তুমি সব হৈতে কর মহব্বত * তিন চিজ তারে তুমি
দিবে যে এনাম ॥ এবাত কহিয়া গেছে নবী নেকনাম * এমত
কহিয়া বাদসা উঠি তরাতর ॥ সিন্দুক খুলিয়া আনে আঙ্গুঠি কাপড় *
সইসে হুকুম দিল আনিতে সে ঘোড়া ॥ জিন গাদি করি ঘোড়া
আনে খাড়া২ * বাদসা তলব দিল আপনা বেটাকে ॥ ছায়াদ সঙ্গে
করি আসে ছয়ফল মুল্লুকে * বাদসার ছামনে আইসে দোন
শিশু খাড়া ॥ আদাব ছালাম করে দোন হাত জোড়া * বাদসা
দেখিয়া খুসি অতি সমাদরে ॥ বসাইল দুই শিশু দুই জানু পরে *
দোন শিশুর মুখে বাদসা চুমিতে লাগিল ॥ পরে দোন এক
সাথে খানা খেলাইল * মনেতে এনছাফ বাদসা করে এই বাত ॥
এক থুই একেরে দেই কেমনে খেলাত * আপন বেটাকে যদি
তিন চিজ দিব ॥ উজিরের বেটা বড় দেলগীর হইব * এ বলিয়া
বাটে বাদসা খেলাত তিন চিজ ॥ আপনার দিলে খুব করিয়া তজ-
বিজ * আপনা বেটাকে দিল কাপড় মোহরা ॥ উজিরের বেটার
তরে দিল সেই ঘোড়া * ছয়ফল মুল্লুকে কহে আপনার দেলে॥ খুব এন
ছাফেতে খেলাত বাটিলে * হাজার টাকার ঘোড়া দশ টাকার সাড়ি
এক টাকায় তৈয়ার হয় মোহরা অঙ্গুরী * এনছাফ করিছে লাড়কা
দিলে আপনার ॥ বাদসার তবেলায় ঘোড়া আছে বেশুমার * দুই
চার ঘোড়ার বেশী না রাখে উজির ॥ অতএব দিল ঘোড়া দোস্তের
খাতির * এতে আমি বড় খোস নাহি কিছু গম ॥ আজমাইস করিতে
মুঝে দিল এত কম * যদি আমি নাহি লব করিয়া খোমার ॥
তবেত বাবাজী মুঝে হইবে বেজার * এবলিয়া কাপড় লিয়া বগলে
করিয়া ॥ আঙ্গুঠী মোহরা লিল অঞ্চলে বান্দিয়া * ছায়াদে
ঘোড়ার লাগাম হাতেতে ধরিয়া ॥ পাও পেয়াদা চলে
ঘোড়া লেজায় টানিয়া * ঘোড়াকে বান্দিয়া রাখে দরক্তের মুলে ॥
খুসি খোসালিতে দোন চলে রঙ্গ-মহলে * হাঁসি খুসি কৈরে
দোন বসি এক সাত ॥ দিন গুজারিয়া গেল হৈল আসি রাত *
খানা পিনা খাইয়া দোন অতি খুসি মন ॥ এক পালঙ্গেতে দোন
করিল শয়ন * অধিনে কহেন আল্লা জলিল জব্বার ॥ গোনা

খাতা মাফ কর আমি কমিনার *

চৌপদী ॥ দোন মর্দ্দ শুয়ে এক সাতে২ ॥ ছায়াদের নিন্দ আইল, ছয়ফলে জাগিয়া রৈল, বড়ই হছরত এই বাতে * খেলাত পাইল যেই চিজ২ ॥ এই দুই কি পছন্দ, ভাল কিবা দিল মন্দ, খুব তারে করিব তমিজ * খোলে মোহরা অঞ্চল হইতে২ ॥ যখনে আঙ্গুলে পরে, অন্ধকার ছিল ঘরে, উজালা সেই আঙ্গুঠির জ্যোতে সাহাজাদা খুসি হৈল বড়া২ ॥ এমন আঙ্গুঠি ভাই, কার হাতে দেখি নাই, বহুত কিস্মতি এই মোহরা * আর এক পাইয়াছি কাপড়২ ॥ দেখি সে কাপড় খুলে, বিক্রয় হয় কত মুল্যে, ভাঙ্গে২ করিব নজর * দেখে সাড়ি করিয়া নজর২ ॥ সোণার কারচুবি কাম, বেবাহা সাড়ির দাম, আঞ্চলেতে মতির ঝালর * বিনাট রেশম রঙ্গ সুতি২ ॥ যে রঙ্গ দেখিতে চায়, সেই রূপ দেখিতে প্রায়, নানা রূপ দেখে সেই জ্যোতি * সোণার তারে কারচুবি জামদানি২ চাহিতে সাড়ির পানে, চক্ষেতে চুন্দরি হানে, দেখে সাহার চমকে পরাণী * দিলে সাহা বড় খুশী হৈল২ ॥ সাদি বেহা করি জারে, এসাড়ি পিন্দাব তারে, তেকারণে সাহা মুঝে দিল * সাড়ির ভাঙ্গ দেখে উলটিয়া২ ॥ দেখি এক কন্যার ছবি, কাঞ্চন ছুরত খুবী, আচম্বিতে উঠে চমকিয়া * মুখ চেহারা আপ্তাব চমক২ ॥ দন্ত আনারের দানা, জেমছা বেলওার আয়না, হাসি মুখের বিজলি চটক * ঠোট দুই জিনি জবাফুল২ ॥ মুখে মন্দা মন্দা হাসি, সাহার গলে প্রেম ফাসি, বান্দি জেয়ছা ছিটকার বগুল * নাসিকার ছন্দ জেয়ছা বাঁশি২ ॥ তাহাতে বোলাক ঝুলে, মতির ঝালর ঢোলে, কান্দে সাহা পাগল উদাসী * ঝিনুকের মত দুই কান২ ॥ তাহাতে সোণার ঝুমকা, জালা বন্দি মতি লটকা, দেখে সাহার উলটে নয়ান * আখি দুই করে টল২ ॥ ধলা কালা বিচে পুতি, টল টল তারার জ্যোতি, দেখে সাহার আখি ছল২ * জোড় ভুঙা যেন দুই কামানি ২ ॥ দ্বিতীয়ার চন্দ্র বেকা, কাল্লা কাজলের রেখা, তীরে ছেদে সাহার পরাণী * কপালে সুবর্ণ টিকার ফুল২ ॥ বিচ খানে বসা মতি, চমক তারার জ্যোতি, দেখে সাহা কান্দিয়া আকুল * কাকই করিয়া মাথার চুল২ ॥ বান্দিছে লোটন খোপা, সুবর্ণ

মতির ছাপা, কত রঙ্গ মানিকের ফুল * বেউনীর আগায় গাথিছে রতন২ ॥ কমরে ঝুলিয়া পড়ে, নজর নাহি ঠাহরে, দেখে সাহা পাগল উচাটন * * ছাতি দোন ডালিম্ব আকার২ ॥ যেন নয়া পদ্ম কলি, যেমন চালের ফুলি, যেন দুই টেপুয়া সোণার * চিকন মাঞ্জা পাতলি কমর২ ॥ হাতে পায় বিশ আঙ্গুল, যেন কুন্দি কারি ফুল, চন্দ্র হৈতে নাখুন সুন্দর * জানু বাজু বেলন মতন২ ॥ ছুরতের নির্ম্মান তনু, যেন ফজরের ভানু, রূপ সম না হয় কাঞ্চন * ছুরতের তারিফ লেখা ভার২ ॥ সকল বয়ান করি, দপ্তর হইবে ভারি, থোড়া এয়ছা লিখিনু আকার *

পয়ার ॥ বদিউজ্জামালের ছবি দেখিয়া নমুনা ॥ হোসহারা সাহাজাদা হইল দেওয়ানা * থর থর কাঁপে অঙ্গ মতি নাহি স্থির ॥ কলেজায় বিন্দল তার পোলাদের তীর * ক্ষণে ছবির গলে ধরে ক্ষণে ধরে পায় ॥ ক্ষণে মুখে চুমে ক্ষণে করে হায়২ * ডাইনে বামে চাহে ক্ষণে কখন আসমানে ॥ আছাড়ে কাছাড়ে কখন লোটায় জমিনে * কখন পুর্ব্বেতে চাহে কখন পশ্চিমে ॥ কখন উত্তরে চাহে কখন দক্ষিণে হায়২ কেবা মোরে দিবে এখবর ॥ কোন তরফে গোলেস্তা এরম সহর * হাত মারে কপালেতে মুখে হায়২ ॥ লোটন পায়রার মত জমিনে লোটায় * হুস আক্কেল গোম হৈল মতি নহে স্থির ॥ কাপাই বগলে করি হইল বাহির * কাম বানের তীরে হৈল তনু জর২ ॥ ক্ষণে ভুমে পড়ে ক্ষণে দেয় লড় * এস্কিতে উন্মাদ হৈল হুস নাহি তার ॥ বেহুসের বাগানে পৈড়ে মৃত্যুর আকার * হুস আক্কেল হারাইয়া হৈল অচেতন ॥ ছায়াদের নিদ্রা ভঙ্গ পাইল চেতন দেখে যে ছয়ফল মুল্লুক নাহি পালঙ্গেতে ॥ চিন্তাযুক্ত হৈয়া রহে পড়িল হয়রতে * বুঝি কোন আওরতের সাথে হইছে ছলুক ॥ সেই খানে গেল বুঝি করিতে কৌতুক * কিবা কোন বান্দি আছে ছুরত মেহেরি ॥ সেই বান্দি আসি বুঝি লিয়া গেল ঠারি * ক্ষণে২ বলে দেখি এমন আকৃতি ॥ ফিরিয়া না চাহে কভু আওরতের প্রতি * পায়খানা পেসাবে যদি বাহিরে যাইতো ॥ অবশ্য জাগাইয়া মোরে সঙ্গে করি লিতো * এখনে তালাস করা আমার উচিত ॥ বিচারিয়া দেখি তাহার যে হয় বিহিত * এবলিয়া ছায়াদ

নিকলে ঘর হৈতে॥ আসে পাসে বিচারিয়া চলিল বাগেতে * ছায়াদ বাগানে গিয়া করে নিরিক্ষণ॥ ছুরতের জোতে বাগ হৈয়াছে রওশন * দৌড়িয়া ছায়াদে যাইয়া দেখে নিরিক্ষয়া॥ মোর্দ্দা মত জমিনেতে রহিছে মিশিয়া * দুই আখির পানিতে জমিন হৈছে তর॥ মুখে আহা আহা বলে ঘন বহে স্বর * দেখিয়া উজিরজাদা ধরে তার গলে॥ দোন বাজু সামটিয়া উঠাইল কোলে * কহ২ সাহাজাদা কান্দ কি কারণ॥ সোণার বরণ তনু ধূলায় লোটন * কি দুঃখ হইল তোমার কহ মোর প্রতি॥ প্রাণ পনে আমিহ তোমার সঙ্গ সাথি * ছিরে মুখে বুকে পিঠে লয়েন নিছনি॥ কহ২ সাহাজাদা বাক্য কহ শুনি * কত মতে করুণাতে উজিরজাদা বলে॥ কথা নাহি কহে সাহা আখি নাহি খোলে * সাহাজাদার আখের পানি বহে ঝর২॥ ছায়াদের অঙ্গের বস্ত্র ভিগি হৈল তর * সাহাজাদার হাল দেখে কান্দেন ছায়াদ॥ কহ কহ সাহা তোমার মনে কিবা সাদ * যদি দেখে থাক কোন রূপশী কামিনী॥ যে মতে পারিব তারে মিলাইব আনি * সাদি বেহা করিতে যদি হৈয়া থাকে মনে॥ বাদসাকে কহিয়া সাদি করাব এখনে * কিম্বা মনে করি থাক বাদসাই করিতে॥ বাদসাকে কহিয়া কাল বসাব তক্তেতে * মনে যদি হৈয়া থাকে ছফর করিতে॥ চল চল যাই এখন মুল্লুক ফিরিতে * ছায়াদে জিজ্ঞাসে কথা কত মত ডাকি॥ মুখে নাহি কহে কথা নাহি খোলে আখি * চক্ষু নাহি মেলে সাহা মুখে নাহি বাত॥ হায় হায় কৈরে ছায়াদ ছিরে মারে হাত * নাহি জানি কিবা ব্যাধি হৈল আচম্বিতে॥ জিন কি পরীর দৃষ্টি না পারি বুঝিতে * আছাড় কাছাড়ে ছায়াদ কান্দে জারেজার॥ চক্ষের পানি বুক বাইয়া পড়ে এক ধার * ছায়াদ ব্যাকুল হৈল সাহাজা-দার সোগে॥ কান্দিতে ২ চলে বাদসার নজদিগে * রাত্র যোগে গেল ছায়াদ বাদসার মোকান॥ আটক করিল তারে দেউড়ির দরওান * কোন জন হও তুমি জিজ্ঞাসে দরওান॥ ছায়াদ কহিল আমি উজিরের সন্তান * ছায়াদ আমার নাম কহিনু তোমায়॥ সাহা-জাদা বেহুসিতে আছে বাগিচায় * মুখে নাহি কথা কয় চক্ষু নাহি খোলে॥ তাহার চরিত্র কিছু না আসে খেয়ালে * বাদসা ও বেগমে

দেও তুরিত খবর॥ ছয়ফল মুল্লুক আছে বাগিচা ভিতর * খবর কহিয়া ছায়াদ চলিল ফিরিয়া॥ চলিল বাগান পানে কান্দিয়া ২ * দরওানি পাইয়া তত্ত্ব চলিল ত্বরায়॥ বাদসা বেগমে গিয়া তুরিতে জাগায় * ছায়াদের কথা মতে কহেন দরওানে॥ শুনিয়া বাদসা বেগম দৌড়ে বাগানে * ছের লাঙ্গা পাও খোলা চলে দৌড়াদৌড়ি॥ রাস্তা পথে আছাড়ে কাছাড়ে জায় পড়ি * দেখে যে বেহুস পড়ে আছে সাহাজাদা॥ চক্ষের পানিতে বাগিচার জমিন কাদা * পুত্র২ বৈলে মায় তুইলে লৈল কোলে॥ ধুলা ঝাড়ি নিছনি লয় মুখে আর গালে * অধীনে কহেন আল্লা গফুরর রহিম॥ মাফ কর অধীনের গোনা যে আজীম *

ত্রিপদী॥ পুত্রকে করিয়া কোলে, জননী কান্দিয়া বলে, কহ বাবা কেন এয়ছা হাল॥ পিঠে বুকে সাহাজাদার, নিছনি পুছে বারে বার, ঘনে ঘন চুমে মুখ গাল * কহ২ বাবা ধন, সুনি তোর মধু বচন, মনে তোমার কি হৈল খোসনা॥ সে কথা আমাকে বল, হাটিয়া ঘরেতে চল, পুরাইব মনের বাসনা * কোনেক অবলা কন্যা, রূপ রঙ্গে খুব ধন্যা, এয়ছা যাইয়া দেখে থাক যদি॥ সে কথা বলনা মোরে, কহিয়া বাদসার তরে, অত্তকল্য করাইব সাদি * জতেক কহেন মায়, তাছির নাহিক তায়, সাহাজাদা নাদেয় উত্তর॥ না চাহে নয়ান খোলে মুখে নাহি কথা বলে, আখের পানি বহে ঝর২ * চক্ষের পানি সাহা জাদার, বহিল এমনি ধার, জননীর অঙ্গ তরবতর॥ জওাব না পাইয়া মায়, ভুমিতে পটকান খায়, গড়াগড়ি জমিন উপর * কান্দে কহে হায় হায়, পাগলিনী হৈয়া মায়, চিকড়িয়া পড়ে উলটিয়া॥ ছাতি কুটে বুক ফাটে, ক্ষণে২ মাথা কুটে, ক্ষণে উঠে ক্ষণেক গড়িয়া * বাদসা পুত্রকে দেইখে, হায় হায় কৈরে মুখে, নিছে পোছে চুমেন কপাল॥ কি হৈল২ বলি, কোলেতে লিলেন তুলি, কহ বাবা মনের খেয়াল॥* কহ২ যাদুমনি, কিবা বাঞ্ছা কহ শুনি, যা কহিবা হুজুরে আমার॥ আল্লা চাহে কাম দিব, তাতে কমি না করিব, এই বাতে করিনু করার * চাহ যদি বাদসাই, এতে কোন ওজর নাই, তোমার নামে দেই এই বেলা॥ যদি চাহ মাল টাকা, গঞ্জের নাহ্নিক লেখা, সুপে দেই সব কুঞ্জি তালা * যদি কোন রূপের বেটি, দেখে থাকো পরি

পাটি, তাহা বাবা কহ মোর ঠাই ॥ খোশে নাহি দিলে বেটি, মাইরে তার ঘাড়ে লাঠি, এনে দিব করিয়া লড়াই * যাহা তোয়ার মনে আছে, কহনা আমার কাছে, জানে মানে করিব আঞ্জাম ॥ এহা যদি নাহি করি, বৃথায় জেন্দেগী ধরি, তক্ত তাজ আমাকে হারাম * যত বাত বাদসা বলে, সাহা নাহি আখি খোলে, নাহি কহে মুখের বচন ॥ ঢলিয়া২ পড়ে, ঘন ঘন সাস ছাড়ে, চক্ষের পানি ঝর বরিশন * বাদসা এমত দেখে, হায় হায় করে মুখে, কান্দে বাদসা বেহুসে পড়িল ॥ ভূমে গড়া গড়ি যায়, মুখে বলে হায় হায়, দিয়া বিধি নৈরাস করিল * বাদসা বেগম কান্দে, যত লোক ছিল নিন্দে, জাগে শুনে কান্দনের সোর ॥ দৌড়া দৌড়ি বাগে যায়, দেখে বেগম বাদসায়, গড়া গড়ি জমিন উপর * অধিন ফকিরে কয়, তুই আল্লা দয়াময়, দয়া কর আমি গোনাগারে ॥ এথা সেথা তরাইয়া, গুনা খাতা মাফ দিয়া, রাখো সদা আপনা মেহেরে *

পয়ার ॥ বাদসা বেগম দোন করে মাতমজারি ॥ শুনিয়া তামাম লোক আসে দৌড়া দৌড়ি * উজির নাজির আর যত পুরবাসী ॥ সকলে হইল জমা বাগানেতে আসি * ছয়ফল মুলুক আর বাদসা ও বেগম ॥ এই তিনের হাল দেখে সবার মাতম * উজির নাজির কান্দে যত পুরবাসী ॥ আওরত মরদ কান্দে কত বান্দি দাসী * বাদসা ও বেগম উঠে চেতন পাইয়া ॥ কহেন সবার কাছে কান্দিয়া২ * দেখ মেরা বাছা ধনের কি হৈল আজার ॥ আমার তকদিরে হৈল গজব খোদার * পরীর দৃষ্টি হৈল কিম্বা আছর জেনের ॥ কিবা সে দেয়ের দৃষ্টি কিম্বা সে ভুতের * মুল্লুকেতে আছে যত ওজা কবিরাজ * আনিয়া করাও মেরা বেটার এলাজ * উজিরে শুনিয়া দিল লোক পাঠাইয়া ॥ গুণী জ্ঞানি কবিরাজ আনিল ডাকিয়া * গুণী কবিরাজ যত আসিল এমন ॥ লোকমানের মত তারা সব আফলাতুন * বাদসা বলে তবিবেরে দেখ নিরক্ষিয়া ॥ কি রোগে ধরিল মোর বেটাকে আসিয়া * দেও পরী জেন ভুক্ত কিম্বা চড়া বাই ॥ নাড়ি ধরি দেখ তার আছে কিম্বা নাই * যে পারিবে বেটা মোর করিতে আরাম ॥ দৌলত বাদসাই তারে দিব যে তামাম *

এহা যদি নাহি করি কছম আল্লার॥ চিকিৎসা করোহ সবে বেটাকে আমার * বেটা লিয়া ঘরে২ মাইঙ্গে খাব ভিক॥ দুনিয়াতে বেটা হতে কে আছে রফিক * শুনি সব কবিরাজ নাড়ি ধরে চায়॥ দৃষ্টি বাই কোন বিমার চিন্ন নাহি পায় * গুণী লোকে ডাকি বলে শুন আলম্পানা॥ বিমারের নিশান কিছু না মেলে ঠিকানা * কবিরাজী পেশা করি ফিরি কত ঠাই॥ যত রোগ আমাদের নিকটে ছাপা নাই * কিন্তু এক ব্যম বিচে আমরা আহমক॥ নাড়ি না জানিতে পারি যে হয় আশক * এই রোগের কবিরাজ জানিবে আওরত॥ এহা বাদে ভাল করে কাহার তাকত * বাদসা শুনিয়া বলে উজিরের তরে॥ এখনে তদবির কিবা বাতাও আমারে * উজির শুনিয়া বলে শুন জাহাঁগীর॥ না হবে কাতর করি তাহার ফিকির * সহরেতে শুনিছি এক জৌশন গোসাঁই॥ তার ঘরে এক মাইয়া বড়ই ছাফাই * চেহারা ছুরত কন্যা এমন আকৃতি॥ দুনিয়া জাহানে নাই এমন ছুরতি * জৌশেন গোসাই সেই গোজারিয়া গেছে॥ জরু আর কন্যা তার জীবমানে আছে * নবিন বয়েস কন্যা রূপের কামিনী॥ গলার আওাজ তার কুকিলার ধনী * এয়ছাই রমজ সোরে করে গান জান॥ তপস্বীর তপ ভঙ্গ কাইড়ে লয় প্রাণ* যে দেখে ছুরত তার হয় সে বেমতি॥ আওলিয়া দরবেশ ভুলায় তেমনি যুবতী * সেই কন্যা আনাইয়া দেও নামদার॥ এহা বিনে নাহি দেখি ঔষধ সাহার * এবাত শুনিয়া বাদসা লোক পাঠাইয়া॥ জৌশেন গোসাইর কন্যা লিল বোলাইয়া * বাদসা বলে শুন ওগো জৌশনের ঝি॥ দেখ গিয়া ছয়ফল মুল্লুকের ব্যম কি * যদি চেতাইতে পারো ছয়ফল মুল্লুক॥ তবে যে বাদসাই মেরা তোমার তাল্লুক * ছয়ফল মুল্লুকে তুমি কর হুসিয়ার॥ তার সাতে সাদি তবে হইবে তোমার * তোমাকে করিব মোর বেটার বেগম॥ যেই মতে হবে ভালা না করিবা কম * জৌশেনের বেটি বলে শুন নেক নাম॥ আওরতে মরদ ভুলান কত বড় কাম * মনি ও তপস্বী ভুলাই মহন্ত কবির॥ জুগী ও সৈন্যাসী ভুলাই দরবেশ ফকীর * নিরালা মন্দির এক কর পরিষ্কার॥ ঐ ঘরে এলাজ করিব সাহাজাদার * মাতা পিতা মুরব্বির ছামনে করি লাজ॥ অতএব

নিরালা মন্দিরে হবে কাজ * বাদসা করিল হুকুম উজিরে ডাকিয়া ॥ রঙ্গমহলে সাহাজাদা দেও রাখিয়া * জৌসনের কন্যা আর ছয়ফল মুল্লুকে ॥ রঙ্গমহলে দুইজনে নিরবেতে রাখে * ছয়ফল মুল্লুকে রাখে সোওাই পালঙ্গে ॥ গোসাইর কন্যা ঘরে প্রবেশিল রঙ্গে * জৌসেন গোসাইর কন্যা রসে রসবতী ॥ আরম্ভিল রস পাঠ সাহাজাদার প্রতি * শুনরে রসের ভোমর চাও মোর পানে ॥ রঙ্গ রসে রস খেলা খেলি দুই জনে * নবীন যৌবন মোর রসে টলঃ ॥ ভোমর হইয়া লুটো রসের কমল * নূতন কমল কলি রহিছে বিকসি ॥ খাওরে ফুলের মধু ফুল মধ্যে বসি * উঠিছে বুকেতে কুচ নয়া পদ্ম কলি ॥ সুবর্ণেতে বানাইছে জেন ঢালের ফলী * জিনিয়া কটির মুখ দুই কুচের আলেতে ॥ ধরিলে যে গেন্দা মত লুকাইবে হাতে * উঠ উঠ প্রাণনাথ বস মোর কোলে ॥ দুই জনে করি খেলা রঙ্গ রসে মিলে * আমি মতি তুমি হীরা দোনই নূতন ॥ হীরার ভরেতে মতি করনা ছেদন * বোতলের মধু মোর টল টল করে ॥ কাম রসের জোসে মধু উথলিয়া পড়ে * রসের বোতলের মুখে রস কাগ দিয়া ॥ দোন রসের মজা লেও রস মধু পিয়া * নূতন জৌবন আমার রসে টল২ ॥ মোর কোলে বসি কর আনন্দ মঙ্গল * তোমার রস খেলা আমার আনন্দ ভোজন ॥ তুমি চন্দ্র রাহু আমি লাগিবে গ্রহণ * কত রঙ্গে কহে কন্যা সাহা নাহি ভুলে ॥ লেপটিয়া রসমুখী ধরে সাহার গলে * বুকে বুকে মিসি করে গালেতে চুম্বন ॥ তবুত ছয়ফলমুল্লুক না খোলে নয়ন* বড়ই নাটকি কন্যা কত নখরা জানে ॥ সাহাজাদার পিন্দনের বস্ত্র খোলে টাইনে * হাসিতে হাসিতে কন্যা সয্যায় শুইল ॥ সাহা জাদারে তুলি আপন বুকেতে লইল* আপনা পিন্দনের বস্ত্র আপনে খুলিল ॥ গুপ্ত স্থানে সাহাজাদায় বসাইয়া দিল * দোন জাঙ্গে কসা কসি দোন হাতে খিচে ॥ উলটিয়া পড়ে সাহা পালঙ্গের নিচে * ভাবেন গোসাইর কন্যা করিব কেমন ॥ এমন কঠিন মন না দেখি কখন * শও শও বৎসরের বুড়া কটাক্ষে ভুলাই ॥ সাত বৎসরের শিশু পাগল বানাই * মণি ও মহন্ত তপস্বী বৈষ্টব সন্ন্যাসী ॥ দরবেশ ফকির আর খোদাই

তরাসী * এসব ভুলাইতে পারি চক্ষেতে ঠারিয়া ॥ এই কঠিনে মোর পানে না চাহে ফিরিয়া * বিষম সঙ্কটে মোরে ঠেকাইল খোদায় ॥ ঘরে যাওা এথা রওা দোন হৈল দায় * এমন রূপের পুরুষ দেখিয়া নয়ানে ॥ কেমনে যাইব ফিরে চিত্তে নাহি মানে * মধু মিশ্রি হৈতে মিষ্ট এহার মিলন॥ এইরূপ বিহনে আমার জিতাতে মরণ* এ বলিয়া গোসাইর কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ ধরিয়া সাহার পাও বেহুসে রহিল * রাত্রি প্রভাত হৈল ডাকিল কুকিল ॥ বাদসা বেগম সেথা হইল দাখিল * উজির নাজির সহ যত লোক ছিল ॥ সাহাজাদা যেই ঘরে সকলে পৌছিল * দেখে জৌসনের কন্যা আর সাহা-জাদায় ॥ বেহুসিতে ভুমে পড়ি গড়াগড়ি যায় * জৌসনের কন্যাকে ডাকি কহেন উজির ॥ সাহাজাদাকে হুস করা কি হৈল ফিকির * কহেন জৌসনের কন্যা কি কব বচন ॥ না পারিনু সাহাজাদা করিতে চেতন * বাদসা বেগম আর উজির নাজির ॥ প্রজা ও চাকর যত কান্দিয়া অস্থির * বাদসা বলে ডাকি আনো ছায়াদের তরে ॥ তার কথা সাহাজাদা রাখিবাবে পারে * এহা বিনে তাহার হক্কে নাহিক জ্ঞানী ॥ জুদা মাত্র দুই তনু একই পরাণী * এত শুনি চোপদার চলিল দৌড়িয়া ॥ আনিল ছায়াদের তরে বহু বিচারিয়া * বাদসা বলে ছায়াদ তুমি কর এই কর্ম্ম ॥ কহিবে তোমার কাছে তার মনের মর্ম্ম * ছায়াদ শুনিয়া গিয়া ধরেবাদসা গলে॥ কানে২ করুণা জোবানে কথা বলে * আমিতো তোমার গোলাম তুমিতো মুনিব ॥ মনবাঞ্ছা আমার কাছে বলা মোনাছিব * থাকিয়া তোমার সঙ্গে কর্ম্ম নিবারিব এহা যদি নাহি করি দোজখি হইব * এতে যদি মোর সাতে না কর উত্তর ॥ মরিব গলেতে দিয়া ফোলাদি খঞ্জর * তবেত ছয়ফল মুল্লুক চক্ষু নাহি খোলে ॥ জবান খুলিয়া বাত মুখে নাহি বলে * ছয়ফল মুল্লুক যদি না কহিল বাত ॥ ছায়াদে নিকালে তখন জেবে দিয়া হাত * সবার সাক্ষাতে সাহা মাঙ্গেন রেয়াত ॥ ছুরি হাতে লিয়া পড়ে কলেমা সাহাদত * সাহা বুঝে আমার জন্যে দোস্ত যাবে মারা ॥ আখি মেলে হাত তুইলে করেন ইসারা * শোন দোস্ত মনে তুমি না করিও খেদ ॥ তোমার সাতে নিরালাতে কব দেলের ভেদ * ছায়াদে ইসারা করে বাদসা আর বেগমে ॥ আপনারা চলে

জান জার যে মোকামে * বাদসা ও বেগম শান্ত এই কথা শুনি ॥ লোক জন লিয়া বাদসা চলিল তখনি* ছয়ফল মুল্লুক আর ছায়াদের তরে ॥ এই দুই রাইখে গেল নিরালা মন্দিরে * দরওাজ্জা করিয়া বন্দ বসে দুই জন ॥ ছায়াদে জিজ্ঞাসা করে বিষয় কেমন* সাহাজাদা কান্দে ধৈরে ছায়াদের হাতে ॥ নিকালে কাপাই সাড়ি বোগল হইতে * খুলিয়া সাড়ির ভাঞ্জ ছবি দেখাইল ॥ ছায়াদ দেখিয়া ছবি ঢলিয়া পড়িল * না হৈল আসক ছায়াদ সাহার খাতির ॥ ঘড়ি এক বাদে ছায়াদ হইলেন স্থির * সাহা বলে এই পটে ছবি লেখা যার ॥ তারে না পাইলে জান করিব নেছার * গোলেস্তা এরোম দেশে বাদসা সাহাবাল ॥ তার ঘরে এই কন্যা বদিউজ্জামাল * নহে সে আদম জাত হয় সেই পরী ॥ না পাইলে এই কন্যা গলে দিব ছুরি * তোমা সম দুনিয়াতে নাহি দোস্তদার ॥ এই কন্যা দিয়া জান বাঁচাও আমার * এহা না হইলে মোর জীবন বিফল ॥ তেজিব আপন জান খাইয়া হুলাহল * শোন দোস্ত তোমা প্রতি দুই কর্ম্মের ভার ॥ এই দোয়ের এক কর্ম্ম করিয়া আমার * হয়তো বদিউজ্জামাল করাইয়া সাদি ॥ নতুবা কবর খোদো ভাল বাসো যদি * শুনিয়া ছায়াদ বড় কাইন্দে পেরেসান ॥ কি করে ফিকির তার না পায় সন্ধান * ছায়াদ কহেন বাত শোন সাহাজাদা ॥ করিনু তোমার সঙ্গে ধর্ম্মতঃ ওয়াদা * জবতক আছে মেরা কালেবেতে দম ॥ বিচারিয়া দেখিব যে আল্লার আলম * যত দিন থাকে ধড়ে এই ক্ষুদ্র প্রাণী ॥ তোমার কামের জন্য করিব কোরবানী * গোলেস্তা এরম দেশে বাদসা সাহাবাল ॥ তার ঘরে নামে কন্যা বদিউজ্জামাল * যদি কেহ মিথ্যা বানাওট না করিয়া থাকে ॥ তবে সে মিলিবে কাম কহিনু তোমাকে * সত্য সত্য হয় যদি পরীর এ নকল ॥ অবশ্য মিলাবে আল্লা করিয়া ফজল * থাকো এখন যাই আমি বাদসার হুজুর ॥ কহিব বাদসার আগে কি হয় মঞ্জুর * এবাত মছলত করি চলিল ছায়াদ ॥ বাদসার দরবারে যাইয়া কহিল সংবাদ * হাত জোড় করিয়া বলে শুন আলম্পানা ॥ যে কথায় সাহাজাদা হইল দেওানা* গোলেস্তা এরমে বাদসা পরি সাহাবাল ॥ তার এক কন্যা নামে বদিউজ্জামাল * যে সাড়ি দিয়াছেন আপে সাহাজাদার তরে ॥

বদিউজ্জামালের তছবির লেখা সে কাপড়ে * ছুরতের লহর পরীর কি কব জবানে ॥ থাকুক জমিনে বুঝি নাহিক আছমানে * জবতক ঐ পরী না লাগিবে হাত ॥ না রহিবে ঘরে সাহা না খাইবে ভাত * এবাত শুনিয়া বাদসা হুতাসে বিকল ॥ আপন হাতে আপন ঘরে দিয়াছি অনল * আপনি মারিনু তেগ আপন মাথায় ॥ আপনি মারিনু কুড়াল আপনা নৌকায় * বাদসা বিয়োগী হৈল পাগলের মত ॥ আপনা বেগমে ডাইকে বলিল তাবত * উজির নাজির ডাকি কহিল সকল ॥ যে জন্যেতে সাহাজাদা হুতাশে পাগল * তিন চিজ দিল মোরে নবী ছোলেমান ॥ কতবা বলিব সেই চিজের বাখান * এক ঘোড়া এক মোহরা সাড়ি এক থান ॥ এই তিন দিয়া মোরে বলিল ছোলেমান * সব হৈতে জারে তুমি করিবা পেয়ার ॥ এই তিন তারে দিবা লইল করায় * সাহাজাদার তরে দিনু সাড়ি ও মোহরা ॥ ছায়াদের তরে আমি দিলাম সেই ঘোড়া * সেই সাড়ির বিচে ছিল পরীর তছবির ॥ দুনিয়াতে নাহি বুঝি তেমনি খুবির * গোলেস্তা এরমে আছে বাদসা সাহাবাল ॥ তার কন্যা নামে পরী বদিউজ্জামাল সেই পরীর ছুরতে লাড়কা হৈয়াছে দিওানা ॥ তারে না পাইলে পুত্র ঘরেতে রবেনা * শুনিয়া উজিরে কহে বাদসা বিদ্যমান ॥ যে যেমতে পারি তার করিব সন্ধান * চল চল যাই এখন সাহাজাদার কাছে ॥ ওাকেফ হইলে কথা কাম হবে পাছে * এই বাতে উজির নাজির দোন চলে ॥ লোক জন সঙ্গে বাদসা গেল রংমহলে * উজির নাজির আর আরকান তাবত ॥ জিজ্ঞাসিতে সাহাজাদাকে না করে হেম্মত * উজিরে বলেন বাত শুন সাহাজাদা ॥ বাদসা ও বেগমের এই হৈয়াছে এরাদা * খুশী খোসালিতে তোমায় করাইতে সাদি ॥ মা বাপের খুসিতে তুমি রাজি হও যদি * ছয়ফল মুল্লুক শুইনে নাহি কহে বাত ॥ ছায়াদে খুলিল ছবি উজিরের সাক্ষাৎ * ছুরত কামিনী যদি এই মতে পাবে ॥ তবে সাহাজাদা তাকে কবুল করিবে * যত দিন না পাইবে নকলের আসল ॥ না থাকিবে ঘরে সাহা না হবে শীতল * ছবি দেখে চমৎকার হইল উজির ॥ যে দেখে ছবি রূপ সে হয় অস্থির * বাদসা দেখিয়া ছবি বড়ই হয়রান ॥ উজিরের তরে বলে কি করি সন্ধান * উজিরে নাজিরে বলে শোন

আলম্পানা ॥ এই বাতে মনে কিছু না কর ভাবনা * মুলুকে২ পাঠাও এমনি লিখন ॥ জার ঘরে বেটি কন্যা আছেন জেমন * বাদসা ফকির কিম্বা নাজির পেস্কার ॥ সওদাগর মহাজন কিম্বা তালুকদার* গরিব কাঙ্গাল কিবা ভিকারি ফকির॥ জার ঘরে যেমন কন্যা লিখিয়া তছবির * ছুরত মুরত লিখি মেছের পাঠাবে॥ জার ছবি বেটা মোর পছন্দ করিবে * সেই মাইয়া বেটারে মোর করাইব সাদি॥ জানে মালে মারা যাবে না পাঠাবে যদি * যতেক মুল্লুকে আছে আদমের বসত॥ সকল মুল্লুকে জারি পরওানা এমত * তামাম মুল্লুকের লোকে পাইয়া পরওানা॥ যার যে বেটির ছবি লিখিয়া নমুনা * বহুত কন্যার তছবির পৌছিল মিছির॥ একুনেতে জমা হৈল নয় হাজার তছবির * উজির নাজির আর বাদসা ও বেগমে॥ ছয়ফল মুল্লুকের কাছে বলে বড়া ধুমে * উজিরে খোলেন ছবি এক২ করে॥ নিকালিয়া সাহাজাদার ছামনেতে ধরে * মাথা তুইলে সাহাজাদা না করে নজর॥ সাহাজাদার চক্ষের পানি পড়ে ঝর২ * সাহাজাদা কহে কথা উজিরের আগে॥ সরম না দেও মোরে লোকের নজদিগে* না বলিব আপনাকে মন দুঃখের কথা॥ সম্পর্কে মুরুব্বি তুমি হও দোস্তের পিতা * তোমার সাক্ষাতে দুঃখ কহিতে সরম॥ দোস্তকে মালুম পাছে যে দুঃখেতে গম * উজির জিজ্ঞাসা করে ছায়াদের কাছে॥ ছয়ফল মুল্লুকের মনে কি বাসনা আছে * ছায়াদে কহেন খুইলে সাহাজাদার হাল॥ গোলেস্তা এরমে পরী বদিউজ্জামাল * সেই পরীর ছুরতে সাহা হৈয়াছে দেওানা॥ ঐ পরী বিনে কারে সাদি করিবেক না * সেই পরী যেই জাবত নাহিক পাইবে॥ মন শান্ত না হইবে কিছু নাহি খাবে * কলেজা হৈয়াছে কোর পরী রূপ বিনে॥ না রাখিবে জান তন সে রূপ বিহনে * উজির এবাত শুইনে কহিল বাদসারে॥ বাদসা মছলত করে কহে উজিরেরে * মুল্লুকে২ আছে যত ছওদাগর॥ বোলাইয়া পুইছে দেখ ইহার খবর * দেশে২ ভ্রমে যত ছওদাগর লোকে॥ যত২ সহর গাও মালুম যাহাকে * সহরের ঠিকানা যদি দিসা পাওয়া যায়॥ লিখন ভেজিয়া আগে সাহাবাল বাদসার * যদি বেটি নাহি দিবে লিখন দেখিতে॥ ছলুকে না দিলে বেটি যাইব লড়িতে * যেমতে

পারিব কাম করিব আঞ্জাম॥ ত্বরায় বোলাইয়া আন ছওদাগর তামাম* উজির শুনিয়া লোক পাঠায় ত্বরায়॥ যত ছওদাগর ছিল সবাকে মাঙ্গায়* ছয়ফল মুল্লুক ছায়াদ যত ছওদাগর॥ বাদসা ও উজির নাজির বসে একান্তর* বাদসা জিজ্ঞাসা করে ছওদাগর লোকে॥ গোলেস্তা এরম সহর বটে কোন দিকে* সাহাবাল নামেতে বাদসা আছে সেথাকার॥ তার পরিচয় মোর বহুত দরকার* ছওদাগরা সকলে বলে বাদসার ছামনে॥ গোলেস্তা এরম নাম না শুনি কখনে* মুল্লুকে২ ফিরি করিয়া ছফর॥ সাহাবাল বাদসা কেবা না জানি খবর* এবাত শুনিয়া বাদসা হইল অজ্ঞান॥ ছিরেতে পড়িল যেন ভাঙ্গিয়া আছমান* উজির নাজিরদোন এবাতে হয়রান॥ কত মত প্রকারে দোন বাদসাকে বুঝান* উজির কহেন শুন বুদ্ধিতে আসে ছাফ॥ সত্য না হইবে কথা হইবেখেলাফ* গোলেস্তা এরম দেশে বাদসা সাহাবাল॥ ছুরত মেহেরিকন্যা বদিউজ্জামাল* সত্য নাহি এসকল জানিয়াছি খাটী॥ আক্কেলের তেজিতে কেহো করিছে বানটী* সত্য হৈত যদি এ সব খবর॥ অবশ্য এহার ভেদ জানিতো ছও-দাগর* অধীন কহেন আল্লা তুমি নেঘাবান॥ যে কেহো মুস্কিলে পড়ে করিবে আছান*

চৌপদী॥ ছয়ফল মুল্লুকে এহা শুনি২॥ আছে কি না আছে পরী, দেখিব তালাস করি, জাবত আছে ধরেতে পরানি* তালা-সেতে না মিলে খবর২॥ বাচন আবশ্যক নাই, জিয়া কি করিব ছাই, গলে দিব ফোলাদি খঞ্জর* বাদসা বেগমে এহা শুইনে২॥ পড়ে জেয়ছা বজ্রাঘাত, ছিরে বুকে মারে হাত, কান্দে দোন লোটিয়া জমিনে* উজির নাজির সব লোকে২॥ হৈল সবে জার২, বেহুসিতে বেকারার, কান্দে সবে সাহাজাদার সোকে* কান্দে যত ছেহেলি বান্দি দাসী২॥ কেশ বেশ নাহি বান্দে, ধুলায় লোটিয়া কান্দে, কান্দে সব যত পুরবাসী* হৈল এছা কান্দনের রোল২॥ কিছু নাহি শুনা যায়, জারি শব্দ হায় হায়, কেহো নাহি শোনে কার বোল* সাহাজাদা দেখিয়া এমুন২॥ দুই আখে পানি ঝরে, ছায়াদে ইসারা করে, শোন দোস্ত আমার বচন*

ছফর, দেখিব কোথায় পরীজাদি * বস্তি ও পাহাড় নদী বন২ ॥ বিচারিয়া নাহি মেলে, যে থাকে হইবে ভালে, না পাইলে তেজিব জীবন * যেই রূপ লাগিল নয়ানে২ ॥ কারি তীরে সে রূপেতে, বিন্ধিছে কলিজাতে, খসিবে না সে রূপ বিহনে *

পয়ার ॥ ছায়াদের তরে সাহা কান্দে২ বলে ॥ কি জানি ঘটিল দুঃখ আমার কপালে * .পরীর রূপেতে তীর মোর কলেজাতে ॥ বিন্দিয়াছে খোলা নাহি যাবে জেন্দেগীতে * ঝাঞ্জরা হৈয়াছে তনু পরী রূপ বানে ॥ না খসিবে এই বান সেরূপ বিহনে * যদি দোস্ত তুমি মোর হও হিতকার ॥ মাশুক তালাসে চল সঙ্গেতে আমার * বিচারিব বস্তি পাহাড় দরিয়া জঙ্গল ॥ মাশুক না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল * এবলিয়া কান্দে ধৈরে ছায়াদের গলে ॥ ভিজিল ছায়াদের বস্ত্র সাহার আখের জলে * ছায়াদে বলেন সাহা না কান্দিও আর ॥ কারার করিনু আমি ভরসা আল্লার * নেছার করিব জান তোমার কামেতে ॥ যত দিন জান আমার আছেন তনেতে * এবাত শুনিয়া সাহা হৈল কিছু সাদ ॥ বাদসা আগে এইবাত কহিল ছায়াদ * বাদসা এবাত শুনি কহে বেগমেরে ॥ ছয়ফল মুল্লুক মোর না রহিবে ঘরে * খোসে যদি সাহাজাদায় না দিবে বিদায় ॥ হুতাসে মরিয়া যাবে বিচ্ছেদ জ্বালায় * এয়ছা বেটা মরে যদি মা, বাপ ছামনে ॥ বেটার শোকে মা, ও বাপ মরিব তখনে * বিদেশেতে গেলে বেটা থাকে এই আশা ॥ আজ আসে কাল আসে উম্মেদ ভরসা * হায়াত মউত সব আল্লার এক্তিয়ার ॥ তবু মা, বাপের মনে ওম্মেদ আসার * ছয়ফল মুল্লুকের হাল ছায়াদের বাণী ॥ উজিরে বোলাইয়া বাদসা কহেন এমনি * উজির শুনিয়া বড় হইল দেলগীর ॥ ছায়াদের দেরেগে বড় কান্দেন উজির * আখেরেতে বাদসা আর উজির নাজির ছলা মোসবেরাতএই করেন তদবির * লস্কর ছামানা দেও সাজাই জাহাজ ॥ যাহা মনে চাহে দোন করে সেইকাজ * বাদসা উজির তারা এই ছলা করে ॥ বোলাইয়া সাহাজাদা আর ছায়াদেরে * ছায়াদের তরে বলে বাদসা নামদার ॥ সুপিনু তোমার হাতে পরাণী আমার * ছয়ফল মুল্লুকে তুমি সাথে করি লিয়া ॥ ভ্রমণ করহ দোন জাহাজে চড়িয়া * যেমতে সুস্থির হয় ছয়ফল মুল্লুক ॥ হেকমতে হোনরে

ধুপ ধুনা, ও রঙ্গনা. চল্লিশ হাজার * কাপতান. নাখোদান, মাল্লেম ছোক্কানি॥ খালাসিতে,ছারেঙ্গেতে. টেণ্ডল বাদবানি * সাজে লোকে তোর্জ্জকে, বড় ধুম শান॥ গোলেন্দাজ. তীরেন্দাজ, ডনগীর পাহাল ওান * তোপ বন্দুক. লাট কন্দুক, ঢাল তলওার॥ রায়বাঁশ, গুলি বাঁশ, সাংসুল হাতিয়ার * ফি-জাহাজে, লোক সাজে, এক২ হাজার হিসাবেতে, লোক যতে, কে করে সুমার * নকিব আর, জমাদার, সাজে বেসুমার॥ পাইক ঢালি, হুলাস্থলি, চেলা চোপদার * গোলেন্দাজে, তোপসাজে, দাগে ধড়াধড়॥ লোকে কয়, বুঝি হয়, কেয়ামত হাসর * আছমান, খান২, গেল বুঝি টুটে॥ চান্দ সূর্য্য, ছাড়ি বুর্জ্জ, গেল বুঝি ছুইটে * ছেপাইতে, বারুদেতে, ভরিয়া বন্দুক॥ সকলেতে সমানেতে, আওাজ ধমুক * গোল জতে, আওাজেতে. তালা লাগে কানে॥ আপন বোলি, হুলাস্থলি, আপে নাহি শুনে * তীরেন্দাজ তার সাজে, চালায় সমানে॥ ঝড়ি জেনো, তীর হেন. পড়েন ময়দানে *

পয়ার॥ এই মতে সাজ করি জাহাজ তৈয়ার॥ হিসাবে জবরে জাহাজ চল্লিশ হাজার * এক ২ জাহাজে লোক এক২ হাজার॥ হিসাব নিকাস তার কে করে শুমার * নিশান বান ডঙ্কা বাজা বাজে বেতায়ান॥ বন্দুক কামানের ডাকে ভূমি কম্পমান * কামানে বন্দুকে বারুদ করি করে সাজ॥ ছেপাইতে গোলেন্দাজে সামনে আওাজ * কামান বন্দুকের ডাকে এমোনি হায়বত॥ সবে বলে আল্লার আলম হইল গারত * থর২ কাঁপে জমি পাহাড় পর্ব্বত॥ লোকে বলে এই বুঝি হৈল কেয়ামত * হামেলা আওরতের কত গিরিল হামেল॥ জানওার ইত্যাদি কত জানে মারা গেল বড় ধুমধামে জাহাজ করিয়া ছামান॥ উজির বাদসাকে আনি ছামান দেখান * ছামান দেখিয়া বাদসা বড় খুশি মন॥ কিন্তু সে বেটার সোগে কলেজা বিরণ * বাদসা উজিরে বলে শুন হকিকত॥ জাহাজ ভরিয়া দেও মাল ও দৌলত * সোণা রূপা টাকা মোহর কিমতি পাথর॥ হীরা ও মানিক্য এবং লাল ও গওহর * মালমাত্তা দেও জাহাজ করিয়া বোঝাই॥ এসব দৌলত মোর বেটা বিনে ছাই * কি করিব টাকা মোহর এই সব মাল॥ যাদু বিনে দেখ মোর সকল পয়মাল * ছয়ফল মুল্লুক নাহি আসে যত দিনে॥ খানা পিনা

ত্যাগ করি শুইব বিছানে * বাদসাই তক্ত মোর কোন কাজ নাই ॥ উজিরে হাওালা করে মুল্লুকের বাদসাই * বাদসার হুকুমে উজির করে এই কাজ ॥ সোণা রূপা মণি মুক্তায় ভরে সব জাহাজ * ধনে মালে সব জাহাজ করিয়া বোঝাই ॥ খবর বাদসার আগে কহিলেন জাই * বাদসা শুনিয়া ডাকি কহে ছায়াদেরে ॥ ছয়ফল মুল্লুক বাবা সুপিনু তোমারে * তুমি বাবা হামেশা থাকিবা মদদগার ॥ এই বাতে আল্লা তালা হইল বেজার * আল্লাতালা ডাকিয়া কহেন ফেরেস্তারে ॥ আমাকে না সুপি বেটা সুপিল বান্দারে * এহার ফলাফল যে পাইবে আবশ্যক ॥ মরণ সমান দুঃখ পাবে ছয়ফল মুল্লুক * আপনা আক্কেল গুণে আপে দুঃখ পায় ॥ নাহক আল্লাকে দোষে কমিনা বান্দায় * বাদসা বেগম আর উজির নাজির ॥ রাইয়ত প্রজা বান্দি দাসী সকল হাজির * ছয়ফল মুল্লুক ছায়াদ ডাকি দুই জনে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া কহে বাদসা করুণা বচনে * বিদায় করিনু যাও যেথা মনে চায় ॥ মনবাঞ্ছা সিদ্ধি তোমার করুক খোদায় * আজ হৈতে আমি বাবা বসিনু হোজরাতে ॥ জবান খুলিয়া কথা না কব কার সাতে * খানা পিনা তেয়াগিয়া থাকিব জিকিরে ॥ যত দিন তুমি ফিরে না আসিবে ঘরে * যেই দিন আসিয়া মোরে বাপ বোলাইবে ॥ সেদিন জানিও জবান আমার খুলিবে * এ বলিয়া বাদসা বেগম কান্দিয়া বিকল ॥ উড়িল সোনার তোতা কাটিয়া ছিকল * বেগমে মছলত করে ছেহেলি বান্দি লিয়া ॥ বাজারে কাঞ্চনি সব আন বোলাইয়া * কাঞ্চনি কাহারে বলে যারা কছবদার ॥ নবীন জৌবনী দেখে ছুরত বাহার * জেওর পোশাকে খুব সাজিয়া সিঙ্গারে ॥ কাতার বান্দি খাড়া হয় রাস্তার দুধারে * পুত্রকে ভুলাইতে পারে যেই বিনদিনী করিব বেটার বহু সেই সোহাগিনী * শুনিয়া ছেহেলি বান্দি জায় বাজারেতে ॥ আনিল কাঞ্চনি বালা বেগম সাক্ষাতে * বেগম ডাকিয়া কহে সব কাঞ্চনিরে ॥ কছম করিনু আমি ধর্ম্মত করারে * ছয়ফল মুল্লুক আমার যে ভুলাইতে পারে ॥ আমার বেটার বেগম বানাব তাহারে * আমার বেটার যেই হইবে বেগম ॥ মুল্লুকের বাদসাই তার কোন বাতে কম * শুনিয়া বেশ্যারা বলে করিয়া ছালাম ॥ মানুষ ভুলান এই কত বড়া কাম * আমাদের পাঠশালে ভুলে মুনি ও মহন্ত॥

তপস্বীর তপস্ব ভুলে মালা জপে খেন্ত * ফকির দরবেশ ভুলাই ছাড়াই ফকিরি ॥ ফেরেস্তা ভুলাইতে পারি যদি মনে করি * বেগমে বলেন আগো কাঞ্চনিবালা ॥ ছয়ফল মুল্লুক জাহাজে চড়ে যেই বেলা রাস্তার দোন ধারে সাজিয়া দাঁড়াও ॥ নাচ রঙ্গে ছয়ফলেরে মোহিনী লাগাও * যাদু টোনায় পারো কিম্বা নাজ ও নখরায় ॥ গীতে রাগে যেই মতে ভুলাবে তাহায় * এতে যদি কমি কর মোর মাথা খাও ॥ যেরূপে পারিবে তারে মোহিনী লাগাও * এত শুনি নাটকিনী যত কছবদার ॥ জেওর পোশাকে খুব করিয়া সিঙ্গার * পিন্দিল এমনি বস্ত্র অঙ্গ দেখা যায় ॥ রাস্তার দোন ধারে হৈল খাড়া পায় পায় * ছয়-ফল মুল্লুক আর ছায়াদ নেকনাম ॥ মা, বাপের কদমে দোন করিয়া ছালাম * বেছমেল্লা পড়িয়া রওানা হৈল দোন জন ॥ পাছে২ চলে লোক সবার কান্দন * কাঞ্চন রাস্তায় দেখে সব দরজায় ॥ সাহা-জাদা ছায়াদ দোন চলে পায়২ * ছয়ফল মুল্লুকের রূপ দেখে কাঞ্চ-নীরা ॥ মূর্চ্ছাঘাতে বেহুসিতে হৈল হোসহারা * ছয়ফল মুল্লুকের তরে কি করে মোহিনী ॥ রূপেমগ্ন ধন্দখায় সকল কাঞ্চনী* সবে বলে সাহা এই রূপের সাগর ॥ আমাদিগকে দেখে কেন ভুলিবে নাগর * তবুত জৌবনী বালা খাড়া দোন ধারে ॥ মুচকিয়া হাঁসি২ সাহাজাদায় ঠারে * কোন২ বালা ধরে সাহাজাদার হাতে ॥ টানিয়া বোলায় হাত আপন কুচেতে * কোন বালা কুচ খুলি সাহাজাদার বুকেতে ॥ লাগাইয়া সামটিয়া ধরে দোন হাতে* কোন বালা আপনার পিন্ধনের কাপড় ॥ উঠাইয়া আখি ঠারে দেখায়ে চুতড় * কোন২ জুবতী ধরে সাহাজাদার মাঞ্জায় ॥ ইজারের বন্দ টাইনে খসাইতে চায় * কোন কোন বিনদিনা হাতে পাসরিয়া ॥ লটকেন বাদুড় মত গলেতে ধরিয়া * কোন কোন নাজনিরা হাঁসে ঘনে ঘনে ॥ টানা টানি করে ধরে জামার দাওনে * নাজ নখরা করে কত কাঞ্চনী কামেলী ॥ কার পানে সাহাজাদা না চায় আখি মেলি * ছির নিচা আখে পানি বহে ঝর ঝর ॥ দেখিয়া কাঞ্চনী সব হইল কাতর * কছবী কাঞ্চনী মোরা কত ভঙ্গি জানি ॥ তপস্বী দরবেশ কত ভুলাইয়া আনি* কটাক্ষে ভুলাইয়া দেই মনি মহন্তের মন ॥ বুঝি সাহা খাকের নহে কাষ্ঠের গড়ন * কাম রস লোভ নাহি সাহাজাদার গায় ॥ কাষ্ঠের

পুতুলা মত এমনি বুঝায় * নহে কি থাকিতে পারে আমাদের নাজে॥ চল চল যাই মোরা রব কোন কাজে * কছব চলিয়া গেল হইয়া লাচার॥ ছয়ফল ছায়াদ চড়ে জাহাজ মাঝার * দুই জাহাজে দুই জনে ছওার হইল॥ নাখোদান ছোক্কানির তরে হুকুম করিল * খোল খোল জাহাজ সব লিয়া আল্লার নাম॥ আকফতি লঙ্গর তুল উড়াও বাদাম * বারুদ পলিতা কর বন্দুক কামানে॥ নাকারার টিকা রায় চোপ করহে সমানে * নাখোদা ছোক্কানি এছা পাইয়া হুকুম॥ ডাকিয়া কহিল যত সারেঙ্গ মাল্লম * টেণ্ডল খালাসির তরে করিল ফরমান॥ লঙ্গর উঠাইয়া খোল খিচো বাদবান * গোলেন্দাজে হুকুম দিল কামান দাগিতে॥ ছেপাইর তরে বলে বন্দুক ভরিতে * বাজাদারে হুকুম দিল ঠুকিতে নাকারা॥ ঢোল দগড়া কাড়া দম্প ঝাঞ্জরা টিকারা * হুকুম পাইয়া এয়ছা যত চাকরানে॥ কামান বন্দুক বাজা জুটিল সমানে * কামান বন্দুক আওাজ আর বাজার ধুমে॥ জল-জলা পড়িয়া গেল আল্লার আলমে * থর২ কাঁপে জমি কচু পাতার পানি॥ লোকে বলে আল্লার আলম হইল ফানাফানি * হামেলায় হামেল গিরে হইল খালাছ॥ তুসতুসি কৈরে পাহাড় ভাঙ্গে পাশ২ * দালান কোঠা এমারত কত গেল গিরে॥ তুসা তুসি কৈরে গাছ লাকড়ি গেল চিরে * দরিয়াতে ছিল মৎস্য কুম্ভীর মকর॥ তরাসে ভাগিয়া গেল হাজার কোশ দূর * জরির নিশান উড়ায় সকল জাহাজে গাথিল॥ লঙ্গর তুলিয়া জাহাজ রওানা হইল * সুবাও পাইয়া জাহাজ চলিল কুদিয়া॥ জাহাজের গর্জ্জনে ঢেউ চলিল গড়িয়া * ছয়ফল মুল্লুক ছায়াকের জাহাজ লাগালাগি চলে॥ একসাথে বান্দিয়া রাখে লোহার ছিকলে * চল্লিশ হাজার জাহাজ বেসুমার লোক॥ বড় ধুম ধামে চলে করিয়া তজ্জক * দরিয়ার দোন পারে একুলে সেকুলে॥ শও কোশের রাহা জুড়ি জাহাজ সব চলে * এক পারে থাকি নদীর দোছরা কেনারে॥ না হয় মালুম পার এমনি ওসার * এতখানি জাগা জুড়ি জাহাজের ছাওনি॥ কাটে কাটে লাগা খালি নাহি দেখায় পানি * অন্য লোকের সাধ্য নাহি চালাইতে তরী॥ জারা এছা ফাইট নাহি এছা তাড়াতাড়ি * যত বস্তি গাও ছিল দরিয়া কেনার॥ তরাসে ভাগিল সব করিয়া উজার * বড় ধুম ধামে

জাহাজ চলে রাত্র দিনে ॥ কত দিনে যাইয়া পৌছিলেন চিনে *

ত্রিপদী ॥ চিনের নিকটে জব পৌছিল জাহাজ সব. দেখিল চিনের চৌকিদারে ॥ দিলে বড় পাইল ডর, অমনি দিলেক লড়, কোতওালকে দিল সমাচার * এমন ছামানা ভাই, জেন্দেগীতে দেখি নাই, কোথা হৈতে আইলো এই দুস্মন ॥ তোমাকে কহিনু খাটি, না রবে চিনের মাটি, কি করিবে কি হবে এখন * আপন ভালাই দেখো, বাদসাকে সংবাদ লেখো, মোর বাত করি এতে-বার ॥ নতুবা আমাকে ভাই, দুষিতে পারিবে নাই, এড়ানু আমার কারার * শুনিয়া কোতওয়াল জলে, চৌকিদারে ডাকিয়া বলে, কি কহিলি আয় হারাম খোর ॥ এয়ছা মর্দ্দ কোন খানে, লড়িতে আসিবে চিনে, ডর কেবল ছুফিয়ানি বাদসার * বাদসা সেই মেছেরের, তার মাল হাসমতের, হিসাব লিখিতে নাহি কুল ॥ আর কেহ এহা বিনে, লড়িতে আসিবে চিনে, কি কহিলি অরে নামাকুল * কোতওয়ালে এই মত, চৌকিদারে ফজিহত, করিল বহুত লান তান ॥ ছয়ফল মুল্লুক জাহাজে, কহে ছেপাই গোলে-ন্দাজে, দাগিবারে বন্দুক কামান * হুকুম করে বাজাদারে, নাকা-রায় ঠুকিবারে, তোপ বন্দুক সমানে সমান ॥ গোলেন্দাজ ছেপাই লোক, সাজি কামান বন্দুক, পলিতায় সমানে দাগান * তার সাথে বাজাদারে, সমানেতে চোপ মারে, হয়বতের বড়ই গর্জ্জন ॥ টল মল করে চিন, যেমন প্রলয়ের দিন, ঠাটা বিজলি গরজে গগন * এয়ছাই মেদনি লড়ে, হামেলার হামেল পড়ে, বেহোসে লোকের গড়া গড়ি ॥ বাদসা ছিল তক্ত পরে, কাঁপিয়া ভূমিতে পড়ে, বেহো-সিতে ছিল চার ঘড়ি * শেষে বাদসা হোস পাই, তক্তেতে বসিল যাই, ডাকি বলে উজির নাজির ॥ কি হইল বিপরিত, তোমাদের এ উচিত, ভেদ আন যাইয়া শিগ্যির * উজির নাজির জোড় হাত, কহেন বাদসার সাত, কেনো সাহা ঘাবরাও আপন ॥ সাধ্য রাখে কোন জনে, লড়িতে আসিবে চিনে, এয়ছা মর্দ্দ আছে কোন জন * বাদসা ছুফিয়ানি বিনে, কে লড়িতে পারে চিনে, তার সম নাহি কোন জন ॥ সে আমাদের জমিদার, আপে তার মুলুকদার, খাজানা পাঠাই সন বসন * থাকিবেন খাতেরজমা, লিখি যে হুকুম

নামা, কোতওয়ালের নামে চিঠি যায়॥ কে আসিল নদীর ঘাটে, কোথাকার লোক বটে, জলদি২ খবর পৌছায় * এয়ছাই লিখন পায়, কাছেদ চলিয়া যায়,কোতওয়ালকে দিতে সমাচার॥ দেখে লোক রহে পথে, বেহোস মোরদারের মতে, গিরিয়াছে হাজার হাজার * দালান কোঠা এমারত, গিরে কত শত শত, বৃক্ষ আদি ভাঙ্গে গুড়া গুড়া॥ পশু-পক্ষী জানওয়ার, মারা গেছে বেশুমার, দেখে কাঁপে কাছেদ বেচারা * করিয়া সে হেম্মত বাহাল, গেল যেথা কোতওয়াল, দেখে সেহ আছে বেহুসেতে॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করি, উঠাইয়া হাতে ধরি, দিল লেখা কোতওয়ালের হাতে* কোতওয়ালে লিখন পৈড়ে, ডাকি কহে চৌকিদারে, বাত তোর না করি এতবার॥ এখন বুঝিনু সাচা, বাত তোমার নহে মিছা, চল এখন খবরে তাহার *

চৌপদী॥ কোতওয়ালের সাতে, চৌকিদার২॥ পৌছিল নদার ঘাট, দেখিয়া সামানা ঠাট, কলেজায় লাগিল চমৎকার * জিজ্ঞাসিল লোক জনের তরে২॥ বাদসা কিম্বা সওদাগর, কোন্ দেশে বাড়ী ঘর, হেথা আসা কিসের খাতেরে * এহার মালেক কোন্ জন২॥ দেখাইয়া দেও ভাই, পুছিব তাহার ঠাই, কি কামে কো-থায় আগমন * শুনিয়া সে জাহাজের টেণ্ডল২॥ ছয়ফল মুল্লুকের তরে, দেখাইল কোতওয়ালেরে, এহার তাবে আমরা সকল * শুনিয়া কোতওয়াল সেথা যায়২॥ ছুরত দেখিয়া তার, ধন্দ হৈল বে এক্তার, মুখেতে জওয়াব নাহি তায় * সাহাজাদার এমনি ছুরত২॥ কোতওয়ালে নজরে দেখি, হৈয়া রহে উর্দ্ধমুখী, কথা কহা না হয় তাকত * কতক্ষণ বাদে সে কোতওয়াল২॥ ত্যাগিয়া মনের ডর, করিয়া হেম্মত জোর, জিজ্ঞাসিল সাহাজাদার হাল * কহে কথা জোড় দোন হাত২॥ কোথা হৈতে আইলে হেথা, কি কামে জাবেন কোথা, কহো সাহেব মতলবের বাত * মোবারক হুজুরের নাম২॥ আশা রাখি শুনিবারে, কিন্তু অঙ্গ কাঁপে ডরে, মেহের করিয়া কহ নাম * সাহাজাদা কহে এহা শুনি২॥ বসত মেছের মোকাম, ছয়ফল মুল্লুক নাম, বাপ মোর বাদসা ছুফিয়ানি * কোতওয়ালে শুনিয়া সমাচার॥ জাহাজ হৈতে ধড় ফড়, উতারিয়া দিল লড়, কহে গিয়া হুজুরে বাদসার *

পয়ার ॥ কোতওাল বাদসার কাছে পৌছে তরাতর ॥ বয়ান করিয়া সব কহিল খবর * মেছেরে ছুাকয়ানির বেটা ছয়ফল মুল্লুক ॥ জাহাজের তোজ্জ্ক ছেপাই বেসুমার লোক * জাহাজের ছাইনি নদীর দু কিনারে ॥ জাহাজে২ পার হয় এপারে সেপারে * বড়ই তোজ্জ্ক সাজ কি কব বয়ান ॥ জেন্দেগীতে দেখি নাই এমোনি ছামান * শুনিয়া চিনের বাদসা ডরে কম্পমান ॥ উজির নাজির সহ আগে বাড়ি জান * ছেপাই লস্কর লোক চলে দোন ধারে ॥ পৌছিল যাইয়া সব নদীর কিনারে * ছামানা দেখিয়া বাদসার ডরে কাপে জান ॥ ছয়ফল মুল্লুকের আগে আদবে দাড়ান * সাহাজাদার রূপ দেখি বাদসা চমকিত ॥ যে দেখে সাহার রূপ সে হয় মূচ্ছিত * বাদসা হইল খাড়া সাহাজাদার আগে ॥ তাজিমে বসায় সাহা আপনা নজদিগে * বসাইল লোক জনে জার যে মিছালে ॥ নাস্তা সরবত খিলায় বাটে থালে২ * খাইয়া পিয়া খোশ হৈল লস্কর তামাম ॥ সাহাজাদা সবাকারে বাটেন এনাম * চিনের বাদসার যত লোক জন প্রতি ॥ সবাকে বাটিয়া দিল এক২ আঞ্জল মতি * পাঁচ লাল এনাম দিল বাদসার খাতেরে ॥ এক২ মানিক্য দিল উজির নাজিরে * বাদসা ও উজির নাজির এই সবে কয় ॥ এত দৌলত তুনিয়াতে কারো ঘরে নয় * বাদসা বড়া খুশি হৈয়া সাহাজাদারে ॥ কি মানসায় আসা বাবা চীনের সহরে * ছয়ফল মুল্লুকে বলে শুনহে সাহেব ॥ কহিতে মতলব কথা বড় আয়েব * না কহিলে দুক্ষ মোর না হবে বারণ ॥ সরম ত্যাগিয়া কহি শুন বিবরণ * গোলেস্তা এরমদেশে বাদসা সাহাবাল ॥ তার এক কন্যা নামে বদিউজ্জামাল * পরীর রূপের তীর বিন্দিছে পরাণে ॥ না বাচে পরাণ মোর সেরূপ বিহনে * গোলেস্তা এরেম দেশ কোন তরফে বটে ॥ তাহার ঠিকানা বলো আমার নিকটে * সেই দেশে যাব আমি তাল্লাশে কন্যার ॥ জানিলে বাতাও মোরে ঠিকানা তাহার * কহিল চীনের সাহা সাহাজাদার স্থানে গোলেস্তা এরম না শুনিনু কানে * এহার খবর ভেদ জানে সওদাগর ॥ সওদাগর লোক ফেরে সহর২ * যত সওদাগর আছে চীনের সহরে ॥ বোলাইয়া এই কথা পুছিবো সবারে * আমার আরজ এক রাখিবে হুজুর ॥ দাওত করিনু আমি করিবে মঞ্জুর * দাল

খোস্কা নিমক ভাত আমি গরিবের ॥ কবুল করেন আপে করিয়া মেহের * ছয়ফল মুল্লুকে বলে শুন নামদার ॥ বেহিসাব লোক মোর নাহিক শুমার * এক অক্ত খেলাবে যদি আমার লোকেরে ॥ দুরন্ত আকাল হবে চীনের সহরে * বড়ই মুস্কিল হবে হইলে আকাল ॥ খানা বিনা মরিয়া যাবে গরিব কাঙ্গাল * তবেত বদ দোওা মোরে সকলেতে দিবে ॥ চীনের খেয়াতি আমি কভু না করিব * তামাম চীন দেশে আমি করিনু দাওত ॥ এক মাস পর্য্যন্ত সবে খাবে জেয়াফত * কোন দিগে গোলেস্তা এরেম সাহাবাল ॥ তান সুতা নামে পরি বদিউজ্জামাল * যে লোক বাতাবে মোরে এই হকিকত ॥ তারে দিয়া যাব মোর তামাম দৌলত * শুনিয়া চীনের বাদসা রহিল হয়বতে ॥ লোক পাঠাইল সব সওদাগর আনিতে * বোলাইয়া সওদাগর পুছিল বাদসায় ॥ গোলেস্তা এরেম দেশ জানহ কোথায় * জান যদি ঠিক মত বাতাবে তার হাল ॥ এনাম বখসিস পাবা কোটি২ মাল * শুনি সওদাগর সব হয়বতে রহিল ॥ কতক্ষণ পরে সবে কহিতে লাগিল * গোলেস্তা এরেম দেশ আছে কোন খানে ॥ না দেখিনু কভু নাম না শুনিনু কানে * মুল্লুকেতে ছফর করি ফিরি কত ঠাই ॥ গোলেস্তা এরেম নাম কভু শুনি নাই * ছয়েফল মুল্লুকে শুনি বড়ই দেলগীর ॥ বুঝাইল চীন সাহা সাহাজাদার খাতির * খাতিরজমা রহ বাবা না কর ভাবনা ॥ আল্লাতালা পুরাইবে মনের বাসনা * দেলাসা ভরসা দেয় চীন সাহা বসি ॥ আচম্বিতে খাড়া এক জইফ সন্ন্যাসি * দেখিয়া জিজ্ঞাসে তারে চীনের আমির ॥ কোথা হইতে আইলে বাবা সন্ন্যাসী ফকির * সন্ন্যাসী বলেন নাহি রাখি বাড়ী ঘর ॥ দেশে২ ভ্রমি আমি তিন হাজার বৎসর* এক সহরে এক রাত্র আস্তানা রাখি ॥ গাঁও কি জঙ্গল পাহাড়ে কভু নাহি থাকি * সহরে২ ভ্রমি ৩ হাজার বৎসর ॥ বাকি ছিল ছায়ের আমার চীনের সহর * আজি রাত্রে মোছাফেরি চীনেতে করিব ॥ ফজর হইলে কাল চলিয়া যাইব * চীন সাহা ছয়েফল মুল্লুক শুইনে খুশী ॥ অবশ্য এহার খবর জানিবে সন্ন্যাসী * চীন সাহা ছয়েফল মুল্লুক আর ছায়াদ ॥ সন্ন্যাসীর নিকটে পুছে এসব সম্বাদ * গোলেস্তা এরেম সহর বাদসা সাহাবাল

কোন তরফে ঐ জাগা জান তার হাল * সন্ন্যাসী শুনিয়া বাত রহে তাজ্জবেতে ॥ কহিতে লাগিল বাত তাদের সঙ্গেতে * কত হাজার সহর আমি ভ্রমণ করিনু ॥ গোলেস্তা এরেম নাম কভু না শুনিনু * তোমাদের জবানে আজ শুনিনু এই নাম ॥ এ জন্মে না শুনি কোথা গোলেস্তা এরাম * বড় সমুদ্র যেই লবলস্তু সাগর ॥ এ পারেতে বুঝি নাহি হবে এ সহর * সমুদ্রের এপারে যত সহর আছিল ॥ আজ হৈতে বুঝি আমি সকল দেখিল * এপারে হইত যদি গোলেস্তা এরম ॥ অবশ্য লোকের মুখে শুনিতাম নাম * সমুদ্রের ঐ পারের কথা কহিতে না পারি ॥ যে যায় কুকাফে তার দুঃখ ঘটে ভারি * ছাড়ো বাবা সাহাজাদা এসব খেয়াল ॥ কুকাফ জঙ্গলে গেলে ঘটিবে জঞ্জাল * দেও দানবের বসত কুকাফ মাঝার ॥ মনুষ্যের গোজরান নাহি ভরিয়া পাহাড় * কিন্তু আমি যাই নাই শোনা শোন শুনি ॥ নাহক বরবাদ কেনে করিবা পরাণী * বহুতর সমজাইল সন্ন্যাসী ফকিরে ॥ কত মত বুঝাইল চীনের আমিরে * কার বাত সাহাজাদা মনে নাহি ধরে ॥ বিদায় করিল সাহা চীনের আমিরে * সন্ন্যাসীর তরে সাহা বিদায় করিল ॥ কুকাফে যাইতে সাহা তৈয়ার হইল * হুকুম করিল সাহা নাখোদা কাপ্তান ॥ লঙ্গর উঠাইয়া জাহাজে খিচ বাদবান * কুকাফে যাইব আমি দরিয়া ওপার ॥ তালাস করিব সেথা মাশুক আমার * হুকুম পাইল জাহাজের চাকরাণ ॥ লঙ্গর তুলিয়া বান্দে খিচে বাদবান * সুবাও পাইয়া জাহাজ চলিল গর্জ্জিয়া ॥ কত দিন বাদে পাইল লবলস্তু দরিয়া * লবলস্তু সাগরে জবে জাহাজ লাগিল ॥ দেখিয়া জাহাজের লোকে তরাসে ডরিল * কিনারা মালুম নাহি এমনি ওসার ॥ ওসারের পাড়ি যায় দেওা দশ বৎসর * দোহারা বাদবান খিচে সকল জাহাজে ॥ কত দিন বাদে গেল দরিয়ার মাঝে * সুহাওয়া পাইল খুব ভাটিয়াল বাতাস ॥ এক দিনে চলি যায় রাহা দুই মাস * এই মতে চল্লিশ দিন জাহাজ চালাইল ॥ সাত বৎসর আট মাসের রাহা ছাড়াইল * তিন বৎসর চার মাসের রাহা ছামনেতে ॥ আল্লার তামাসা এক হইল তাহাতে * এছাই তুফান সাজে সাজিল আছমানে ॥ আপনা বদন আপে না দেখে

নয়ানে * কবরের মত হৈল জাহাজে আন্ধার ॥ চিকড়ি কান্দেন লোকে বড় সোর সার * বড়ই হাওার জোর হইল তুফান ॥ সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পর্ব্বত সমান * দুই কুল জুড়িয়া ঢেউ উঠে লহরিয়া ॥ আছমানে লাগিয়া যেন আসেন গড়িয়া * এক জনের সোর গোল দোছরা না শুনে ॥ কানেতে লাগিল তালা পানির গর্জ্জনে * অধীন কহেন আল্লা তুমি দয়াবান ॥ তুমি বিনে কেহ নাই করিতে আছান *

ত্রিপদী ॥ এমন তুফানের জোর, কান্দা কাটা বড় সোর, মাতম জারি জাহাজ উপর ॥ করে সবে হায়২, না দেখিনু বাপ মায়, না দেখিনু ভাই বেরাদর * দরিয়ায় মউত হইল, বেটা বেটি না দেখিল, না হইল মামু চাচার দেখা ॥ জানের পেয়ারা বিবী, না দেখিনু তার ছবি, এই ছিল নছিবের লেখা * এমন কান্দন রোল, পড়ি গেলো সোর গোল, আর সে জাহাজের ঢলা ঢলি ॥ ভাঙ্গি যায় পাও হাত, আর ভাঙ্গে নাক দাঁত, চুসা চুসি ভাঙ্গে মাথার খোলি * হাওয়া তুফানের জোরে, মস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়ে, পাল সব ছিড়ি লতা২ ॥ খোদার এমোনি কাজ, ডুবিল সকল জাহাজ, ভাসে লোকে মরে যথা তথা * ছয়ফল ছায়াদের জাহাজ, বড়ই মজবুত সাজ, জুড়ি বান্দা ছিকলে লোহার ॥ ঢেউ তুফানের জোরে, জাহাজ চুসা চুসি করে, ছিকল তুড়ি ছারখার * দুই জাহাজ দুই দিকে ছোটে, সাহাজাদা কাইন্দে উঠে, দোস্ত ছাড়া করিল খোদায় ॥ এই তক জেন্দেগানী, হৈল বুঝি ফানা ফানি, জুদা২ এমনি সময় * ছায়াদ কান্দিয়া বলে, আজল মউত কালে, না হইল রফিকের দেখা ॥ মা ও বাপ ইষ্টিগণ, না হইল দরশন, এই ছিল কপালের লেখা * এই ভাবি কান্দাকাটি, না পাইনু কবর মাটি, এই ছিল লিখন তকদিরে ॥ হাওা তুফানের জোরে, মস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়ে, ডুবে জাহাজ বিচ সমুদ্দুরে * হেথায় ছয়ফল মুল্লুক, না দেখে দোস্তের মুখ, চিকরিয়া লাগিল কান্দিতে ॥ বদিউজ্জামাল পরী, আমাকে পাগল করি, সুপে দিল মউতের হাতে * কান্দে কহে ছয়ফল মুল্লুক, দেখিয়া জামালের মুখ, যদি আমার হইত মরণ ॥ নিভিতো জেন্দেগীর দুখ, দেখিয়া

মাশুকের মুখ, হৈত মোর সাফল্য মরণ * এ বলিয়া কান্দে সাহা, মুখে সদা আহা২, উলটিয়া পড়ে সে জাহাজে ॥ হাওা তুফানের জোরে, জাহাজ গড়িয়া পড়ে, ডুবে জাহাজ সমুদ্রের মাঝে * অধান কহেন আল্লা, সকলি তোমার খেলা, কে বুঝিবে তোমার কুদরত ॥ এমন শঙ্কট দায়, কে বাচাইতে পারে তায়, তোর হাতে হায়াত মউত *

পয়ার * ছয়ফলমুল্লুক যবে গিরে সমুদ্দুরে ॥ পাস পাস হৈয়া জাহাজ গেল কোথাকারে * জাহাজের পাটাতন ভাসিয়া যাইতে ॥ এক পাটাতন লাগে সাহাজাদার হাতে * মজবুত করিয়া সাহা ধরে পাটাতন ॥ তার সাতে আসিয়া মিলিল দশ জন * ভাসিল এগার জন পাটাতন ধরে ॥ আর যত লোক ছিল সব গেল মরে * মাল মাত্তা জন সব গেল হৈয়া তল ॥ সাহাজাদা পানিতে ভাসে যেন ভাসা দল * হাওা তুফানের জোরে এয়ছা ঢেউ খেলে ॥ নিচেতে জাইয়া ঠেকে যেমন পাতালে * উপরে তুলিতে যেমন লাগায় আছমান ॥ সাহাজাদার পরে হৈল এমন নিদান * এক পাটে ধরিয়া এগার জন ভাসে ॥ লড়িতে চড়িতে নারে ঢেউয়ের তরাসে * এই মতে সাত রোজ ভাসে সমুদ্দুরে ॥ সাত রোজ বাদে গিয়া লাগিল কিনারে * জমিনে ঠেকিল পাঁও ভরসা হৈল মনে ॥ ওজুদে না মেলে জোর উঠিবে কেমনে * তাকত না হয় কার জাইতে উঠিয়া ॥ আধা পানি আধা শুখায় রহিল পড়িয়া * কুকাফ পাহাড় জাগা বিষম আফত ॥ মানুষের গোজরান নাহি দানবের বসত * লাখে লাখে দেও দানব ফিরে ঝাকে২ ॥ বাঘ ভাল্লুক হাতি খায় যেথা পায় যাকে * মানুষ পাইলে দেওজাত খুসি হয় এতো ॥ বৎসরেতে মিষ্ঠ ফল পায় যে অমৃত * ছয়ফল মুল্লুক আর সাতের সঙ্গিরা ॥ আধা সুখায় আধা পানি রহিয়াছে তারা * দেওজাত মানুষের পাইয়া যে ঘ্রাণ ॥ সমুদ্রের কূলে কূলে বিচারিয়া চান * দেখে যে এগার লোক নদীর কিনারে ॥ পড়িয়াছে নদীর কূলে হাত পাও লাড়ে * মানুষ দেখিয়া দেও বড় খুসি মনে ॥ আনন্দে মাতিয়া দেও নাচে জনে২ * দেও দেখে চমকিত ছয়ফল মুল্লুকে ॥ পাহাড় সমান উচা দেখিল সমুখে * চক্ষু মুন্দি রহে সবে দেয়ের ডরেতে ॥

দানব করিল ছলা ধরিয়া খাইতে * কেহ২ বলে মনুষ্য হিস্বা করি খাই ॥ জন্মান্তরে এই চিজ পাই কি না পাই * কেহ বলে এই কর্ম্ম ভাল না হইবে ॥ বাদসায় শুনিলে জান কারো না রাখিবে * এমন অমৃত বাদসাকে না দিয়া ॥ কেমনে খাইতে চাহ লালচ করিয়া * চলো সবে লিয়া যাই বাদসার ছামনে ॥ আপে খায় বাইটে দেয় বাদসা তাহা জানে * এই মোছলেহাত করি সবাকারে বান্দে ॥ একেক দেও একেক জন তুলি নিল কান্দে * বাদসার ছামনে লিয়া দিলেন মানুষ ॥ দেইখে বাদসা হরসিত খুশী পরে খোস * পাত্র মিত্র সাতে আর জারা আনি ছিল ॥ এ সকল লইয়া বাদসা আষ্ট জন খাইল * ছয়ফল মুল্লুক আর সাতি দুই জনে ॥ এই তিন পাঠাইল বেটির কারণে * দেয়ের এক বেটি থাকে দোছরা পাহাড়ে ॥ রূপ আকার যেইমত কে লেখিতে পারে * উপরের হোট গেছে উপরে চড়িয়া ॥ নিচেকার হোট গেছে নাভিতে পড়িয়া * লোহারের হাতিয়ার মত মুখের সেকল ॥ মরক্কা পুঞ্জের মত সদা পড়ে লোল * লোলের বিগার ঘাও দেখিতে অবাক ॥ তাহাতে পড়েছে কীড়া যেন বোল্লার চাক * মুখের জখমের কীড়া ক্ষণে ডুবে ভাসে ॥ লোলেতে জমিন কাদা যেইখানে বসে * পেস্তান দোন তার মটকা বরাবর ॥ ঢোলা ঢোলি করে দোন জানুর উপর * দেওনীর মুখে দন্ত দেখে লাগে ডর ॥ হাতির দন্ত হৈতে বড় এমনি ডাঙ্গর * উচা নিচা দন্ত সব টেড়া বেকা বেকি ॥ খেলাল আন্দাজ তার ধান কুটা ঢেকি ॥ হাতী মৈস জানওারের গোস্ত যত খায় ॥ দাঁতের ফাইটে থাকে গোস্ত পাঁচ সের প্রায় * মুখ নাহি ধোয় কভু পানি নাহি পিয়ে ॥ জানওার মনুষ্যের লহু পিয়া তারা জিয়ে * দেওনীর দাঁতের ফাইটে গোস্ত যে রহিছে ॥ পচিয়া ছড়িয়া তাতে কীড়া পড়িয়াছে * বড় বড় কীড়া যত পশম মাথায় ॥ কীড়ার মুখের আলায়েশ বাহি পড়ি যায় * সেই আলায়েশ দেওনী চুইসে চুইসে খায় ॥ দুরগন্ধ যত তার লেখা নাহি যায় * সেই দুরগন্ধ যদি ঢোকে কার নাকে ॥ কয় করে আতড়ি তার বাহির হয় মুখে * দেওনীর ছুরত কোন মনুষ্য দেখিবে ॥ ঘৃণায় উলটে নাড়ি ভাত নাহি খাবে * নাড়ী ভুড়ীর টাল যেমন বান্দে চুলের খোপা ॥

টিলাতে দেখায় যেমন ঢেকি সাগের ছোপা * ভারি পলওারের ছইয়া দুই কানের ছুরাখ ॥ নাকের পশমে মুখ ঢাকিছে বেবাক * নাক হৈতে নেটা সিঙ্গাল সদায় পড়িতেছে ॥ সিঙ্গালে নাকের লোম জটা বান্দি গেছে * কান দুটী যত ভারি কি কব সে কথা ॥ দুই কানের দুই ছেদে দুই হাতীর মাথা * দুই চক্ষু যেমন খোল নাকারার জোড়া ॥ নিচের উপরের ভোঙা যেন নারকলের বাগুরা * চক্ষু যখন টিটবরায় করে ঝন ঝন ॥ সেজা কাঁটা মত বাজে এমনি লক্ষন * ভারি২ হাতীর হাড় গাথিয়া রসিতে ॥ গজমতী হার বুঝি দিয়াছে গলেতে * আর কত ২ হাড় গাথিয়া লহর ॥ হাতে পায় বাজু কবজায় দিয়াছে জেওর * কাটিয়া পাটের ছালা বানাইয়া সাড়ি ॥ পিন্দিয়া বৈসেছে দেওনী অতি সাজ করি * হেন-সমে তিনজন মনুষ্য লইয়া ॥ দেওএর বেটির কাছে দিল লামাইয়া * মাথা তুইলে দেখে দেওনী তিন জন মানুষ ॥ সাহাজাদার রূপ দেখে হইল বেহুস * কতক্ষণ বাদে দেওনী হুস যে পাইল ॥ আনিছিল যেই দেও তারে জিজ্ঞাসিল * কোথা হৈতে আনিয়াছ এই যে আদম ॥ তারে দেখে এস্কের আগুণ হইল গরম * কহিলেক পাইয়াছিনু সমুদ্দুর কিনারে ॥ আনিয়া দিছিনু সব বাদসার হুজুরে * আট জন খাইনু মোরা সকলে মিলিয়া ॥ এই তিন ভেজে বাদসা তোমার লাগিয়া * হয় খাও নহে রাখ তোমার এক্তেয়ার ॥ এই তিনের পরে কেহু নাহি দাবিদার * দেওনী বলে দুইজন খাইব যে আমি ॥ সুন্দর নরেরে আমি করিব সোওামা * ফের কহে যদি এই দুই জন খাব ॥ এই দুইর সোগে সুন্দর মরিয়া যাইব * দেখিয়া দেওনীর মুখ ছয়ফল মুল্লুক ॥ তিন জনে এক সাতে ফিরাইল মুখ * দেউনী বলে ওহে নাগর মুখ কেনে ফিরাও ॥ রসের নাগরী আমি মোর পানে চাও * তুমি তো রসের নাগর আমি রসবতী ॥ তুমি আমি এক সাতে ভঞ্জিব ছুরতি * না হৈছে বিয়া মোর আমিত অবলা ॥ রঙ্গে রসে দুই জনে খেলি রতি খেলা * ছয়ফল মুল্লুকে শুনি বাত নাহি বলে ॥ দেওনী বলে তুমি মোরে ভাল না বাসিলে* ঠমক নাচন তুমি দেখিলে আমার ॥ কভু না ভুলিতে মোরে নরের কুমার * আমার নাচন দেইখে দেও ভুলে যায় ॥ তখনে না হব

রাজি যদি খবর পায় * একথা কহিয়া দেওনী লাগিল সাজিতে ॥ বড় বড় হাতীর মাথা গলে দিল গাইথে * বানাইয়া পাটের ছালা পিন্দিয়া যে সাড়ি ॥ নাচিতে লাগিল দেওনী উভে ফাল পাড়ি * হাতী মাথা ঢুসাঢুসি ঠন ঠন বাজে ॥ ঠাটা ও বিজলি যেমন সাজে মেঘ মাঝে * এই মতে কতক্ষণ নাচিয়া দেউনী ॥ সাহাজাদার তরে বোলে দেখিলে আপনি * তার পরে গীত গায় রসের দেওনী ॥ হাতীর চিকাড় জেন এমনি চেচানি * এই মত ভঙ্গিমা নাচ হামেসা নাচিব ॥ তোমার মনের সাধ খুব পুরাইব * সাহাজাদা বলে আমি ঠেকিনু মহাদায় ॥ না জানি নছিবে কিবা লিখিছে খোদায় * যদি আমি নাহি করি এহাতে স্বীকার ॥ না ছাড়িবে তবে মোকে এই দুরাচার * ছয়েফল মুল্লুকে বলে শুন দেও জাদি ॥ অবশ্য তোমাকে আমি করিব যে সাদি * তোমার ছুরত দেখি না ঠাওরে মন ॥ জলিয়া উঠিছে মোর এস্কের আগুণ * তুমি হেন রসবতী নাহি পাব আর ॥ তোমার রূপেতে মন পাগল আমার * কিন্তু মনষ্যের এই রীতি বরাবর ॥ কথাবার্ত্তা হৈলে সাদি এক বৎসর পর * যেই দিন সাদির কথা ঘটনা হইবে ॥ জুদা জুদা এক বৎসর তফাতে থাকিবে * এই করার খেলাফ করিয়া সাদি করে ॥ সাত কিবা আট দিন বাদে সেই মরে * এক বৎসর তুমি মোর কাছে না আসিবে ॥ এক বৎসর বাদে সাদি তোমায় আমায় হবে * সাহাজাদা দেলাসা দেয় এই অনুসারে ॥ আসনাই না দিলে শেষে প্রাণ নষ্ট করে * দেওনী বলে এক বৎসর নিছনি তোমার ॥ তোমার ওয়াদায় হৈল আসায় আমার * হাঁসি ২ কহে দেওনী হরসিত হৈয়া ॥ ভুলাইয়াছি মনুষ্যেরে নাচিয়া গাইয়া * আমার ঠমকের নাচন কে পারে নাচিতে ॥ নাচ রঙ্গে মানুষে মজিল মোর পিরিতে * দেওনী কহে কোন চিজ তোমাদের ভক্ষণ ॥ শীঘ্র করি কহ তাহা আনিব এখন * ফল ফলারি আমাদের ভক্ষণ নিরবধি ॥ এহা বিনে খাত্ত নাহি শুন দেওজাদি * মেওার দরক্ত মোরে দেও দেখাইয়া ॥ আপন হাতে তুইড়ে খাব আছুদা হইয়া * দেওনী বলে ফল্ল মেওয়া আমরা না খাই ॥ রক্ত মাংস খাইয়া মোরা জেন্দেগী গোঙাই * হুকুম দিল খাদেমানে মেওয়া আনি দিতে ॥

ফল ফলারি মেওয়াজাত আনে দেওজাতে * ছয়ফল মুল্লুক তার সাতের সাতি লিয়া ॥ তিন জনে খায় মেওয়া আছুদা হইয়া * এই মত নিত্য২ মেওয়াজাত আনে ॥ খাইয়া সেকেম পোর করে তিন জনে * দেয়ের দস্তুর আছে এই মত চলন ॥ তিন মাস খানা খায় তিন মাস শয়ন * তিন মাসের মধ্যে দেও কেহ না জাগিবে ॥ বেভোর নিন্দেতে তারা বেহোসে থাকিবে * সেইত নিন্দের ওক্ত হইল যখন ॥ দেয়ের মাইয়া সাহাকে করেন জিজ্ঞাশন * এখন শুইব মোরা আরাম করিতে ॥ তিন মাস থাকিব মোরা একই নিন্দেতে * আদমের নিন্দের বাত মোরা নাহি জানি ॥ তোমাদের কেমন নিন্দ নাঁ দেখি না শুনি * সাহাজাদা কহে কথা দেওনীর পাস ॥ এক নিন্দে থাকি মোরা সাড়ে তিন মাস * হিসাব করিয়া ওক্ত পাইয়াছি ঠিক ॥ আজ হৈতে আমাদের নিন্দের তারিখ * এই বুঝিয়া তিন জন শুইল জমিনে ॥ মক্করে খখড়ি নিন্দ যায় তিনজনে দেওনী দেখিয়া অতি খোসালে আপনি ॥ হাড় গোড় বিছাইয়া শুইল দেওনী * যত দেও ছিল ঐ কুকাফ পাহাড়ে ॥ সব দেও শুয়ে নিন্দ যায় একিবারে * দেয়ের এমনি নিন্দ চাপেন যখন ॥ কুড়ালি মারিলে তায় না পায় চেতন * ছয়ফল মুল্লুক কথা এয়ারেরে কয় ॥ সেতাবি চলহ ভাই দেরী নাহি সয় * এয়ার সাতে সাহাজাদা পরা-মিস করি ॥ বেছমিল্লা বলিয়া তিন চলে দৌড়াদৌড়ি* অধীন কহেন আল্লা তুমি দয়াবান ॥ মুস্কিল আছান কর আপনি ছোবহান *

ত্রিপদী ॥ অয়রান কানন বনে, হাইটে চলে তিন জনে, আল্লার নাম করিয়া একিন ॥ ডাইনে বামে দুই জনে, সাহাজাদা মধ্যখানে এইরূপে চলে রাত্র দিন * ভুক পেয়াসে কাতর হয়, গাছের পাতা ছিড়ে লয়, চাবাইয়া রস খায় তার ॥ ঐ ওক্তে তৃষ্ণা খুদা, বারণ করেন খোদা, হাটে চলে ভরসা আল্লার * নাহি খায় সাহাজাদা, দমে২ জপে খোদা, দেখাও মোরে জামালের ছুরত ॥ নেখা মাশুকের দিগে, ভুক পেয়াছ নাহি লাগে, চলে জেয়ছা দেওানার মত * বাঘ ভাল্লুক আজদাহা কত, জঙ্গলি দুস্মন যত, তার ভয় মনে নাহি করে ॥ বদিউজ্জামালের ছবি, দিলেতে গাঁথিয়া তছবি, চলে কেবল ঐ খিয়াল পরে * এই মতে মাহিনা রোজে, চলি যায় পাহাড়

মাঝে, খোদার মরজিতে কাম সব ॥ ছেয়া মোরগ উড়ে যায়, নজরে দেখিতে পায়, চলিয়াছে তিনজন মানব * বাচ্চা দোন মোরগার, চাহে সব ভাল আহার, আদম দেখে বড় খুসী হৈল ॥ ডাইনে বামে দুই লোকে, থাপা মারি ছিয়া মোরগে, চঙ্গলেতে লইয়া উড়িল * ছয়ফল মুল্লুকে দেখি, চাহি রহে উর্দ্ধমুখী, সাতের সাতি লিয়া যায় মোরগে ॥ হায় হায় কান্দে উঠে, এই ছিল মোর ললাটে, কথার দোসর গেল ভাগে * মোরগের চঙ্গলে থাকে, দুই জনে সাহাকে ডাকে, ধর সাহা বাড়াইয়া হাত ॥ জমে ধরে লেয় মোরে, ভাই বলে ডাকিবা কারে আর না হইবে মোলাকাত * মা বাপ কুটম্ব ছাড়ি, তোমার সাতে সাতে ফিরি আজ কেনে হইলেঁ নিদয়া ॥ তত্ত কহিও মা বাপেরে, আর না দেখিবে মোরে, ছাইড়ে যাই সকলের মায়া * ছয়ফল মুল্লুকে শুনে, কান্দিয়া গিরে জমিনে, দোন হাত কপালেতে মারে ॥ হারাইনু দোসর, বিধি কৈল একাস্বর, ছলা কথা জিজ্ঞাসিব কারে * কান্দিয়া জমিনে গিরে, পটকন খাইয়া পড়ে, এই ছিল নছিবের লেখা ॥ মা, বাপ কুটম্ব ছাড়ি, আশকে বিদেশে ফিরি আল্লা বিনে কেহ নাহি সখা * ধন জন সব গেল, দোস্ত ছায়াদ হারাইল, খোয়াইল সঙ্গের সঙ্গিগণ ॥ যদি বারি দয়া করে, মাসুক মিলায় মোরে, সব দুক্ষ হবে নিবারণ * অধীন কহেন আল্লা, সকল তোমার খেলা, দুক্ষ সুখ তেরা হাত ॥ তুমি দয়া কর যারে, কেবা কি করিতে পারে, সব কেতাবেতে এই বাত *

পয়ার * ছেয়া মোরগেতে লিয়া গেল সাতের এয়ার ॥ একেলা রহিল সাহা জঙ্গল মাঝার * কুকাফ পাহাড় বন ঘোর অন্ধকার ॥ আদমের গোজরান নাহি বসত জানওয়ার * বাঘ ভাল্লুক হাতী মৈস দেয়ের বসত ॥ বৃক্ষ আদি ঘাস বন জুস্মন তাবত * তাহাতে একেলা সাহা চলিল হাটিয়া ॥ মনেতে আল্লার নাম এয়াদ করিয়া * বদিউজ্জামালের রূপ করিয়া ধেয়ান ॥ উনমাদ দেওয়ানা মত দৌড়িয়া জান * এই মতে দুই মাস তয় করি যায় ॥ আজিম দরিয়া এক ছামনে দেখায় * নাও কিস্তি ভুরা নাই কিসে হবে পার ॥ বসিল নদীর পারে দেলে বেকরার * সমুদ্দুরের ঐ কুলে আজদাহা এক আসি ॥ পানি পিয়ে দরিয়ায় হইয়া পিয়াসি * এই পারে সাহাজাদা আজদাহাকে সুঝে ॥

পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বত এই মত বুঝে* পানি পিয়া আজদাহা জাইতে ছিল ফিরে ॥ ঘুমিয়া সাঁপের দোম আসে এই পারে * ছয়ফল মুল্লুক ছিল যেখানে বসিয়া ॥ সেইখানে সাঁপের লেজ পৌছিল আসিয়া * সাহাজাদা বলে এখন এই কাম করি ॥ ধরিব সাঁপের লেজ বাঁচি কিবা মরি * এই ভাবিয়া সাহাজাদা নাহিক ডরিয়া ॥ ধরিল সাঁপের দোম মজবুত করিয়া * পাওরিয়া সাঁপ যায় আপন জাগায় ॥ ছয়ফল মুল্লুক গিয়া উঠে কিনারায় * দরিয়া হইল পার ধৈরে সাঁপের দোম ॥ ত্রিন হেন আজদাহাকে না হৈল মালুম * ছয়ফল মুল্লুক পর্ব্বতে লামিয়া তখন ॥ চলিল আল্লার নাম করিয়া স্মরণ * জঙ্গলি দুস্মন যত আছেন পর্ব্বতে ॥ কারে নাহি করে ভয় আসক বিমারিতে * খানা পিনা ভুলি গেছে জীবন মরণ ॥ বদিউজ্জামাল নাম সদায় জপন * দেও দানবে মারে কিবা খায় বাঘ ভাল্লুকে ॥ সব ডর ভুলিয়া গেল জামালের আসকে * কাটা গছায় পাথর কুচা পাও গায় জখম ॥ দর্দ্দ বেথা কিছু তায় না হয় মালুম * বদিউজ্জামালের রূপ দেলে গেছে গাঁথি ॥ বেহুস পাগলের মত চলে দিবারাতি * কখন জামালের ছবি দেখে নেকালিয়া ॥ হায়২ বলিয়া কান্দে উঠে চিকা- ড়িয়া * কখন২ গেরে লোটিয়া জমিনে ॥ মাশুক প্রিয়সী মোর পাব কত দিনে* দেখি দেখি দেখি যেমন হেন লয় মনে॥ জেন্দা হৈতে মরণ ভাল সেরূপ বিহনে * শুনহে আল্লার বান্দা যত দিনদার ॥ এমনি আসক কেহ হইলে আল্লার * আল্লার আওলিয়া সেই হইত আলবত ॥ বেগর হিসাবে সেই পাইত জেন্নত * সাফায়াত করিত সেই কত গোনাগারে ॥ নবী অলীর এজ্জত সে পাইত আখেরে * দুনিয়াতে আওলিয়া খেতাব হৈত তার ॥ জা মাঙ্গিত তাহা দিত পরওারদেগার * এস্কি ছাদক এই আল্লার আসক ॥ আওরত উপরে আশক এস্কিয়ে ফাছক* কিন্তু ছয়ফল মুল্লুক এস্কের আগুনে কলেজা বিরন যেমন রাত্র দিনে ভুনে * এক তিল নাহি ভুলে ছুরতি পরীর ॥ শরীর অবশ যেন খাইয়া বিষ তীর * ডানে বামে ছামনে পিছেতে কখন তাকে ॥ সঙ্গে সঙ্গি কেহ নাই জিজ্ঞাসিবে কাকে * এমনে মাহিনা রোজ আছেন চলিতে ॥ আজিম দরিয়া এক দেখে ছাম- নেতে * না দেখে কেনারা নদীর বড়ই গম্ভীর ॥ সুর্স মোকর ভাসে

কত হাঙ্গর কুম্ভীর * দরিয়াই জানওয়ার কত হয় রকমের ॥ হাতী চেহেরা বাঘ মুখ কত সে সিঙ্গের * পাহাড় পর্ব্বত মত এক এক জানওয়ার ॥ সুসের গর্জ্জন যেন তুফানের আকার * ক্ষনে ভাসে ক্ষণে ডুবে কুদিয়া বেড়ায় ॥ সুসের গর্জ্জনে ঢেউ তুফানের প্রায় * কোন২ জানওয়ার পাহাড় যেমন ॥ হুমা হুমি শব্দ উঠে তুফানের গর্জ্জন * হুড়াহুড়ি দৌড়া দৌড়ি ডুবিয়া ভাসিয়া ॥ খল বল পানি ঢেউ উঠে লহরিয়া * ছয়ফল মুল্লুকে দেখে ডরে কম্পমান ॥ থর২ কাঁপে অঙ্গ ত্রাসিতে পরাণ *

ত্রিপদী * ছয়ফল মুল্লুকে দেখি, ভাবে বসে উর্দ্ধমুখী, কি করি হায়২ ॥ চক্ষের পানি ঝর২, প্রাণ কাঁপে থর২, আসিলাম মউতের রাহায় * মা, বাপ ছাড়িয়া আইসে, মরণ হইল বিদেশে, খোওাইনু যত ছিল মাল ॥ এয়ার দোস্ত ছাড়াইল, তবু আশা না পুরিল, না পাইনু বদিউজ্জামাল * যে রূপে পাগল মতি, দেখা পাইতাম যদি, সব দুক্ষ হইত নিবারণ ॥ নকলে দেখি এমন, জীবমানে কি গঠন, না জানি তার কেমন বচন * কেমনি মুখের হাঁসি, না দেখিনু উড়ে বসি, না দেখিনু চলিতে হাটিতে ॥ মুরতি দেখিয়া মন, হইল পাগল উচাটন, দেখি দেখি না পাই দেখিতে * ছামনে ঠেকিল নদী, জান মোর যায় যদি, দেখি খুব করিয়া ফিকির ॥ আনিয়া লাকড়ি ঘাশ, বান্দে ভুরা মান্দাস, চড়ে ভুরায় তাল্লাসে পরার * মুখেতে বেছমিল্লা পৈড়ে, চড়িল মান্দাস পরে, যেমন হাতে লইয়া পরাণ ॥ হয়ত পরীকে পাব, নহেত মরিয়া জাব, এহা বিনে নাহি পরিত্রান * এ বলিয়া ভুরা ছাড়ে, এলাহীর মরজি পরে, ভাটিয়াল হাওয়ার হৈল জোর ॥ মান্দাস চলিয়া যায়, বাতাসের আগে প্রায়, ডরে সাহা কাঁপে থরথর * চলিল হাওার বলে, রাত দিন ভাসিয়া চলে, গেল যদি মধ্যে সমুন্দুরে ॥ সুস ও মকর কুম্ভীর, মচ্ছ, কচ্ছব যত বীর, ভাসে ডুবে গুগু করে * এসব বিষম দেখি, মুন্দে রহে সাহা আখি, বেছমিতে গিরিল ভুরায় ॥ কুম্ভীরেতে দেখিয়া খোরাক, গুঞ্জরি গোমগোমি হাক, সাহাজাদায় নেগলিয়া খায় * জাহাজাদা কুম্ভীরের পেটে, বন্দি হৈল আন্ধার কোঠে, গরমি জেয়ছা আগুণের তাফাল ॥ পাড়ল মউত ফান্দে, তবু সে সদায় কান্দে, দেখাও

মোরে বদিউজ্জামাল *

পয়ার * নেগলিল কুম্ভীরেতে সাহাজাদাকে ধরি ॥ আছিল সাহার সাতে ছোলেমানী অঙ্গুরি * আছিল সাহার পরে আল্লার রহম ॥ আঙ্গুঠির ছববে সাহা না হয় হজম * ডুবিতে না পারে কুম্ভীর পেট হৈল ভারি ॥ কুম্ভীর বলে হায় হায় প্রাণে বুঝি মরি * হইল এমন বেথা কুম্ভীরের পেটে ॥ ছট ফট করে যেন প্রাণ যায় ফেটে * কুম্ভীর বলে খাইনু বুঝি কুপত্তি আহার ॥ কেমনে ফেলিব আমি এই দুরাচার * জবতক এই আহার না ফেলি ওগলী ॥ রক্ষা না পাইব বুঝি মরি আজি কালি * এবলিয়া কুম্ভীর চলিল সাতারিয়া ॥ সাত দরিয়ার ওপার পৌছে গিয়া * শুখনায় উঠিয়া ত্বরায় ওগলে কুম্ভীরে ॥ বাচিল ছয়ফল মুল্লুক আল্লার মেহেরে * খালাস পাইয়া কুম্ভীর নামিল দরিয়ায় ॥ পাঙরিয়া আপনা জাগার চৈলে যায় * সাহাজাদা খালাছ পাইয়া ভাবিয়া রবানা ॥ গোছল ওজু করি পড়ে নামাজ দোগানা * তার পরে সাহাজাদা বান্দিল কোমর ॥ জঙ্গল পাহাড়ে চলে মনে নাহি ডর * এই মতে মাহিনা রোজ আছেন চলিতে ॥ আজিম সহর এক পাইল দেখিতে * বড়ই খুবির সহর বড় তার শান ॥ অতি খুবছুরত তার দেওয়াল দালান * দশ দিনের রাহা বলে লম্বা ও ওসার ॥ এমনি আজিম সহর পাহাড় মাঝার * ছয়ফলমুল্লুকের দেখে দুরে গেল গম ॥ আল্লা মিলাইল বুঝি গোলেস্তা এরম * বহুত হেম্মত আর বহুত সাহসে ॥ খুলিয়া দেওয়ারের খিল সহরে প্রবেশে * চুন্নি মতি জাওাহের এয়াকুত আকিক ॥ রাহে পথে গেরা কত হীরামন মাণিক * শোনা রূপা তাম্বা কাসা পিতল আদি যত ॥ টালে টালে পড়িয়াছে কে গনিবে কত * দোকান পসার যত সব পুরা ছান্দা ॥ শাল বানাত ইত্যাদি কত গাইট বান্দা বান্দা রাহে ঘাটে পড়ি আছে রতন কাঞ্চন ॥ সব চিজ পুরা২ নাহি লোক জন * লোক জন নাহি কিন্তু সব চিজ ধরা ॥ সাহাজাদা হয়রান রহে এই কেমন ধারা * অবাক হইয়া সাহা কতক্ষণ রয় ॥ মনে মনে সাহা-জাদা এই মত কয় * বিচারিয়া দেখি কিবা সহর ভিতরে ॥ যাহা থাকে তাহা হবে আমার তকদিরে *

ছুটকি * এই বৈলে, হাটে চলে, কত দুরে যায় ॥ আগ যেন

জ্বলিছেন, দেখিবারে পায় * জ্যোতে তার, অন্ধকার, হইছে রওশন॥ সাহা বরে, দেখে ডরে, থর থর কম্পন * সাহাজাদা, ভাবে খোদা, নিরক্ষিয়া দেখে ॥ আগ প্রায়, জ্যোতির ময়, পাথর আকিকে*বালাখানা, আমিরানা, আকিকের লাদা ॥ তার জ্যোতে, আগ হৈতে, চমক জেয়াদা * সাহা বরে, মনে করে, জাবো এরে দেইখে ॥ কিবা আছে, দেখি পাছে, মহল আকিকে * এই বৈলে, গেল চৈলে, নিকটে তাহার ॥ ফিরে ফিরে, দেখে ঘুরে, ছওয়ার নাহি তার * কতক্ষণে, সাহা মনে, এই মত ভাবে ॥ এই ঘর, যাদুগর, তেলিছমাত হবে *

পয়ার * সাহাজাদা দেখে রঙ্গ হয় চমৎকার ॥ আকিক পাথরে ঘর কৈরাছে তৈয়ার * দুরে থেকে দেখে জেমন জৈলেছে আগুণ ॥ অন্ধকার রাত্র হয় জ্যোতেতে রওশন * ঘরের ছুরতে সাহার জিউ হৈল তাজা ॥ চৌদিগে ঘুমিয়া দেখে নাহি তার দরওাজা * সাহাজাদা আচরিত ভাবে মনে মনে ॥ বেগর দুওয়ারে ঘরে জাইব কেমনে * লোক জন কেহ নাহি জিজ্ঞাসিব কারে ॥ দেখে দুই জানওার ঘরের বাহিরে * এক ব্যাঘ্র এক হরিণ রেইখেছে বান্দিয়া ॥ ঘাশ গোস্ত দিছে দোন খাইবার লাগিয়া * দিয়াছে ঘাশের বিট বাঘকে খাইতে ॥ গোস্ত খাইতে দিয়াছেন হরিণের সাক্ষাতে * ছয়ফল মুল্লুকে বলে এই কি আহমকি ॥ হরিণ খাইতে গোস্ত কভু নাহি দেখি * না দেখিনু না শুনিনু ঘাশ খায় বাঘে ॥ এমন নাদানি কাম করে কোন লোকে * এই বলিয়া সাহাজাদা ধৈরে গোস্ত ঘাশ ॥ বদল করিয়া দিল যার যে খোরাক * বাঘের ছামনে গোস্ত ঘাশ হরিণের ॥ দেওয়া মাত্র খুইলে গেল দরওাজা ঘরের * দেখিয়া ছয়ফল মুল্লুক রহে তাজ্জবেতে ॥ দরওাজা পাইয়া খোলা সান্ধিল ঘরেতে * দেখে জাইয়া এক জন পালঙ্গ উপর ॥ শুইয়াছে শিরে পায় উড়িয়া চাদর * সে সকল নমুনা তার মানুষ মতন ॥ ঢাকা আছে কাপড়েতে না যায় চিনন * ছয়ফল মুল্লুকে কিছু না পারে বুঝিতে॥ আওয়াজ করিয়া খুব লাগিল ডাকিতে * উঠ উঠ ছাহেব তুমি কত নিদ্রা জাও ॥ দাঁড়াই আছি মোছাফির মোর পানে চাও * হাত পাও নাহি লাড়ে না দেয় জওয়াব ॥ বহুত ফোকারে তবু না ছুটে

খোওয়াব * হয়রান হইয়া সাহা কত ভাবে মনে॥ স্ত্রী কি পুরুষ তাহা জানিব কেমনে * গায় যদি হাত দেই না বুঝিয়া ভাব॥ কিবা জানি মারা জাই হইয়া খারাব * না পুছে না জাইনে যদি জাই ফিরিয়া॥ হাছরত রহিবে দেলে জনম ভরিয়া * এই মতে কত মতে ভাবে মনে মনে॥ না দেখিয়া না পুছিয়া জাইব কেমনে * জাহা থাকে তাহা হবে নছিবে আমার॥ বসন উঠাইয়া তাকে দেখি এক বার * কাপড় ধরিতে হাত কাঁপে থর থর॥ উলটিয়া ফেলে তার মুখের কাপড় * মেঘেতে বিজলি যেছা ছুটে আচম্বিত॥ ছয়ফল মুল্লুক হৈল বেহোসে মূর্চ্ছিত * বেহুসেতে সাহাজাদা ছিল এক ঘড়ি॥ চেতন পাইয়া সাহা উঠে দড়বড়ি *

চৌপদী॥ দেখে সাহা ছুরতের জ্যোতি২॥ চাহিত রূপের পানে, চক্ষেতে চুন্দরি হানে, দেখে এক হাছিনা আওরত * দুই ঠোট যিনি জবা ফুল২॥ দন্ত আনারের দানা, তাহাতে মিশির ছানা, দেখিলে বুলবুল বেয়াকুল * নাসিকা গড়ন বালির ছান্দ২॥ ঝিনকের মত কান, যে দেখে হুতাশে প্রাণ, জোড় ভোঙা দুতিয়ার চাঁন্দ * কালা মেঘ যিনি মাথার চুল২॥ খসিয়া পালঙ্গে লোটে, দেখি সাহা চমকিয়া উঠে, বেওনির আগায় মানিক্যের ফুল * বুকে কুচ উঠেছে নূতন২॥ যেন নয়া পদ্ম কলি, যেমন ঢালের ফলি, দেখে সাহা জোলে হয় খুন * চিকন মাঞ্জা পাতলি কমর২॥ দুই হাত বুকে দিয়া, শুইয়াছে চিত হৈয়া, সাহার অঙ্গ কাঁপে থর থর * দেখে সাহা পাগল ছন্নতা২॥ ক্ষণে বাহ-রেতে যায়, ক্ষণে করে হায়২, কি করিব কি কহিব কথা * রূপে সাহা হইল মগন২॥ ছুরত গহেনা যত, মেলে কাপাইর মত, হৈল সাহা টল টল মন * বগলেতে নিকালে কাপড়২॥ কন্যার ছুরতের সাতে, জামালের তছবিরেতে, সমানে সমান বরাবর * দেখিয়া ভাবেন সাহাজাদা২॥ ঘুমেতে আছেন পরী, জাগাব কেমন করি, মাশুক বুঝি মিলাইল খোদা * সাহাজাদা গলায় খাকারে২॥ কন্যা কিছু নাহি লড়ে, হেলা ডোলা নাহি করে, মরা সমতুল আছে পৈরে * সাহাজাদা ধরে বান্নুর হাতে২॥ উঠাইয়া বসায় ধরে, ঢলিয়া২ পড়ে, মরা জিতা না পারে বুঝিতে *

পয়ার ॥ সাহাজাদা কন্যার রূপ দেখিয়া পাগল ॥ ছুরত নমুনা সব জামালের সেকল * বেহুসেতে আছে বানু নাকে বহে শাস ॥ খুব ভাতে দেখে সাহা করিয়া তালাস * ছেরানে পৈতানে তার দুই পাথর দিছে ॥ পৈতানের পাথর উচ ছেরানার নিচে * ছয়ফল মুল্লুক দেখে করে হায় হায় ॥ অতএব নাজক বদনে দুক্ষ পায় * আরামে রাখিব পাথর দিব উলটিয়া ॥ আরাম পাইলে বাত কব ঠাওরিয়া * ছেরানের পাথর আনি পৈতানে রাখিল ॥ পৈতানের পাথরখানা ছিরানায় দিল * পাথর উল্‌টা করি দিলেন যখন ॥ উঠিয়া বসিল বানু পাইল চেতন * উঠিয়া নজর করি দেখিল পুরুষ ॥ রূপেতে মগন হৈয়া হইল বেহুস * ছয়ফল মুল্লুকে দেখি বানুর গঠন ॥ সেহভি ঢলিয়া পড়ে হৈয়া অচেতন * কতক্ষণ পরে হোস হইল দোহার ॥ সাহাজাদা পুছে বানু কি নাম তোমার বানু কহে শুন ছাহেব যে দুক্ষ আমার ॥ কহিতে দুক্ষের কথা অঙ্গ জার জার * সরন্দিপে আছে বাদসা ওম্মর সোলেমান ॥ সেই বাদ-সার কন্যা আমি মালেকা নাম জান * একদিন গেনু আমি ফিরিতে বাগানে ॥ দানবে হরিয়া মোরে আনে এই খানে * পর্বত সমান উচা সেই যে দানব ॥ এই সহরের লোক খাইয়াছে সব * বাদসা সমেতে খায় করিয়া মেছমার ॥ মোর সঙ্গে চাহে দুষ্ট করিতে বেহার আমাকে করিতে সাদি তার বড় সাদ ॥ লাচারিতে এক সালের দিয়াছি মেয়াদ * মানুষের জাতের রিতি আছে বরাবর ॥ কথা বার্ত্তা হৈলে সাদি এক বৎসর পর * নিয়ম খেলাফ করি যদি বিয়া করে ॥ মহা কষ্ট হৈয়া যায় দোন জন মরে * ডরাইয়া রাজি দেও শুনি এই ফাকি ॥ গোজরিয়া গেছে সাল দশ রোজ বাকি * তেলেছমাত করি ঘরে রাখিয়া আমারে ॥ আহার করিতে দেও গিয়াছে সিকারে * আমার কপালে দুক্ষ দিল আল্লাতালা ॥ আদম হৈয়া কেমনে সহিব দেয়ের জ্বালা * কোথা হৈতে আসিয়াছ কহ ছাহেব মোরে ॥ আপনার পায় হাইটে আইলে জম ঘরে * মনুষ্যের বয় যদি দেওজাত পাবে ॥ পাইলে তখনি তোমায় ধরিয়া খাইবে * সাহা বলে যেই দুক্ষে পড়ে মোর মন ॥ দুক্ষ না মিটিলে মোর মঙ্গল মরণ * যে আগুণে অঙ্গ মোর জ্বলে সদাকাল ॥

মরিলে এড়াই যাই ভবের জঞ্জাল * মরণ বিচারি ফিরি তারে নাহি পাই ॥ আমার হক্কে কাল হৈয়াছে হায়াত পরমাই * মরণের ভয় যদি রাখিতাম মনে॥ তবে কেন বস্তি ছাড়ি ফিরি বনে বনে * কুকাফ পাহাড়ে লোক না আসে তরাসে ॥ পাহাড় জঙ্গলে ফিরি জমের তাস্রাসে * এই মত কহে আর পুছে আখের পানি ॥ জার জার মালেকা বানু সাহার বাক্য শুনি * ছয়ফলের করুনা দেইখে বানু মালেকার ॥ দোন গালে বাইয়ে চলে দুই চক্ষের ধার * আক্ষের পানি পোছে আর জিজ্ঞাসে সাহারে ॥ কি দুখে বিচার জম শুনাও আমারে * সাহাজাদা বলে বানু শুন সমাচার ॥ ছুফিয়ানি মেছেরে বাদসা পিতা যে আমার * ছয়ফল মুল্লুক বলি রাখি মেরা নাম ॥ দুই চিজ বাবা মুঝে দিল যে এনাম * এক আঙ্গঠি সাড়ি দিয়াছিল মোরে ॥ দেখিল কন্যার ছবি সাড়ির ভিতরে গোলেস্তা এরম দেশে বাদসা সাহাবাল ॥ তান কন্যা নামে পরী বদিউজ্জামাল * সেই পরীর রূপের বানে মোর কলেজায় ॥ বিন্দিছে পোলাদি তীর খোলা নাহি যায় * পাগল করিল মোরে পরীর রূপেতে ॥ ভুলা নাহি যায় রূপ না ছোটে মনেতে * মা. বাপে দেখিয়া করে অনেক ফিকির ॥ না পারিয়া ভেবে মোরে তাল্লাসে পরীর * চল্লিশ হাজার জাহাজ মালেতে বোঝাই ॥ লোক জন কত দিল লেখা জোখা নাই * জানের পেয়ারা দোস্ত ছায়াদ পাহালওান ॥ দেখা মাত্র দুই তনু একই পরাণ * এসব ছামান লিয়া আইনু ছফরে ॥ পাইনু বড়২ তুফান লবলভু সায়ওরে * ডুবিল সকল জাহাজ দরিয়ার মাঝারে ॥ ঐ ওক্তে ভরসা কেবল আল্লা যাহা করে * মাল মাত্তা সব গেল না রৈল নিশানা ॥ দরিয়ায় ভাসিয়া ফিরি জেন দল পেনা * আল্লার মেহের আর হায়াতের জোরে ॥ তুফানের জোরে আসি লাগিল কেনারে * যত দুঃখ বিতিয়াছে পরে ॥ একে২ সব দুক্ষ শুনায় মালেকারে * বদিউজ্জামালের নাম মালেকা শুনিয়া ॥ আহা মারি সাহাজাদি উঠিল কান্দিয়া * কান্দিয়া কান্দিয়া কথা কহে মালেকায় ॥ চক্ষের পানি পোছে আর করে হায় হায় * মালেকা কহেন যেথা বদিউজ্জামাল ॥ কহিতে যে পারি আমি জামালের হাল * শুনিলে জামালের হাল কি লাভ

তোমার ॥ পাইতে নারিবা তুমি জামালের দিদার * বদিউজ্জামাল নাম শুনি সাহাজাদায় ॥ চিকাড়িয়া জমিনে পড়ি গড়াগড়ি জায় * কতেক বৎসর জাবত যে নামের পাগল ॥ না শুনিনু কার মুখে এমনি নকল * বদিউজ্জামালের নাম শুনি তোমার মুখে ॥ কহো২ প্রিয়সী মোর কোন দেশে থাকে * কহ সই মাসুক আমার কেমন গঠন ॥ কহ কহ কেমন তার চলন হাটন * কহ কহ ছুরতির বয়েস কি আন্দাজ ॥ কেমনি বচন তার কেমনি লেহাজ * কহ কহ সেই পরী দেখিতে কি ভেস ॥ কহ কহ জার লাগি ভ্রমি দেশে দেশ * কহ কহ জার লাগি এতেক ক্ষেয়াত ॥ কহ কহ জার লাগি তেজিয়া লেয়াতি * কহ কহ জার লাগি এত বিড়ম্বন ॥ কহ কহ জার লাগি হারাইনু ধন * কহ২ জার লাগি হারাই লোক জনে ॥ কহ কহ জার লাগি ফিরি বনে বনে * কহ কহ জার লাগি তেজি মা ও বাপ ॥ কহ কহ জার লাগি পাই এত তাপ * কহ কহ মাসুক আমার মিলিবে কোথায় ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে মালেকার পায় * কহ কহ বানু তুমি মোর মাথা খাও ॥ যেখানে মাসুক আমার মোরে লিয়া জাও * আমার মাসুক দেও মিলাইয়া তুমি ॥ জেন্দেগি ভরিয়া তোমার করিয়া গোলামি * শুনিয়া মালেকা বানু কান্দে জারে জার ॥ বড়ই কঠিন দেখি একর্ম্ম তোমার * আমিহ কয়েদ আছি দেয়ের চঙ্গলে ॥ দুধবহিন হয় আমার বদিউজ্জামালে * মায়ের জবানি আমি শুনিনু সকল ॥ বদিউজ্জামালের আর আমার নকল * আমার বয়েস যখন ছয় মাসের ছিল ॥ ছেহেলি বান্দি লিয়া মায় বাগানে গেছিল * বদিউজ্জামালের মায় জামালেরে লিয়া ॥ আমাদের বাগানে আসে ফিরিবার লাগিয়া * দেখিতে আমার মাতা ছুরত মেহেরি ॥ দেখিয়া হইল তুষ্ট যত ছিল পরী * বদিউজ্জামালের মায়ে মোর মাতা সঙ্গে ॥ কুটম্বিতে সহেলা করেন অতি রঙ্গে * বদিউজ্জামালের বয়েস এক বৎসরের ॥ কোলে বসি দুগ্ধ খাইল আমার মায়ের * ঐ সমন্ধে দুধ বহিন হইল আমার ॥ আমার মাতার সেই বড় তাবেদার * আমারে রাখিল বান্দি দেও দুরাচারে ॥ না হয় বিশ্বাস মোরে কথন কি করে * যদি আল্লা এথা হৈতে মুক্ত মোরে দিতো ॥ অবশ্য জামালে তোমায় দেখাইতে পারিতো * করাইতাম মোলাকাত মরজি এলাহীর ॥ পাছে

তোমার যা হইত তোমার তকদির * ছয়ফল মুল্লুকে শুনি এই সমা-
চার ॥ কান্দিয়া লোটিয়া পড়ে পায় মালেকার * শুনগো মালেকা
মোরে না বুঝিও ভিন ॥ আজ হৈতে তুমি মোর আপন বহিন * কান্দিয়া
মালেকা বলে হেয়া জারে জার ॥ দুনিয়াতে ভাই বন্ধু না আছে
আমার * মা বাপের জন্ম ভি আমি ছিনু এক বেটি ॥ নসিবের লিখনে
আমার এতেক ত্রুটি * তুমি মোরে বহিন কৈলে আমি বলি ভাই ॥
সংসারে বলিতে ভাই মোরে দিছে নাই * দানবের কয়েদ হৈতে
নারিব জাইতে ॥ বদিউজ্জামালের দেখা পাইবা কি মতে * আল্লা
যদি খালাস দেয় আমার এই করার ॥ বাদিউজ্জামাল তোমার করাব
দিদার * আর এক বাত ভাল শুন মোর বাণি ॥ দানবের আসিবার
ওক্ত হৈয়াছে এখনি * পাইলে খাইয়া তোমায় করিবে সংহার ॥
ত্বরায় ত্বরায় যাও হইয়া বাহার * পাখির উলটা করি ছেরাগে টৈপ তেল
ঘাস ভি বাঘেরে দেও গোস্ত যে হরিণে * ছাপি গিয়া থাক এখন
না করিবা দেরি ॥ পাইলে ধরিয়া তোমায় খাবে এই ঘড়ি * শুনা
মাত্র পূর্ব্বেতে সে যেমনি আছিল ॥ সেই মত করিয়া চাল বন্ধ
করি গেল * ছাপিল ছয়ফল মুল্লুক পাহাড়ের খোন্দায় ॥ হাজার
ঢুড়িলে যেন কেহ নাহি পায় * ওক্ত মতে দানবে যে আসিল
ঘরেতে ॥ কেওয়াড় খুলিয়া গেল বানুর সাক্ষাতে * চেতাইল মালে
কারে পাথর বদলি ॥ জাগিল মালেকা বানু বসে গাও তুলি * দেও
বলে কেমন কেমন জানি লাগে ॥ মনুষ্যের খোস বয় যেন আসে
মোর নাকে * বুঝি কোন মনুষ্য আসিছে এই ঠাই ॥ এমনি খুসির
বয় কভু পাই নাই * মালেকা বলেরে নাদান নাহি বুঝ ভাও ॥
আমি যে মনুষ্য তুমি মোর গন্ধ পাও * দেও বলে মালেকা হামেসা
দেখি যে তোমায় ॥ এখন এমন গন্ধ নাহি তোমার গায় * মালেকা
বলেন শুন দেও মহামতি ॥ জোবন প্রবল মোর বাড়ে নিত্তি নিত্তি *
নিত্তি নিত্তি নূতন বাস নিকলে আমার ॥ দোছরা আসিবে এথা
তাকত কাহার * তবে যদি আমার বাক্য করিবা ওজুল ॥ বিহার
কর ॥ আমি না হব কবুল * হয় মোরে রাখ তুমি নহে ফেল খাইয়া ॥
মুখে বেজার মালেকায় বসিল ফিরিয়া * মালেকার উপরে বড়
আসক্ত দানব ॥ মালেকায় বেজার দেখি ভুইলে গেল সব * দেও

বলে বান্নু তুমি না হবে বেজার॥ যে কথা কহিলা তুমি করিনু এতবার * তোমার উপরে আমার মহব্বত ভারি॥ বুঝিনু তোমার মন করিয়া মস্কারি * আনিয়াছি খাদ্য তোমার কত মেওয়াজাত॥ খাইয়া পিয়া খুশী আরাম কর দিন রাত * হামেসা নূতন মেওয়া পাইবা খাইতে॥ যত দিন তুমি আমি থাকিব হায়াতে * মালেকা বলেন এখন খাইতে না পারি॥ পেটেতে দরদ বেথা হইয়াছে ভারি * কিঞ্চিৎ খাইব বেথা হইবে বারণ॥ মালেক এমত কহি করিল শয়ন * নিন্দের খোমারে সেই দানব বরবর॥ সুইল জমিন পরে অচেতন ভোর * মালেকায় সেই মেওা অৰ্দ্ধেক খাইল। সাহা-জাদার জন্যে তার অৰ্দ্ধেক রাখিল * রাত্র পোহাইয়া জবে ফজর হইল॥ নিন্দ হইতে উঠে দেও শিকারে চলিল * মালেকায় জিজ্ঞাসে কথা দানব হুজুরে॥ শিকারেতে জাবা আজি দুর কিবা উরে * হামেসা দেয়ের আদত এমন দস্তুর॥ উর কৈলে দুর যায় দুর কৈলে উর * দেয়ে বলে আজি আমি বহু দুরে জাবে মালেকায় বলে আজ নিকটেতে রবে॥ দেও দুরাচার যদি গেল নেকালিয়া॥ কতক্ষণ পরে সাহা পৌছিল আসিয়া * রীতিমতে মালেকারে উঠাইয়া লিল॥ দেয়ের বৃত্তান্ত যত জিজ্ঞাসা করিল * যে সমস্ত দেওস্থাতে কহিয়া আছিল॥ একে একে মালেকায় সব শুনাইল * দেও আনি মেওয়াজাত দিল মালেকায়॥ অৰ্দ্ধেক মালেকায় খায় অৰ্দ্ধেক সাহায় * মালেকা বলেন ভাই থাকিবা হুসিয়ার॥ দেয়ের জুলুম হইতে খুব খবরদার * ছয়ফল মুলুকের তরে কহে মালেকায়॥ জলদি জলদি ছাপ দেও আসিবে ত্বরায় * নজদিগেতে আছে দেও নাহি গেছে দুর॥ উলটা দেয়ের চাল আছেন দস্তুর * ছয়ফল মুলুকে কহে মালেকা বান্নুরে॥ দেয়ের মরণ ভেদ জিজ্ঞাসিবা তারে * কোথায় মরণ তার কেমন সন্ধান॥ দানবেরে জিজ্ঞাসিবা এসব বিধান * এবাত কহিয়া সাহা হইল বিদায়॥ ছাপাইয়া রহে যাইয়া পাহাড়ের খোন্দায় * হেন সময় দেয়ে আসি চেতায় মালেকারে॥ দোন জন আলাপন বাত চিত করে * বড় খুশী মালেকায় কহে দানবেরে॥ বহুত মহব্বত তোমার আমার উপরে * আমিত মনুষ্য নারী তুমি দেও মরদ॥

তোমার মহব্বতে আমার বড়ই দরদ * মা, বাপ ত্যাগিয়া আসি তোমার পানায়॥ তুমি বিনে কেবা মোরে রাখিবে দয়ায় * ইষ্টি কুটুম্ব বেরাদর সব হও তুমি॥ কেবল তোমার দয়ার আশা রাখি আমি * তুমি হেন জাওয়ার্দ্দ যাহার খছম॥ দুনিয়ার বিচে তার কোন বাতে কম * এক বাতে দেলেতে বড় আন্দেসা আমার॥ কি জানি শুনিলে হও কেমন বেজার * ঐ কথার ভাবনা দেলেতে নাহি ছুটে॥ তুমি বিনে আছি আমি বিষম সঙ্কটে * দেও বলে কহ কহ পেয়ারী আমার॥ যাহা মনে তাহা কহ না হব বেজার * তোমার কথায় যদি যায় মোর জান॥ তবু তোমার কথা জানি আসমান সমান * যদি তুমি বল মোরে আগুণে পড়িতে॥ এখনি পড়িব আমি তোমার মহব্বতে * কহ ২ প্রাণ প্রিয়া না করিবা ভয়॥ তোমার কথা আমার হক্কে মধু মিশ্রি হয় * মালেকা বলেন শুন দেও মহামতি॥ তুমি বিনে নছিবে মোর বহুত দুর্গতি * তেলেছমাত ঘরে মোরে বানাইয়া মোরদার॥ আপনে যে যাও ছাহেব করিতে শিকার * এমন জানের পিছে দুস্মন বহুত॥ হেকমতে ক্ষুদ্রের হাতে পাহাড়ের মউত * হায়াত দারাজ তোমার করুক খোদায়॥ কিন্তু আমার এই মনে ঘসনা সদায় * বিধির ঘটনা মন্দ হয় কোন মতে॥ আমি অভাগির নছিব আছি তেলেছমাতে * ভেদ না জানিবে কেহ যে হাল আমার॥ কেয়ামত তক রব হইয়া মোরদার * এবাত শুনিয়া দেও মনে খায়ে গম॥ বুঝি এথা আসি হবে দোছরা আদম * আদমে ২ বুঝি হৈছে পরামিশ॥ নতুবা এমন ভেদ কে করে উদ্দিশ * আর বার মনে দেও ভাবে এই কথা॥ আদম আসিবে হেথা নাহিক জুগ্যতা * তবু দেও বাহানা কিয়া মালেকারে পোছে॥ বুঝি কোন আদম জাত এখানে আসিছে * এহা না হইলে কেনে এবাত পুছন॥ এবাত জিজ্ঞাসা করা কিবা প্রয়োজন * মালেকা এবাত শুনি হইল বেজার॥ দেয়ের সঙ্গে সাদি বসা হৈল অশ্বিকার * কহেন মালেকা বাত্নু দেও বরাবরে॥ সাদি এজিন আমি না দিব তোমারে * হয় রাখ নহে খাও নাহি রাখি ডর॥ তেলেছমাত হৈতে মোর মরণ বেহতর * যত দিন আছ তুমি জাগাইবা মোরে॥ তোমা বাদে শিল কায়া রবো এই ঘরে * এবাত শুনিয়া দেও হইল নরম॥ ধুইয়া ফেলায়

দেও দেহের যত গম * দেয়ে বলে শুন শুন পেয়ারি আমার ॥ তোমার যতেক বাত আমার এতবার * বুঝিনু তোমার মন করিয়া চাতুরি ॥ উপহাস্য করি এই ঠাট্টা মস্কারি * মনে না রাখিবে কিছু শুন মোর জান ॥ যা বলিবা তাহা করিব যায় যদি প্রাণ * মালেকা বলেন তোমার হউক কুশল ॥ তোমার কুশলে আমার আনন্দ মঙ্গল এবাত কহিয়া বানু কান্দে জার ২ ॥ কখন কে মরি যায় নাহিক এত-বার * কান্দিয়া২ কহে মালেকা যুবতী ॥ সকল হইতে দয়া কর মোর প্রতি * এক কথার ভাবনায় মনে নাহি সুখ ॥ তুমি বিনে আমার নছিবে বড় দুঃখ * যদি তোমায় কোন দুস্মনে নষ্ট করে ॥ আমার জেন্দেগী যাবে তেলেছমাত ঘরে * এবাত কহিয়া বানু কান্দে উভ-রায় ॥ দানব বানুর হাত ধরিয়া বুঝায় * দানবে বলেন বানু শুন মোর কথা ॥ আমার মরণ নাহি যথা তথা * আমার মরণ এই নিকটে তোমার ॥ না কর আন্দেসা তুমি দেলে আপনার * এই হাবিলির নিকটে তালাব এক আছে ॥ তাহাতে গম্বজ মোট আছে পানির নিচে * খর্গ এক আছে সেথা বড়া তেজ ধার ॥ আর আছে দুই চিজ তদবির তাহার * আমার মাথার চুল ছোলেমানি অঙ্গুরি ॥ এই দুই যার কাছে সেই আমার বৈরী * এই দুই চিজ লিয়া তালাবে ডুবিবে ॥ মোট খাড়া দোন সে নজরে দেখিবে * খর্গেতে মারিবে চোট মোটের উপর ॥ কাটিয়া পড়িবে মোট ছুটিবে ভোমর * কাল এক ভোমর মোট হইতে নেকলিবে ॥ থাপা মারি ধরে তারে যাইতে না দেবে * সেই ভোমরেতে জান আমার পরাণ ॥ ভোমরা মরিলে জান যায় মোর জান * ভোমরার পাও হাত ভাঙ্গিবে যখন ॥ আমার হাত পাও জাবে টুটিয়া তখন * ভোমরার মাথা ধরি টানিয়া ছিড়িবে ॥ তখনে আমার কল্লা ধড়ে না থাকিবে * এই বাতে বানু তুমি না করিবা গম ॥ ভোমরা মারিবে যেই সেই আমার জম * খাতের-জমা থাক বান না কর ভাবনা ॥ আমারে মারিতে পারে আছে কোন জনা * মালেকা বলেন আমার ঘুচিল আন্দেসা ॥ এত দিনে হইল আমার কামাল ভরসা * যা আনিয়াছ তাহা দেও মোরে খাই ॥ তুষ্ট হইয়া পালঙ্গেতে শুয়ে যাই * দেওজাতে আনিছিল যত মেওাজাত ॥ সপর্দ্দ করেন সব মালেকার হাত * মেওাজাত মারে

কায় ভক্ষেন আনন্দে ॥ নিদ্রায় আবেশে দেও শুয়ে গেল নিন্দে * নিন্দ ভরে দুরাচার হয় অচেতন ॥ দেয়ের মাথার চুল মালেকা তখন * ছিড়িয়া রাখিল চুল যতনে ছাপাই ॥ উঠে বসে মালেকার চক্ষে নিদ্রা নাই * ক্ষেণে বলে দেয়ের চুল দিতে যে পারিব ॥ ছোলেমানি আঙ্গুঠি সে কোথায় পাইব * এবাতে আন্দেসা বড়া মালেকার মনেতে ॥ না জানি কি হাল হয় এহার পশ্চাতে * এই ভাবনাতে বানুর নিন্দ না হইল ॥ প্রভাতে দানব দুষ্ট জাগিয়া উঠিল * দেও বলে বানু আমি চলিনু শিকারে ॥ নজদিগেতে রব আজি নাহি যাব দুরে * মালেকারে দুষ্ট দেও রাখি তেলেছমাতে ॥ দুর দারাজে গেল দেও আহার করিতে * পহর এক বেলা যদি চড়িল আছমানে ছয়ফল মুল্লুক গেল মালেকা যেখানে * তেলেছমাত হইতে জাগাইল মালেকারে ॥ উঠিয়া মালেকা বানু কহে সাহাজ্জাদারে * যে যে কথা কহি ছিল দানব দুর্জ্জন ॥ একে একে মালেকায় কহে সে কথন দানবের মরণ ভেদ শোনাইল সব ॥ মোহর ছোলেমানি বিনে না মরে দানব * অধীন কহেন আল্লা তোমাব মেহের ॥ মজলুমে রহম পায় জালেমের জের *

ত্রিপদী ॥ মালেকা কহেন ভাই, কহি যে তোমার ঠাই, দানবের মরণ ভেদ খাটি ॥ মোহরা ছোলেমানি বাদে, না মরে হারাম জাদে, তুমি কোথায় পাইবে সে আঙ্গুঠি * আর মাথার চুল তার, তাহা পারিব দিবার, কিন্তু সে আঙ্গুঠি পাওা ভার ॥ এহা বাদে বদজাতে না মরিবে কোন মতে, ক্ষেম ভাই জামালের দিদার * সাহাজাদা বলে বান, তুমি এত ভাব কেন, মোর সাতে মোহরা ছোলেমানি ॥ দেও যে দেয়ের চুল দেখ দেও নামাকুল, আ[illegible] চাহে বধিব পরানি * মালেকা এইবাত তার, নাহি করে এতবার, বলে মোহরা পাইলা কেমনে ॥ সাহাজাদা একে একে, শুনাইল মালেকাকে, বসিয়া যে বানুর ছামনে * যেইমতে ছোলেমানি, তিন চিজ ছুফিয়ানি, এনাম দিলেন মেহের করি ॥ বাবাজানে মেহের হৈয়া, ঘোড়া সে দোস্তেরে দিয়া, মোরে দিল সাড়ি আর আঙ্গুঠি * আঙ্গুঠি আর ঐসাড়ি, সাতে সাতে লিয়া ফিরি, খুলিয়া দেখায় মালেকারে ॥ মালেকা আঙ্গুঠি দেখি, হইয়া পরম সুখি, দেয়ের চুল দিল সাহাজা-

দারে * সাহাজাদা হিম্মত করে, কহে বান মালেকারে দেখাও
তালাব যে আমারে ॥ মালেকায় শুনিয়া বাত, চলিল সাহার সাত,
গেল সেই তালাব কেনারে * তালাব দেখাইয়া দিল, ভেদ তার
বাতাইল, খর্গ মারিয়া গোম্বজেতে ॥ গোম্বজ কাটিয়া জাবে, কালা
ভোমর নেকালিবে, ধর ভোমর না দিবা যাইতে * ভোমরার পাঁও
হাত, ভাঙ্গিলে সে দেওজাত হাত পাঁও ভাঙ্গে একসাতে * ভাঙ্গিবে
ভোমরার ঘাড়, ঘাড় ভাঙ্গে দুরাচার, মারিলে সে মরে দেওজাত ॥
কহিলাম ভেদের কথা, না কর বিলম্ব হেথা, মারো গোতা লাগি
তালাবেতে * লইয়া আল্লার নাম, সেতাবী করিয়া কাম, আল্লতালা
দেয় তোমার ফতে ॥ ছয়ফলমুল্লুক শুনি, আপনার কাম জানি,
লামে জাইয়া তালাবের বিচে * দেরের চুল লিয়া সাতে, আঙ্গুঠি
পরিল হাতে, ডুবদিয়া যায় পানির নিচে * দেখে গোম্বজ মোট,
খর্গ ধরা তার নিকট, বেছমেল্লা পড়িয়া ধরে খাড়া ॥ ছামনে গোম্বজ
মোট, মারিল বিষম চোট, কাটিল সে নিকলে ভোমরা * ভোমর
জাইতেছিল, থাপা মারি পাকড়িল, উঠিয়া কেনারে হৈল খাড়া ॥
ভোমরা কয়েদ হৈতে, মালুম পায় দেওজাতে, থর২ কাঁপে তোলা
পাড়া * গর্জ্জিয়া চলিল দাপে পাহাড় পর্ব্বত কাঁপে, রাখ২ ডাকে বার২
হাকের আওাজ এছা, ঠাটা বিজলি যেছা, চলে দেও করে বল জমি,
করে টল মল, কাঁপে জেয়ছা পড়িলে ভুইচাল ॥ জঙ্গলি জানওার
পাহাড়ে, সকল ভাগেন ডরে, হয় বুঝি প্রলয়ের কাল * সাহা করি
মহা তাও, ভোমরার দোন পাও, ভাঙ্গে ফেলে হাতে দিয়া মোড়া ॥
দোন পাও গেল টুটে, হাতে হাতরিয়া ছুটে, গাছ পাথর ভাঙ্গে
গুড়া গুড়া * দেয়ের পাও গেল টুটে, জমিনে ছিচড়ি ছুটে, অচল
হইয়া দুরাচার ॥ হাতে বুকে ছিচড়ি চলে, রাখ রাখ ডাকি বলে,
দেখে লই মাসুক আমার * তার পরে সাহা বরে, ভোমরার দুই
হাত ধরে, ভাঙ্গিয়া ফেলিল মুচড়িয়া ॥ ভাঙ্গিল দেয়ের হাত, লাচার
হইয়া কমজাত, খালি ভনে চলিল গড়িয়া * হাত পাও গেল টুটে
গড়িয়া গর্জ্জিয়া ছুটে, এয়ছা কুওত রাখে সে বরাবর ॥ নিচে পড়ে
গাছ পালা, ভাইঙ্গে ফেলে যেন মুলা, ছোরমা হয় নিচের পাথ্যর *
রাখ২ ডাক ছাড়ে, দেখি মোর মাশুকেরে, করিব আখের দরশন ॥

ডাকে ডাকে এই বলে, গর্জ্জিয়া গম্ভিয়া চলে, নজদিগেতে পৌছিল দুর্জ্জন * দেও মারে চিলিৎকার, কাপে পর্ব্বত পাহাড়, সাহাজাদা হায়বাতে তাজ্জব ॥ সাহাজাদা ভোমর ধরে, টান দিয়া কা। ছিড়ে সেই ঘাতে মরিল দানব * আল্লার কুদরত ভাই, বুঝেকার সাধ্য নাই মোশার হাতে হাতীর মরণ * নহে এয়ছা দেওজাত, মরে মনুষ্যের হাত. এই সব খোদার গঠন *

পয়ার ॥ মরিল দানব দুষ্ট ঘুচিল জঞ্জাল ॥ হইল মালেকা বানু আনন্দ খোসাল * সাবাস সাবাস ভাই ছয়ফল মুল্লুক ॥ ঘুচিল আফত সব দুরে গেল দুখ * ধর্ম্মতা তোমার সঙ্গে করিনু করার ॥ বদিউজ্জামাল তোমার করাব দিদার * সাহাজাদা কান্দে বলে শুনগো বহিন ॥ মাসুক বিহনে আমার দেল বেচইন * চলগো মালেকা এখন সরন্দিপে যাই ॥ মা, বাপ সাক্ষ্যাতে লিয়া তোমাকে পৌছাই * পিছে আমার তকদিরেতে যা থাকে তা হবে॥ হয়তো মতলব পাব নহে প্রাণ জাবে * মালেকা বলেন সাহা ভাব কি কারণ ॥ যা আছে কপালে তাহা না হবে খণ্ডন * এই মতে দুই জনে করে আলাপন ॥ সরন্দিপে জাবার তরে করিল গমন * মর্দ্দানা পোষাক করে বানুমালেকায় ॥ ছয়ফল হামরাও দোন চলিল রাহায় * সঙ্গে করে লিয়া কত লাল জাওাহেরাত॥ নিদানে বিপাকে মালে বাচায় হুরমত * জঙ্গলে আছিল যত জঙ্গলি জানওার॥ দানবে খাইছে সব ভয় নাহি আর * বিচে বিচে সহর গাও আছে ঠাই ঠাই॥ ছিজ বস্তু ধরা আছে লোক জন নাই * খাদ্য লোওাজেমা পড়া ধরা আছে সবি॥ যাহা চায় তাহা খায় নাহি কার দাবি * দশ বার দিন এয়ছা গেলেন হাটিয়া ॥ ছামনে ঠেকিল এক আজিম দরিয়া * শুস কুম্ভির মকর পালে পালে ভাসে। ছয়-ফল মালেকা দোন কান্দেন তরাসে * ছয়ফল মুল্লুকে বলে শোন সাহাজাদী॥ আল্লা চাহে ভুরা চড়ি পার হব নদী * থাকগো মালেকা তুমি এখানে দাড়াই ॥ লাকড়ি ঘাস আইনে এক মান্দাস বানাই * এবাত কহিয়া তবে গেলেন জঙ্গলে ॥ লাকড়ি ঘাস কত আইনে রাখে নদীর কুলে * এই মতে লাকড়ি জমা বহুত করিল ॥ লতে বানাইয়া রসি মান্দাস বান্ধিল * বান্ধিল এমন ভুরা কিস্তির ছুরত ॥

হেম্মতে ভুবায় চড়ে না ডরে আফত * সাহাজাদা মালেকা দোন চড়েন ভুড়াতে॥ দরিয়ার পানি লাল দোহার ছুরতে * ছুরতের জ্যোত এয়ছা পানিতে লহরে॥ দরিয়াতে ভানু জেমছা উঠিছে ফজরে * ঝলমল করে রূপ চমকে পানিতে॥ দরিয়া উজালা দোহার ছুরতের জ্যোতে * একখানি লাকড়ি ছিল বৈঠার আনওান॥ তাহা দিয়া সাহাজাদা মারেন চাপান * ধীরে ধীরে গেল ভুরা সমুন্দুরের মাঝ॥ ছওদাগর লোক কত চালাইছে জাহাজ * নজর করিয়া সবে লাগিল দেখিতে॥ দুই ভানু জোড়ে জেয়ছা উদয় নদীতে * আজব তামাসা এক কেহ২ কয়॥ দুই ভানু সমানেতে দরিয়ায় উদয় * কেহ বলে এই হয় পছন্দ আমার॥ দরিয়ায় ভাসিছে দুই কলসী সোনার * রাজ রাজোড়ার মাইয়া আসিয়া নদীতে॥ খেলা মেলায় ছিল বুঝি গোছল করিতে * কলসী পানিতে রাইখে গোছলেতে ছিল॥ কুম্ভীরে মকরে কিবা ধরিতে ঝাপিল * কলসী নদীতে রাখি গিয়াছে তরাসে॥ সেই সোণার কলসী দুই সমুদ্দুরে ভাসে * কেহ বলে মোর মনে কহে এই মতে॥ ভেরুয়ায় রাখিয়া দুই শোনার মুরতে * পানিতে লামিয়া পুজা দিতেছে সে ঠাকুরে॥ পুজা হরি বামন বুঝি নিয়াছে কুম্ভীরে * সেই শোনার মুরত বুঝি সমুদ্দুরে ভাসে॥ নতুবা এমন ছবি হইবেক কিসে * হয়রতে পড়িয়া গেল সব সওদাগর॥ ডেঙ্গি পাঠাইয়া দিল জানিতে খবর * মান্দাস নিকটে ডেঙ্গি পৌছিল যখন॥ দেখিয়া দোহাকে হৈল সব অচেতন * গড়াগড়ি করে সবে ডেঙ্গির মাঝার॥ এমত ছুরত ছবি না দেখেছি আর * কতক্ষণ বাদে সবে হুসেতে আসিয়া॥ থর থর কম্পমান বহুত ডরিয়া * ফেরেস্তা আদম কিম্বা হয় দেও পরী॥ পুছিতে তাকত নাই কি করি কি করি * এক জন সাহস করিয়া দেল বিচে॥ গলে বস্ত্র জোড়হাতে এইবাত পুছে * কোথা হৈতে আইলা তোমরা কোথায় গমণ॥ জেন কি এনছান হও কহ সে বচন মর্দ্দানা পোষাক দোন আউল জাওান॥ পুরুষ জানানা দোন একই আনওান * মালেকায় কহে বাত সে সব্বার ঠাই॥ সরন্দিপ মুল্লুকে মেরা বাপের বাদসাই * ওম্মর ছোলতান নাম আমার বাপের॥ খাজানা লইয়া মোরা গেছিনু মেছের * মোরা দোন ভাই আসি দিয়া

সে খেরাজ॥ চলিলাম আপনা দেশে চড়িয়া জাহাজ * দরিয়ার বিচে হৈল তুফান বিষম॥ ডুবিল জাহাজ লোক জন হৈল গোম * লাকড়ি ধরে দুই ভাই ভাসিনু সাগরে॥ পাইলাম কেনারা কেবল আল্লার মেহেরে * তোমরা মেহের করি আমাদের উপর॥ পৌছাইয়া দেও যদি সরন্দিপ সহর * তোমাদের যত জাহাজ সোণা ও রূপায় বোঝাই করিয়া দিব এনাম তোমায় * এহা যদি নাহি করি কছুম আল্লার॥ আখেরে দোজখে যাব হৈয়া গোনাগার * এবাত কহিয়া দোন লাগিল কান্দিতে॥ জাহাজি শুনিয়া দোহায় চড়ায় ডেঙ্গিতে * জাহাজি খালাছি জবে ডেঙ্গি চালাইল॥ নাখোদা মাল্লম সবে চাহিয়া রহিল * জাহাজের নজদিগে দোন পৌছিল যাইয়া॥ জাহাজে উঠায় দোন ছিকা লাগাইয়া * দেখিয়া দোহার রূপ জাহাজের লোকে॥ রূপেতে হইয়া মগন তাজ্জবেতে থাকে * ডগ মগ করে যেমন ফজরের ভানু॥ সোণার পুতুলা যেন নিরমল তনু * জিজ্ঞাসা করিল বাত জাহাজি ছওদাগরে॥ কিজন্য দরিয়ায় ভাস ঘর কোথাকারে * জেন কি এনছান হও কিবা হও পরী॥ তোমাদের চরিত্র মাত্র বুঝিতে নাপারি * জিজ্ঞাসা করিল তার যত বিবরণ॥ আগেতে কহিছে যাহা কহিলে তেমন * জাহাজি সকল মগন বচন রূপেতে॥ খানা পিনা কত মতে খেলায় মহব্বতে * নাখোদা মাল্লম দোন পরামিস করে॥ হুকুক করে ছোক্কানি খালাসি বাদবা- নেরে * এই মৌছুমে সরন্দিপে করিব কারবার॥ ওম্মর ছোলতা- নের সাথে করিব দিদার * আর তার দুই বেটা ছিল বিপাকেতে॥ হাজির করিয়া দিব বাদসার সাক্ষাতে * আলবত্তা মেহেরদেল হইবে বাদসার॥ বেচা কেনা মালে হবে বহুত বেপার * ছোক্কানি খালাছি এছা হুকুম পাইয়া॥ সরান্দপ পানে যায় বেউড়ি কসিয়া * শুহাওা পাইয়া জাহাজ চলে ঝটাঝটে॥ তিনমাসে গেল জাহাজ সরন্দিপের ঘাটে * লঙ্গর ডালিল জাহাজ ছাড়িয়া বাদবান॥ সমানে দাগিল আওাজ একশত কামান * সরন্দিপের লোক শুনি হৈল কম্পমান॥ বাদসা বলে আইল বুঝি গালিম দুস্মন * গোয়েন্দা ভেজিল সাহা জানিতে খবর॥ তহকিক দুস্মন নাহি আইল ছওদাগর * বাদসা বেগম দোন সোগে মালেকার॥ রাত্র দিন কান্দে দোন হৈয়া

জার২ * ছয়ফল মুল্লুক আর বানু মালেকায়॥ ছওদাগর লোক হৈতে হইয়া বিদায় * জাহাজ ছাড়িয়া দোন নামিল কেনারে॥ চলি গেল দোন তারা সহর ভিতরে * ফুলের বাগান এক ছিল মালেকার॥ কোনখানে নাহি বাগ হেন পরিস্কার * মালেকার বৈঠক সেই বাগানেতে ছিল॥ সাহাজাদাকে মালেকায় সে ঘরে রাখিল * থাক এখন সাহা তুমি ফুলের বাগানে॥ দেখা করে আসি আমি মা, বাপের সনে * খাতেরজমা থাক ভাই না কর ভাবনা॥ আল্লাতালা পুরাইবে মনের বাসনা * দেলাসা ভরসা দিয়া বানু মালেকায়॥ চলিল আপন ঘরে মা, বাপ যেথায় * সাহাজাদা একাস্বর রহিল বাগানে॥ নিরালা বসিয়া থাকে মাশুক খেয়ানে * মালেকা বাড়ীতে গেল যেথা ছিল মায়॥ চিকাড়িয়া কান্দে পৈড়ে জননীর পায় * মালেকার মায় দেইখে বেটির চাঁন্দ মুখ॥ আচম্বিতে অন্ধলে পাইল হারা চোক * মালেকারে লিয়া কোলে মালেকার মায়॥ খুশীর কান্দনা কান্দে ধরিয়া গলায় * আর খুশীর কান্দনা কান্দে বান্দি দাসী॥ বাদসা শুনিল কান্দা দরবারেতে বসি * একেত মাইয়ার শোকে বাদসা পেরেসান॥ আর কান্দনের রোলে উড়িলেক প্রাণ * সেতাবি দৌড়ি বাদসা গেলেন মহলে॥ দেখেন মালেকা তান বেগমের কোলে * বাদসাকে দেখিল যবে বানু মালেকায়॥ চিকড়ি কান্দিয়া পড়ে বাবাজীর পায় * আমার নছিবে বাবা আছিল লিখন॥ পাইনু যতেক কষ্ট না যায় কহন * মালেকার কান্দনে বাদসা আকুল হইল॥ ছিরে মুখে বোছা দিয়া কোলে বসাইল * বাদসা বেগম দোন পুছে মালেকারে॥ কোন কোন হালে কোথা ছিলে কহ শুনি তারে * মালেকা কহেন বাত কান্দিয়া ২॥ একে একে কহে সব বয়ান করিয়া *

পঞ্চপদী॥ মালেকা শুনিয়া এইবাণী॥ আরম্ভিল দুঃখের কাহিনী কহিতে দুক্ষের কথা, অন্তরে দারুণ বেথা, ঝর ঝর ছাড়ে আখের পানি * কহিতে না পারে সে বচন॥ ক্ষণে কহে ক্ষণে সে কান্দন॥ সঙ্গেতে সহস্র সখি, বাগানে তামাসা দেখি, আচম্বিতে দানব দুর্জ্জন * ছিনু আমি বকুলের তলে॥ থাপা মারি নিল মোরে, কোলে মা, মা বলিয়া ডাকি, চাহি রহে সব সখি, উড়ে গেল কুকাফ জঙ্গলে

আজীম সহর এক ছিল ॥ মোরে লিয়া সেখানেতে গেল ॥ যত ছিল লোক জন, খাইল সব দুর্জ্জন, আশক হৈয়া আমারে রাখিল * চাহে মোরে বিয়া করিবার ॥ ধোকাদিয়া করিনু করার ॥ বিহার ঘটনা হৈলে এক বৎসর গোজরিলে, সাদি আমার জাতের বেভার * লজ্ঘে যেবা এই একরার ॥ মরে হৈয়া কুষ্ঠ বেমার ॥ শুনিয়া সে দেওজাত, মানিল আমার বাত, মোর প্রতি না হৈল বেজার * রাখে মোরে তেলেছমাত ঘরে ॥ রাত্রে বাঁচি দিনে থাকি মরে ॥ এইমতে দেওজাতে, রাখে মোরে আজাবেতে, আল্লার মেহের হৈল মোরে * মেহের হইয়া পরোওার পাঠাইল এক মদদগার ॥ ছুরত হেম্মত যত, বয়ান করিব কত, বুঝি এমন না হইবে আর * মেছেরেতে বাদসা ছুফিয়ানি ॥ তাহার ফরজন্দ হয় তিনি ॥ চেহারা ছুরত ছবি, না হইলে এয়ছা খুবি, হুস হারায় দেখে যে কামিনী * ছয়ফলমুল্লুক নাম তান ॥ বড়া জাওামর্দ্দ পাহালওান হেকমত হুনর করে, বধে সেই দানবেরে, তায় বাচে আমার পরাণ ধর্ম্ম বহিন বলিছে আমারে ॥ আমি ভাই ডাকিছি তাহারে ॥ মর্দ্দানা পোষাক করি, তার সাতে২ ফিরি, আসি দোন দরিয়া কিনারে * দেখি বড়া অজীম দরিয়া ॥ ভাবি দোন কিনারে বসিয়া ॥ যায় মর্দ্দ সেই ঘড়ি, আনে কত সুখা খড়ি, মান্দাস গড়িল তাহা দিয়া * চড়ি দোন সেইত ভুরায় ॥ আইল ভুরা মধ্য দরিয়ায় ॥ প্রাণ কাঁপে থর২, কুম্ভীর মকরের ডর, দেখি কত জাহাজ তথায় * জাহাজিরা আমাগো দেখিয়া ॥ দিল এক ডেঙ্গি পাঠাইয়া ॥ যখন ডেঙ্গি দেখা গেল, বাচন ভরসা হৈল, কহি কত মিন্নতি করিয়া * জিজ্ঞাসিতে কহিনু বাত সাফ ॥ সরন্দিপের বাদসা মেরা বাপ ॥ দেও লিয়া সরন্দিপ, এনাম পাইবা মোনাছিব, কথা মোর না হবে খেলাফ * যত জাহাজ তোমাদের ভাই ॥ সোণা রূপায় করিয়া বোঝাই ॥ এনাম একরাম দিব বাত খেলাফ না হইব, এবাতে আল্লার কছম খাই * জাহাজি শুনিয়া খুশী মনে ॥ জাহাজে চড়ায় দোন জনে ॥ জাহাজ চালায় হুপে, আনি দিল সরন্দিপে, এখন যাহা করেন আপে * যেই মতে আমার কারণে ॥ এত দুক্ষ পাইছে আপনে ॥ তাহার দুক্ষের বাত, কহিব যে পশ্চাত, পষ্ঠ নহে কহিব গোপনে * কহে অধীন গোনা-গার আজীম ॥ ওই আল্লা গফুরোর রহিম ॥ গোনা খাতা মাফ দিয়া

এথা সেথা তরাইয়া, রহম কর রহমান রহিম *

পয়ার ॥ বাদসা বেগম আর দাসী বান্দিগণ ॥ মালেকার দুক্ষ শুনি সবার কান্দন * মালেকা পাইয়া হৈল সকলে খোসাল ॥ মাত্তার সিন্দুক যেন পাইল কাঙ্গাল * বাদসা চলিয়া গেল কাচারি দালানে ॥ জাহাজের ছওদাগর বোলাইয়া আনে * সকল জাহাজি লোক করিয়া দাওত ॥ বহুত তাজিম করি খেলায় জেয়াফত * দৌলতের কুঠি বাদসা আপনে খুলিয়া ॥ সোণা রূপায় সব জাহাজ বোঝাই করিয়া * বিদায় করিল বাদসা জাহাজি ছওদাগরে ॥ জাহাজি করিয়া দোওা চলিল ছফরে * বাদসা মহলে যাইয়া পুছে মালেকারে ॥ সেই লোক কোথায় যে উদ্ধারে তোমারে * বাপের ছামনে কহে মালেকা অমনি ॥ আমাকে হুকুম যদি করেন আপনি * মর্দ্দানা পোষাকে যাই বাড়ীর বাহির ॥ আনিয়া মেছেরের সাহা করিব হাজির * বাদসা বলে এই বাতে নাহিক বারণ ॥ আনিয়া দেখাও মোরে সে লোক কেমন * মা, বাপের হুকুম পাইয়া মালেকা সুন্দরী ॥ সাহাকে আনিতে যায় পুরুষ বেশ ধরি * বাগানে মালেকা যাইয়া ডাকি সাহাজাদারে ॥ নেকলিয়া দোন জন চলিল সহরে * সাজাইয়া সাহাজাদাকে জরির পোষাকে ॥ পিছে মালেকায় চলে সাহা আগে ২ * ঠেলিয়া সুর্য্যের জ্যোত সাহাজাদার ছুরত ॥ ফজরেতে ভানু যেমন এমনি সে জ্যোত * ছয়ফলমুল্লুকে যবে নগরে পৌছিল ॥ দেখিয়া সহরের লোক পাগল হইল * বৃদ্ধ বালা রমণী জুবতী অবলা ॥ সাহাজাদা রূপ দেখে কামেতে উতালা * সহরেতে হইলেক বড় গণ্ডগোল ॥ বৃদ্ধ জুবতি বালা সকলে আকুল * চতুরপাশে কামিনীরা করে হায়২ ॥ কোলের ছেলে ফেলাইয়া দৌড়িলেক মায় * কেহবা স্বামীকে দেখে কটুর নয়ানে ॥ বিষ খাওাইয়া মারে হেন লয় মনে * কেহ বলে মোর পানে চাও রসরায় ॥ তোমাকে ভজিয়া থাকি তব রাঙ্গা পায় * কোন কোন জুবতী মাতি কাম তরঙ্গে ॥ স্বামীকে তেজিয়া চাহে যাইতে তার সঙ্গে * হায়২ চক্ষের পানি ফেলে কত নারী ॥ না জানি এহার ঘরে কেমন সুন্দরী * সাফল্য তাহার জীবন যা'র এমন পতি ॥ এমন রসিক লইয়া যে ভঞ্জে ছুরতী * কোন কোন নাজেনি ডাড়াই সাহার পাশে ॥ হাতে আখে ঠারে আর

মন্দা মন্দা হাঁসে * কোন রসমুখী বুকের বস্ত্র উঠাইয়া ॥ কুচ ছাতি দেখায় হাতে ইসারা করিয়া * যে তরফে দেখে সাহা আখি ফেরাইয়া ॥ সেই দিগে জুবতীর প্রাণ লিয়া যায় কাড়িয়া * লাজ সরম তেয়াগিয়া জুবতীরা চলে ॥ সাহাজাদা মালেকা গেল বাদসার মহলে * মরদ আওরত যত সাত্যে২ ছিল ॥ বাদসার ভয়েতে শেষে ঘরে ফিরে গেল * মালেকা মর্দ্দানা ভেস সব ফেলে দূরে ॥ সাহাজাদাকে লিয়া গেল মায়ের হুজুরে * ছয়ফল মুল্লুকে দেখে মালেকার মায় ॥ পুত্র বৈলে ছিরে মুখে নিছনি বোলায় * দাসী বান্দি দিল সব তফাত করিয়া ॥ বাদসাকে আনায় বেগম আন্দরে ডাকিয়া * ছয়ফল মুল্লুকে বাদসা নজরে দেখিয়া ॥ এক দৃষ্টে চাহি থাকে মুখ তাকাইয়া * চেহেরা ছুরত ছবি দেখিয়া সাহার ॥ আখে না পলক মারে ধন্দের আকার * কতক্ষণ পরে বাদসা জিউ থামাইয়া ॥ ছিরে মুখে চুমে সাহার গলায় ধরিয়া * মালেকায় কহে কথা মা, বাপের ঠাই ॥ জান বক্‌সী আনে মোরে এই মোর ভাই * হেকমতে হুনরে তানি মারিছে দানব ॥ জারে না মারিতে পারে পৃথিবীর মানব * যে কারণে আসিয়াছে মা, বাপ ছাড়িয়া ॥ তাহার দুক্ষের কথা শুন মন দিয়া * গোলেস্তা এরোমে পরী বাদসা সাহাবাল ॥ তার কন্যা নামে পরী বদিউজ্জামাল * কাপড়েতে তছবির দেখে পরীর ছবি ॥ সেইরূপে পাগল হইয়া এতেক খারাবি * যত দুক্ষ গুজারিছে উপরে তাহার ॥ একে একে মালেকা কহে সব সমাচার * বহুত মেহেন্নতে উদ্ধার করিল আমারে ॥ ধর্ম্মত করার আমি দিয়াছি এহারে * বদিউজ্জামাল সাথে করাব দিদার ॥ কছম করি এই বাতে দিয়াছি করার * যদি এই করার আমি ওফা না করিব ॥ আকবতে গুনাগার দোর্জাখ হইব * মালেকা বানুর মাতা এবাত শুনিয়া ॥ ছির নিচা কতক্ষণ রহিল বসিয়া * বিলম্বে মালেকার মায় কহে এ বচন ॥ শোন বাবা যেই মত পরীর চলন * গোলেস্তা এরমে পরী না আসে এদিগে ॥ বৎসরেতে এক রোজ আসে মোর বাগে * তাহার মেয়াদ বাকি আছে তিন মাস ॥ তিন মাস বাদে বাবা পুরাইব তোমার আস * ছয়ফল মুল্লুকে যদি শোনে এই বাত ॥ আছমানের চাঁন্দ যেন লাগে তার হাত *

বারে বারে চমকি চমকি উঠে মনে॥ তিন মাস গোজরিয়া যাবে কত দিনে * কহেন মালেকার মাতা বানু মালেকারে॥ ফুল বাগে চৌবুতারায় রাখ সাহাজাদারে * চৌবুতারা ঘরে রাখ পরম যতনে॥ হামেসা তালাফি কর খাওন পিওনে * যেকাম করিয়াছে এহছানি তোমার॥ জান দিলে সোধ না হইবে ধার তার খাল তোমার জুতা কৈরে দিলে তার পায়॥ তবুত তাহান হক না হবে আদায় *

ত্রিপদী॥ মালেকা শুনিয়া বাত, ধরিয়া সাহার হাত, চলে গেল ফুলের বাগানে॥ চৌবুতারা ঘরে নিয়া, পুষ্পসয্যা বিছাইয়া, বসাইল পরম যতনে * বানু বলে সাহাজাদা, থাক হেথা ভেবে খোদা, আশা-পূর্ণ করে পরোওার॥ তোমার কাজের জন্যে, লাগা আমি জানে প্রাণে শেষে ভাই নছিব তোমার * এ বলিয়া সাহাজাদি, খাওনের দ্রব্য আদি, আইনে দিল কত মেওাজাত॥ কত মজাদার খানা, যেছা খানা আমিরানা, পোলাও কালিয়া কোরমা সাত * সাহাজাদা নাহি খায় কান্দে করে হায়২, জপে সদা বদিউজ্জামাল॥ আমাকে পাগল করি কোথায় রহিল পরী, দেখা দিয়া করগো নেহাল * এবলিয়া কান্দে সাহা, মুখে সদা আহা২, কেন্দে কহে মালেকারে॥ না দেখে মাসুকের মুখ, নাহি লাগে পেটে ভুক, খানা পিনা না দিব উদরে * কত মতে মালেকায়, সমজাইল সাহাজাদায়, তবু তার মনে নাহি আসে কহে মালেকার তরে, তিন মাস এই ঘরে, রহিনু আমি মাশুক তালাসে * তিন মাস খানা পিনা, নাহি খাব এক দানা, ঠাহরিনু আম্মাজার কথায়॥ তিন মাস গোজরিলে, যদি না মাশুক মেলে, যাব আমি যেথায় মনে চায় * সোণার খাট ফুলের বিছান, খোস বাসের বাগান, খানা পিনা যত সরঞ্জাম * মাশুক ছুরত বিনে, হেন লাগে মোর মনে, আমার হক্কে সব জাহান্নাম *

পয়ার॥ মালেকা এবাত শুনি হইল লাচার॥ নেকলিল মালেকা যে লাগাইয়া কেওাড় * বাহার তালা লাগাইয়া বানু যায় ঘরে॥ কি জানি আসক মর্দ্দ নিকলে বাহিরে * তবেত সাহার বড় খারাবি হইবে॥ না হইবে কর্ম্ম আর জানে মারা যাবে * এই মতে রাখে সাহে কয়েদি ছুরত॥ হামেসা মালেকা করে তালাফি খেদমত * এই

মতে সাহা থাকে মালেকা আগারে ॥ ছায়াদের দুক্ষের কথা শুন বেরাদরে *

* কেচ্ছা ছায়াদের *

পয়ার। যখনে তুফানে জাহাজ ডুবে সমুদ্দুরে॥ দল পেনামত ছায়াদ ভাসে গেল দূরে * পিচাসের মুল্লুকে গিয়া পাইল কেনার॥ অর্দ্ধ সুখা অর্দ্ধ জলে পড়িয়া লাচার * ছায়াদের সঙ্গে ভেসে ছিল চার জন॥ নদী কুলে পঞ্চ জন এক সঙ্গে সওন * পিচাস খবিস জাত দেও পরী ছাড়া॥ নজিছ গোবর খায় জোক পোক কিড়া * বাঘ ভাল্লুক হস্তি গেণ্ডা যেথা পায় যাকে॥ তখনি ধরিয়া খায় নাহি ছাড়ে তাকে * বড় বদ টপ পিচাস হস্তি হেন মুখ॥ কার মুখ সুওর ভাল্লুক মেনা২ চোক্ষ * কোন পিচাসের মুখ পেচা ভোদতম মত॥ গিধড় কুত্তার মুখ আছে কত২ * মনুষ্য আদম জাত কভু দেখে নাই॥ পিচাস মনিষ্যের হক্কে বিষম বালাই * বহুত পিচাস আইল নদীর কেনারে॥ মৎস্য কুম্ভীর কচ্ছপ যে বিচারিয়া ফেরে * ঢুড়িতে২ গেল তাহাদের কাছে॥ দেখে সেথা পঞ্চ জন পড়িয়া রহিছে * মুনিষ্য ছুরত তারা কভু দেখে নাই॥ তাজ্জব হইয়া বলে কি আসিল ভাই সবে বলে এই বুঝি হবে পশু জাতি॥ কভু মোরা না দেখেছি এমন আকৃতি * চল এছে লিয়া যাই রাজা বিদ্যমান॥ যা বলিবে রাজা সে আমাদের মান্যমান * এবলিয়া পঞ্চ জন করিয়া বন্ধন॥ রাজার সাক্ষাতে নিয়া দিল পঞ্চ জন * রাজ সভা মধ্যে যত পিচাস আছিল॥ দেখিয়া মানব ছবি অবাক হইল * রাজা প্রজা অনুমান করিলেন সবে॥ পশু পক্ষী নাম শুনি এই বুঝি হবে * শুনেছি পশুর মাংশ বড় মজাদার॥ কাটো পশু খেয়ে দেখি লজ্জত তাহার * চার পক্ষী কাইটে খাও হিস্যা বাট করি॥ যে পক্ষী সুন্দর খুব তারে রাখ ধরি * রাজার হুকুম পাইয়া পিচাস দুর্জ্জন॥ ছায়াদ ছামনে রাখি কাটে চার জন * লহু রক্ত রাখিলেক কলসী ভরিয়া॥ পেয়ালা ভরিয়া সবে লিলেক পিইয়া * গোস্তমাংস টুকরা২ করি খান২॥ হিস্যা বাট করি সব পিচাসেরা খান * পিচাস খবিছ কহে নাচিয়া২॥ না খাইনু হেন মেওয়া জেন্দেগী ভরিয়া * নর পক্ষীর মাংশ খাইনু লজ্জত এমন॥ নাজানি মাদার বংশ সোওাদ কেমন * গরভিতা হইলে

মাদি হয় চরবদার ॥ বড়ই লজ্জত হয় মাংশ যে মাদার * এই মতে তারিফ করে নাচে২ বলে ॥ না খাইনু হেন দ্রব্য বাপ, দাদার কালে * এয়ারের দুর্গতি দেখে ছায়াদের কান্দন । এখনি হইবে বুঝি আমার মরণ * না দেখিনু মাতা পিতা ইষ্টগণের মুখ ॥ না দেখিনু জানের জান ছয়ফল মুল্লুক * নছিবের লেখা ছিল এলাহীর কাজা ॥ না পাইলাম গোর কাফন না পাই জানাজা * অপমৃত্যু হইল মোর কুফ-রের হাতে ॥ রাহা নাহি কোন মতে পলাই যাইতে* কান্দেন ছায়াদ যে কপালে মারে হাত ॥ পিচাসের রাজা করে এই মছলেহাত * নাখাইনু হেন দ্রব্য আর নাহি খাব ॥ বাকি আছে যেই পশু বেটিকে পাঠাব * এই যদি মোরা খাব না দিয়া বেটিরে ॥ বড়ই সরম পাব বেটির হুজুরে * এ বলিয়া লোহার এক পিঞ্জিরা আনিয়া ॥ রাখিল সেই পিঞ্জারায় ছায়াদেরে ভরিয়া * হুকুম করিল রাজা চাকর সবারে॥ খেলাইয়া মোটা তাজা কর এ পক্ষীরে * খাইলে পিলে হবে পক্ষী বড় চরবদার ॥ বেটিরে পাঠাব ভেট তুষ্ট করিবার * মা, বাপের হক্কে বেটি বড়ই দুর্লভ ॥ নাহি দিলে হেন দ্রব্য না থাকে গৌরব * শুনিয়া পিচাস কত যাইয়া জঙ্গলে ॥ হাতী গোণ্ডা বাঘ ভাল্লুক আনিল সকলে । সকলের গোস্ত আনি পরম যতনে ॥ খাই-বারে দিল আনি ছায়াদের ছামনে * হালালের গোস্ত কাচা মনিষ্য না খায় ॥ এইত হারামি গোস্ত আর কাচা তায় * বদবয়েতে ছায়াদ মুখ রহে ফেরাইয়া ॥ হয়রান পিচাসে তার খোরাক লাগিয়া * তার পরে কাড়া জোক হাতী ঘোড়ার লাদা ॥ ছায়াদেরে খাইতে দিল করিয়া মলিদা * ঘৃণায় ছায়াদ মুখ ফেরাইয়া রাখে ॥ দেখিয়া পিচাস সব ভাবেন বিপাকে * পক্ষীর খোরাক কিবা মোরা নাহি জানি ॥ কোন চিজ খাইয়া বাচে পক্ষীর পরাণী * সেই দেশে খোরমা খাজুর বহুতর আছে ॥ কভু নাহি খায় মেওা খবিছ পিচাসে * পিচাসের লাড়কা-গণ যাই খেজুর বনে ॥ ডোলচি ভরি খোরমা খেজুর খেলাইতে আনে * দুই চার পিচাসের ছাওাল হৈয়া একরায় ॥ খোরমা খেজুর ঢেলা মারে ছায়াদের গায় * ছায়াদ পাইয়া খোরমা হাতেতে ধরিয়া ॥ বেছমেল্লা বলিয়া দিল মুখে উঠাইয়া * ছায়াদ খাইতে খেজুর দেখিল [illegible] ॥ টুকরি ভরে খোরমা খেজুর আনে তান কাছে * একে২ করি

খেজুর পিঞ্জিরায় ফেলায়॥ আছুদা হইয়া ছায়াদ খোরমা খেজুর খায় * রাজার সাক্ষাতে সব পিচাসেরা বলে॥ খেজুরিয়া পাখী এই বুঝিনু আক্কলে * রাজা বলে আছে আমার যত প্রজাগণ॥ রোজ২ খেজুর দেও পক্ষীর কারণ * চাকরান রাইয়তান যত পিচাসেরা॥ রোজ২ খোরমা খেজুর খিলায় এই ধারা * এই মতে ছয় মাস পিঞ্জিরা ভিতর॥ খাইয়া পিয়া মোটা তাজা হইল সুন্দর * ডাকিয়া পিচাস রাজা কহিল সবারে॥ রাখিয়াছি এক পক্ষী বেটির খাতিরে * অষ্ট জন পিচাসে রাজা কহে বুঝাইয়া॥ কন্যার ভেটের পক্ষী দিয়া আইস গিয়া * হাত পাও একসাতে বন্ধন করিবে॥ বিচে এক লাঠি দিয়া কান্ধে করি লিবে * যদি কোনমতে পক্ষী ভাগিয়া পালায়॥ কন্যার নিকটে লাজ মুখ দেখা দায় * খবরদার২ না পারে ভাগিতে॥ ভাগিলে তোমাদের জান জাবে মেরা হাতে * রাজার হুকুম পাইয়া দুষ্ট পিচাসেরা॥ নিকালিল ছায়াদেরে খুলিয়া পিঞ্জিরা * হাত পাও একসাতে রসিদিয়া বান্ধে॥ লাঠিতে গাথিয়া দুই পিচাসে লিল কান্ধে * আগে পাছে ছয় জন পিচাস দুর্জ্জন॥ ছায়াদেরে লিয়া কান্ধে করিল গমন * হস্তে পদে একসাতে কসি দিছে বান্দ॥ শরীর হইছে বেকা অমাবশ্যার চাঁন্দ * হলকনা গার্দ্দান গেল উলটা বেঁকা হৈয়া॥ নীচের তরফে মাথা পড়িল ঝুলিয়া * আর বান্দনের মধ্যে দিছে এক লাঠি॥ ঝুলা ঝুলি দউড়িয়া পিচাস চলে হাটি * বান্দনের চোটে ভাঙ্গে ছায়াদের পাঞ্জর॥ কলেজা বিরান যেমন করে চর২ * হেক২ শব্দ উঠে দম নাহি চলে॥ কান্দিয়া ছায়াদ বলে এই ছিল কপালে * না দেখিনু মাতা পিতা বন্ধুগণের মুখ॥ না দেখিনু প্রাণ সখা ছয়ফল মুল্লুক * আহারে ছয়ফলমুল্লুক রহিলা কোথায়॥ কাল জমে ধৈরে মোর প্রাণ লিয়া যায় * মউত আছান বুঝি একষ্ট হইতে॥ না হইবে এত কেলেশ জান নিকালিতে * এখনে কোথায় রৈল মউত আজরাইল॥ সেতাবি নেকালো জান বড়ই মুস্কিল * দিলে দিলে কান্দে আর মুখে শব্দ নাই॥ দৌড়াদৌড়ি পিচাসেরা চলে ধাওাধাই * একদিন একরাত্র গেলেন হাটিয়া॥ রাজার বেটির বাড়ী পৌছিল জাইয়া * নামাইয়া ছায়াদের খুলিল বন্ধন॥ লোহার পিঞ্জিরা আনি ভরিল তখন *

পিচাসের বেটিকে দিল হাওালা করিয়া ॥ মুখস্থ কহিল কথা সব বুঝাইয়া * চারপক্ষা খাইনু মোরা এহার সঙ্গের ॥ এইপক্ষী পাঠায় রাজা তোমার খাতের * শুনিয়া পিচাসের বেটি মহা আনন্দিতে ॥ হাতীর গোস্ত আনি দিল পিচাসে খাইতে * হাতীর গোস্ত খাইয়া পিচাস বড় খুশী ॥ নাস্তা ভোজন করে আনন্দিতে বসি * জিজ্ঞাসিল এই পক্ষীর আহার কি দস্তুর ॥ পিচাসেরা বলে খায় খোরমা ও খাজুর * শুনিয়া পিচাসের বেটি আনন্দিত দেল ॥ বাপের চাকর পিচাস বিদায় করিল * পিচাসি ভাষায় দিল লিখিয়া রসিদ ॥ চলিল সে দুষ্ট পিচাস কর্ম্ম করি সিদ * পিচাসের বেটি হুকুম করে চাকরানে ॥ বন ফল খোরমা খেজুর বিচারিয়া আনে * আর কত আনি দিল আঞ্জির বাদাম ॥ খাইয়া পিয়া পাইল ছায়াদ কিঞ্চিত আরাম * পিচাসের কন্যা কহে আপনা পিতারে ॥ কেমনে খাইব পক্ষী ছাড়িয়া কন্যারে * কন্যা জামাই না পুছিয়া যদি পক্ষী খাই ॥ জামাই কন্যারে মুখ কেমনে দেখাই * পাঠাইয়া দেও পশু জামাই কন্যারে ॥ খায় যখন কিছু অংশ দেয় আমাদেরে * তবেসে জামাই কন্যার মন রাখা জাবে ॥ নহেত কন্যার বড় মুস্কিল হইবে * মোরা যদি খাই পশু জামাই কন্যা বাদে ॥ জামাই শুনিলে কন্যা ফেলাইবে খাদে * যদি পক্ষী কাইটে মাংস অংশ করি দিব ॥ পশুর ছুরতের জন্য আফছোছ করিব * না জানি কেমনে ছবি ছিল জানওয়ার ॥ না দেখিলে কন্যা জামাই হইবে বেজার * এজন্য পাঠাব পশু এই দিল কৈয়া ॥ অংশ করি মাংস খোরা দেয় পাঠাইয়া * কবিকারে কহে আল্লা তুই নেঘাবান ॥ তুই যারে বাচাইবে কে মারে তার জান *

ত্রিপদী ॥ এমতে পিচাসের বেটি, মছলত করিয়া খাটি, আপনার খছমের সাতে ॥ ছায়াদে শুনিয়া ভেদ, কান্দে হৈয়া না ওম্মেদ, মারা গেলাম দুর্জ্জনের হাতে * এইবার বুঝি গেনু, কবর মাটি না পাইনু, জানাজা তকবির ॥ মা, বাপ, খেশি লোক, না দেখিনু কার মুখ, এই ছিল আমার তকদির * সখা ছয়ফল মুল্লুক, না দেখিনু তার মুখ, যার কাজে এত বিরম্বন ॥ আল্লার রহম পরে, তার কার্য্য সিদ্ধি করে, সাফল্য হয় আমার মরণ * যদি কার্য্য নাহি পায়, রবে দাগ কলেজায়, জাবতক রোজ মহাশ্বর ॥

কান্দিয়া আফছোছ গমে, অচেতন হৈল ভূমে, খোওাবেতে পাইল খবর * কেহ যেছা খোওাবেতে, কহিল গায়েব মতে, শুন ছায়'দ ভেদ হকিকত ॥ সরন্দিপ বাদসার কাছে, সাহাজাদা সেথা আছে তথা গেলে পাবে মোলাকাত * দেখি ছায়াদ এস্বপন, জাগি উঠে ততক্ষণ, কান্দে২ ছেরে মারে হাত ॥ ছেরানেতে জমকাল, মউত মোর আজি কাল, জেন্দেগী না হবে মোলাকাত * কান্দিয়া কাটিয়া রাত হইয়া গেল প্রভাত, রবি উদয় হয় আকাশেতে ॥ আসি দুষ্ট পিচাসেরা হুকুম অনুসারে তারা, খুলে ছায়াদে পিঞ্জিরা হইতে * নেকালিয়া ছায়াদেরে, হাতপাও একিবারে, বান্ধিল বহুত শক্ত করি ॥ বিচে এক লাঠি দিয়া, চলিলেক কান্ধে লিয়া, রাজার কন্যার কন্যা বাড়ী *

পয়ার ॥ ছায়াদের হস্তপদ বান্ধি একসাতে॥ লাঠিদিয়া কান্ধেকরি পিচাসের জাতে * রাজার কন্যার কন্যার বাড়ী যায় ॥ সারাদিনে চৈলে গেল নদীর কেনারায় * দিন গেল সন্ধ্যা হৈল রাত্রের আমল ॥ ঠাহরিয়া রহে সেথা পিচাসের দল * জঙ্গলি জানওার আনে করিয়া শিকার ॥ চিরিয়া ফাড়িয়া খায় পিচাস দুর্ব্বার * ছায়াদ ফেলাই রাখে জমিন উপর ॥ উদরে চাপিয়া দিল শওমণ পাথর * কোজ্জা পোস্ত করিয়াছে হাত পাও বান্ধনে ॥ মউত হইতে দুক্ষ পাথরের চাপনে * পাঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায় পাথরের ভারে ॥ কলেজা ফাটিল জিহ্বা নেকলে বাহিরে * এইমত কষ্টকেলেশ ছিল সারারাত॥ গুজরিল রাত্র শেষে হইল প্রভাত * ছায়াদেরে বাঁসে গাঁথি লিয়া কান্ধে করি ॥ দরিয়ার কেনারে পথে চলে দৌড়াদৌড়ি * মদদ পৌছিল এক আল্লার কুদরত॥ দরিয়া লঙ্গরে ছিল জাহাজ বহুত * সরন্দিপে সওদাগর গিয়া ছিল চীনে॥ বেচাকিনা করি যায় আপনা মোকানে * খাড়ি কাটিবারে তারা গেছিল পাহাড়ে॥ খড়ির বোঝা লিয়া আসে নদীর কেনারে * জাহাজি খালাসি টেণ্ডল হাজারে২ ॥ খড়ি বোঝা ডালি খাড়া নদীর কেনারে * দেখে যে পিচাস কত খবিছ মুরত ॥ কোন কালে নাহি দেখে হেন বদছুরত * মনিষ্য দুর্ল্লভ এক বান্ধি হাতে পায় ॥ লাঠি দিয়া কান্ধে করি লিয়া তারা যায় * জাহাজিরা বলে এই আদম ফরজন্দ ॥ মুস্কিলে পড়েছে বুঝি নাহি দর্দ্দমন্দ * সবে বলে কাইড়ে রাখ মানষ্য ছাওালে ॥ যাহা হবে শেষে তাহা আমাদের কপালে * এ বলিয়া

হামলা করে জাহাজের লস্কর ॥ হাতে কুড়াল কান্ধে লাঠী বলে ধর২
পিচাসেরা চাহি দেখে বহু পক্ষীগণে । ছায়াদেরে থুইয়া ভাগে ভয়
পাইয়া মনে * ডরে পালাইয়া গেল যতেক পিচাস॥ যাইয়া খবর
দিল রাজার সম্পাস * তোমাদের ভেটের পশু আনিতে আছিল ॥
পশুর সাথি পশু আসি কাড়িয়া রাখিল * শুনিয়া পিচাস গিধি
জ্বলিল গোস্বায়॥ আপনার দলসঙ্গে চলিল ত্বরায়* জাহাজিরা ছায়া-
দেরে বন্ধন খুলিয়া॥ জাহাজ উপরে তুলি বহু আদরিয়া* জিজ্ঞাসিল
জাহাজিরা ছায়াদের তরে॥ কেমনে আসিলা তুমি বিয়াবান পাহাড়ে *
ছায়াদ বলে আসিছিনু তেজারতি কাজে॥ তুফানে ডুবিল জাহাজ
দরিয়ার মাঝে * জওয়ারের তড়ে মোরে আনে কিনারায় ॥ পিচাসেরা
পেয়ে মোর সঙ্গিগণ খায় * লোহার পিঞ্জিরায় মোরে রাখে বন্দ করে
আমাকে পাঠায় তার কন্যার আহারে * যেইমতে আনে মোরে করি
বিরাস্বন॥ কান্দে২ কহে ছায়াদ দুক্ষের বচন * আল্লাতালা মদদ করি
ভেজে তোমাকায় ॥ তেই সে ঘুচিল মোর এদুক্ষের দায় * এই
মতে কহে ছায়াদ কান্দিয়া২ ॥ দুষ্ট পিচাসের দল পৌছিল আসিয়া *
নদীর কূলেতে পিচাস জমা লাখে২ ॥ পাহাড় পর্ব্বত কাঁপে পিচা-
সের হাঁকে * জাহাজির তরে বলে পিচাস নাপাকে ॥ আমাদের
খাদ্যের পশু দেও যে আমাকে * নতুবা স্ববংশ তোমার করিব যে
নাস॥ শেষেতে জানিবা মোরা কেমন পিচাস * সমুদ্দুর বিচে জাহাজ
পিচাস কেনারে॥ পিচাসেরা ভাবে পশু ধরিব কি করে* মুখে২ বকা
বকি পিচাস মানুষে॥ কেহ কারে প্রহারিতে না পারে সাহসে *
পিচাসে ডাকিয়া বলে শুন পশুজাত॥ যাইতে নারিবা ছাড়ি পিচা-
সের হাত * আমার দাতব্য জিনিস যাও মোরে দিয়া॥ আর সবে
ঘরে যাও জান বাচাইয়া * জাহাজিরা বলে শুন পিচাস দুর্জ্জন॥
না ছাড়িব সঙ্গি ভাই থাকিতে জীবন * জাহাজি বলে শুন আরে
পিচাস সয়তান॥ ভাল চাও ফিরে যাও বাচাইয়া জান * শুনিয়া
হইল গোস্বা পিচাস কুফর॥ মারিতে লাগিল জোরে ফেকিয়া পথর *
পাঁচ মণি সাত মণি ওজনে পাষাণ॥ জাহাজের কেওার পাখা
ভাঙ্গে খান২ * দেখিয়া জাহাজি লোক হইল হয়রান॥ হুকুম করে
দাগাইতে বন্দুক কামান * হুকুম পাইয়া সাজে ছেপাই গোলেন্দাজ

কামানে বন্দুকে দাগে সমান আওয়াজ * লাখে২ পিচাস মরিল এক চোটে ॥ এক মরে আর আসি লাখে২ জোটে * আসিয়া পাথর মারে জাহাজ উপর ॥ জাহাজি বন্দুক কামান তড়াতর ফর * এইমতে করে তারা রোজ মহাজঙ্গ ॥ মরিল পিচাস কত কত দিল ভঙ্গ * হারা হৈল পিচাসের জাহাজির ফতে ॥ সু হাওা পাইয়া জাহাজ খুলে সেথা হৈতে * এইমতে কতদিন জাহাজ বাহিয়া ॥ সরন্দিপের ঘাটে জাহাজ লাগিল যাইয়া * ছায়াদের তরে বলে জাহাজি ছওদাগর ॥ কি তোমার মনেরবাঞ্ছা কহ বেরাদর * ছায়াদ বলে জিন্দেগিতে খাটি গোলা-মিতে ॥ নারিব তোমাদের হক আদায় করিতে * খাল মোর জুতা করে দেই তোমার পায় ॥ তোমাদের হক কভু না হবে আদায় * আমার জানের জন্যে তোমাদের ক্ষেয়াতি ॥ গোলাম করিয়া রাখ মোর হউক নাজাতি * জাহাজি সকলে শুনি কহে এই বাত ॥ তোমার জন্যে ক্ষেয়াতি যত সকল রেয়াত * যদি বল রব আমি তোমাদের সাতে ॥ মাহেনা টাকা যত লও রাজি আছি তাতে * যদি বল বেড়াইয়া দেখিব সহর ॥ এতে মন তুষ্ট আছে নাহিক ওজর * অনুমানে বুঝি তুমি ভাগ্যমন্ত হবে ॥ যাহা মনে তাহা কহ তাতে তুষ্ট সবে * ছায়াদ বলে কর যদি এমনি মেহের ॥ খোসে বিদায় দিলে করি মুল্লুক ছএর * মেহের করি দিও মুঝে টানে উঠাইয়া ॥ মুল্লুক ভ্রমণ করি দুই পায়ে হাটিয়া * শুনিয়া জাহাজি লোক তুষ্ট হইয়া মনে ॥ খানা পিনা খেলাইয়া তুইলে দিল টানে * তরানে লামিয়া ছায়াদ পৌছিল সহরে ॥ ছয়ফল মুল্লুকের তরে বিচারিয়া ফিরে * সহর বাজার বিচারিল বস্তি আর গ্রাম ॥ জঙ্গল পাহাড়ে ঢুড়ে না পায় আরাম * এইমতে ছায়াদ ফিরেন তালাসিয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুকের বাত শুন মন দিয়া * ছয়ফল মুল্লুক সাহা থাকিয়া বাগানে ॥ খানাপিনা ছাড়ে সদা কান্দে রাত্রদিনে * নিন্দ ও আরাম নাহি থাকে বেচইনে ॥ কখন বিছানে গড়ায় কখন জমিনে * হায়২ কান্দা বিনে নাহি কোন বাত ॥ এই মতে আহা জারি কান্দে সারা রাত * মালেকায় কতমতে সাহাকে বুঝায় ॥ বোধ নাহি মানে সদা করে হায়২ * মালেকা এহাল দেখি যাইয়া ত্বরায় ॥ সাহাজাদার হকিকত কহে বাপ মায় * বাদসা বেগম দোন মালেকা সহিত ॥

বাগানে সাহার কাছে হৈল উপনীত * মালেকার মাতা বলে শুন বাছা ধন ॥ অদ্য কল্য বাগানে আসিবে পরীগণ * প্রাণপণে কর্ম্ম তোমার সিদ্ধি না করিব ॥ পরিণামে পাপী হৈয়া দোজখি হইব * বাদসা বলে শুন বাবা আমার বচন ॥ সেকারেতে তুষ্ট থাকে বেচইনের মন * লোক জন হাতী ঘোড়া সেকারি ছামান ॥ সঙ্গে করি ফের জাইয়া জঙ্গল ময়দান * সেকারা বহিরি বাজ সেকারি কুকুর ॥ ফান্দ জাল তীর বন্দুক গুলিবাশ জাঙ্গুর * এই সব লিয়া জাও করিতে শিকার ॥ কিঞ্চিৎ তছল্লি দেলে হইবে তোমার * যে কামেতে আসিয়াছ পুরাইবে খোদা ॥ নাকরে বঞ্চিৎ আল্লা যারযে এরাদা * এহা কহি ধরে বাদসা সাহাজাদার হাতে ॥ সঙ্গে কৈরে লিয়া গেল আপনা পুরিতে * আনিয়া গোলাব পান্মি গোছল করায় জরির লেবাছ আনি আন্দরে পিন্দায় * খাদেম লোকেরে বাদসা করিল ফরমান ॥ সেতাবি নেকালি আন খাবার ছামান * খানসামা খাদেম লোকে হুকুম পাইয়া ॥ কত রঙ্গ মেওয়াজাত খাঞ্চায় পুরিয়া কত রঙ্গ আনি দিল মোরব্বা মিঠাই ॥ রুটি কাবাব কত মতে লেখা জোখা নাই * শিরবেরাঞ্জ ফালুদা আর গোলাবি শরবত ॥ পোলাও কালিয়া কোরমা কোপ্তা কাবাব কত * পেয়ালায় ভরিয়া আনে চৌরসের দুধ॥ চিনি মিশ্রি আনি কত করিল মৌজুদ * তোর্‌রাবন্দি খানা কত সাজাইয়া আনে ॥ তরকারি ছালুন কত কেবা তাহা জানে তৈয়ার করিয়া খানা ডালিল দস্তর খান ॥ ছামনে হাজের করে খাই-বার ছামান * আপ্তাবা চিলমচী আনি ধোওয়াইল হাত॥ বাদসা ছয় ফল মুল্লুক খায় একসাত * খানা পিনা খাইয়া বাদসা কহে সাহা জাদারে ॥ লোক জন ছামানা লিয়া জাওহে সেকারে * রাজি হৈল সাহাজাদা যাইতে সেকার ॥ লোক জন ছামানা খুব হৈল তৈয়ার * আপনা লস্করে বাদসা কহে এই বাত ॥ সেকারেতে যাও সবে সাহা-জাদার সাত * আমা হৈতে শতগুণ করিবা তাজিম ॥ আমি হৈ রাইয়ত প্রজা সে হয় হাকিম * জাতে যাহা বলে তাহা মানিবা তাবত ॥ খুব নেঘাবানিতে করিবা হেফাজত * এবলিয়া লোক সব করিল বিদায় ॥ না পারে তাকতে সাহা সেকারেতে যায় * হাতীতে সওয়ারি সাহা বান্দিয়া আম্বারী ॥ লোক জন চলে সাতে পায়দল

সওারি * বস্তি ছাড়িয়া সবে চলিল জঙ্গলে ॥ দেখে এক বিদেশী লোকে ঝুমে২ চলে * ছয়ফল মুল্লুক দেখে করে নিরীক্ষণ ॥ ছায়াদ দোস্তের মত চলন হাটন * ছায়াদের চলন মত চলন দেখিয়া ॥ দোস্তি মহব্বতের অনল উঠিল জ্বলিয়া * সাহাজাদা হুকুম করে চোপদার লোকে ॥ এই বিদেশীকে আন আমার সমুখে * এককে হুকুম দিতে দশ বিশ ধায় ॥ ধরিয়া আনিল জমি নাহি লাগে পায় *

ত্রিপদী * ছায়াদকে ধরে জোরে. ছামনেতে খাড়া করে, দেখে সাহা ছায়াদের মুখ পানে ॥ দেখিয়া ছুরত তার,বেহুসিতে বেকারার, হাতী হৈতে গিরিল জমিনে * ভূমে গড়াগড়ি যায়. সবে বলে হায় হায়, কি করিব এহার তদবির ॥ সবে মিলে এই কয়, মোর মনে এই লয়, বিদেশী হইবে যাদুগীর * . পড়ি কুমন্ত্রণা জ্ঞান, বধিবে সাহার প্রাণ, এই তার মনেতে বাঞ্ছিত ॥ এই বলিয়ে ছায়াদেরে. বেহদ্দ প্রহারে জোরে. লেপটিয়া পাছাড়ে ভূমিত * কেহ দেয় লাকড়ি গুতা কেহ মারে মাথে জুতা, লাঠী সোটায় প্রহারিল কত ॥ কিল কেহনি চড় চাপড়ে, যে যত মারিতে পারে, মারিলেক যে পারিল যত * ছায়াদ বেহুসে রহে, শ্বাস কেবল নাকে বহে, মুর্দ্দা মত রাহল পড়িয়া ॥ গলে তার বান্দে রসি. ছেচড়িয়া টানে খেচি, ফেলে দিল জঙ্গলেতে লিয়া * ছয়ফল বেহুসি ছুটে, হোশ পাইয়া বসে উঠে, বলে কোথা বিদেশী বেচারা ॥ আন তারে পুনর্ব্বার পুছিব সে কোথাকার, কি কামে ফিরেন কি মাজেরা * সবে বলে জাহাগীর, সেই বড় যাদুগীর. টোনা করি লোকেরে ভুলায় ॥ আপনাকে কৈরে টোনা, চলাইয়া দুষ্ট জনা, তেকারণে মারি পিটি তায় * ফেলিনু, জঙ্গল বিচে, বাচে কি মরিয়া গেছে, বাচিলেও গেছে পালাইয়া ॥ এখানে কোথায় পাব, দুষ্টকে আনিয়া দিব, কোথা তারে পাইব ঢুড়িয়া * সাহা বলে যেথা পাবে, দুষ্টকে আনিয়া দিবে. সেতাবিতে আন বিচারিয়া ॥ শুনে সব লোকে চলে, যেথা তারে ছিল ফেলে, দেখে ছায়াদ বসিছে উঠিয়া * ধৈরে সব পেয়াদারা, আইনে দিল খাড়া খাড়া, সাহাজাদা রহিল তাকিয়া ॥ ময়লা কাপড় ফাড়া, চুল দাড়ি বুড়া২, গেছে ছায়াদ বেচিন হইয়া * ছায়াদ নাহি আখি খোলে, বাত নাহি মুখে বলে,

মনে বুঝে এবার মরণ ॥ সাহাজাদা পুছে তারে, ঘর কোথা বল মোরে, ফিরে বেড়াও বিষয় কেমন * হেট ছেরে ছায়াদ রহে, কাঁপে২ এহি কহে, মেছেরেতে ছিল মোর ঘর ॥ শুনি সাহা এবচন একিবারে অচেতন, ঢলে পড়ে জমিন উপর * লোক জন ছিল খাড়া, এরূপ দেখিয়া তারা, ছায়াদেরে ধরিয়া দিল মার ॥ মারিল এমন মার, রূইমত গোস্ত হাড়, পৈড়ে রৈল যেমন মোর্দ্দার * রসি লাগাইয়া গলে, টানিয়া দূরেতে ফেলে, সাহাজাদা চেতিল আরবার ॥ ডাকিয়া সবারে বলে, সেই বিদেশী কোথা গেলে, আন তারে সমুখে আমার *

পয়ার ॥ উঠিয়া বসিল সাহা পাইয়া চেতন ॥ লোক জন তরে সাহা করে জিজ্ঞাসন * কোথা গেল২ বিদেশী বেচারা ॥ লোক জন বলে সেই যাদুগীর বড়া * বারে বারে আপনাকে করে পেরেশান ॥ অতএব মারি তারে কৈরে লবেজান * ময়দানে ফেলাই দিনু মোরদার মতন ॥ আছে কি মরিয়া গেছে না জায় কহন সাহাজাদা বলে তারে আন শীঘ্র করি ॥ শুনিয়া চোপদার যত চলে দৌড়া দৌড়ি * ছায়াদেরে যখনে মারিয়ে ফেইলে ছিল ॥ ছায়াদে মনের সাতে এমত বুঝিল * আরবার ওরা যদি আমাকে পাইবে ॥ মারিয়া করিবে খুন জেন্দা না রাখিবে * এখনে পালান ভাল বাচা-ইয়া জান ॥ আরবার ধরিলে মোর কাটিবে গর্দ্দান * এ বলিয়া পালাইয়া গেলন বাস্তুতে ॥ গৃহস্থের বাড়া এক পাইল দেখিতে * ঘরের ছেমানে খাড়া ছিল এক চাটাই * তাহার ওলেতে গিয়া রহিল লুকাই * ঢুড়িয়া পেয়াদারা বড় হৈল পেরেশান ॥ না পাইলে যাদু-গীর জাবে সবের মান * জঙ্গলে ময়দানে ঢুড়ি না পাইল তারে ॥ পিছেতে চড়াও করে বস্তির মাঝারে * বস্তি ওয়ালা লোকে চিনে বাদসার চোপদার ॥ কি বাসনায় আইলে সবে বস্তিতে আমার * চোপদার বলে তোমরা না করিবে সক ॥ বাদসার আসামী এক হৈছে পালাতক * তারে না পাইলে মোদের বড় অপমান ॥ চাকরির কপালে ছাই না বাচিবে জান * বস্তি ওয়ালা লোকে শুনে হৈল সঙ্গ সাতি ॥ ঘরে ঘরে বেচারেন্ত ছায়াদের প্রতি ছাপিয়া আছিল ছায়াদ চাটাই ওলেতে ॥ চাটাই ফেলিয়ে দিল

লাঠির আগেতে * চাটাই ফেলিতে দেখা পাইল ছায়াদেরে ॥ চড় চাপড় মারে কত গালি গালাজ করে * লাঠি সোটা কত মারে কিল কেহনি ঘুসা ॥ গাল ফুলাইল কত মারিল তামাচা * বস্তি-ওয়ালা লোকে কত মারিল তাহারে ॥ মারিতে মারিতে নিল ছয়ফল হুজুরে * নাওম্মেদ ছায়াদ হইল হায়াতের ॥ আজ বুঝি হয় মোর জেন্দেগী আখের * দমে দমে আল্লার নাম ছায়াদ সোওারে ॥ ছের নিচা খাড়া রয় ছয়ফল হুজুরে * ছয়ফল মুল্লুক বলে শুনহে জোওান ॥ কি নাম তোমার কহ কোথায় মাকান * কি হেতু বেড়াও তুমি কর কোন্ পেসা ॥ সত্য সত্য বল বাক্য নাহিক আন্দেসা * ছায়াদে শুনিয়া বাত ডরে ডরাইয়া ॥ মাথা তুলে কহে কথা কান্দিয়া কান্দিয়া * চক্ষের পানি ঝর ঝর পড়ে ছায়াদের ॥ কান্দিয়া২ কথা কহে সে দুক্ষের * যারে বিচারিয়া ফিরি শেষে কব নাম ॥ মনিব বিচারি ফিরি আমি যার গোলাম * কিন্তু এক কথার মোর ডরে কাঁপে প্রাণ ॥ কি জানি কহিলে পিছে হারাই পরাণ * গুনা খাতা মাফ যদি হয় গোলামের ॥ তবেত মনের দুঃখ করি যে জাহের * ছল২ হইয়া কহে ছয়ফল মুল্লুক ॥ না কর মনেতে ভয় কহ মনের দুঃখ* ছায়াদ বলে আকৃতি দেখি আপনার ॥ আমার মনিব ছিল এমনি আকার *, ছয়ফল মুল্লুক বলে মনিব তোমার ॥ ঘর কোথা, কার পুত্র কি নাম তাহার * কান্দে২ কহে ছায়াদ পোছে আখের পানি ॥ আমার মনিব যেই শুন তার বানি * মেছেরের ছুফিয়ানি সাহা পিতা যে তাহার ॥ ছয়ফল মুল্লুক নাম মনিব আমার * বাদসার উজির নামে হামিদ আহাম্মদ ॥ তাহার পুত্র হই আমি অভাগীয়া ছায়াদ * ছয়ফল মুল্লুক শুনি উঠে চিকড়িয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুক নাম আমি অভাগীয়া * এই বলি দোন দোস্তে ধরে গলে২ ॥ নিবায়ে দুক্ষের আগুণ নয়নের জলে * দোহার কান্দন শুইনে কান্দে সর্ব্বজন ॥ বুঝিতে না পারে তাদের রেস্তায় কেমন * খবর পুছয় সবে সাহাকে জিজ্ঞাসি ॥ কুটুম্বিতা হয় কি তোমার এ বিদেশী * কান্দে২ সাহা-জাদা কহে সমাচার ॥ প্রাণের দুর্ল্লভ এই দোস্ত যে আমার * ছায়াদে কান্দিয়া কহে সবার গোচর ॥ আমার মনিব তিনি আমি তান নফর * এইমতে কান্দে দোহে ধরে গলে ২ ॥ ভিজিল দোঁহার বস্ত্র নয়নের

জলে * আম্বারি উপরে নিল ছায়াদে তুলিয়া॥ আপনার স্থানে গেল সেকার ভঙ্গ দিয়া * বিদায় করিয়া দিল যত লোক জনে॥ ছয়ফল ছায়াদ গেল ফুলের বাগানে * দোন দোস্তে একসাতে সেই ঘরে থাকে। যার যে দুক্ষের কথা কহে একে২ * কান্দেন ছায়াদ শুনি ছয়ফলের দুক্ষ॥ ছায়াদের দুক্ষ শুইনে কান্দে ছয়ফল মুল্লুক * নিন্দ নাহি গেল দোন রাত্র পোহায় বসে * বেহানে মালেকা আসে সাহার তাল্লাসে * খাওনের সরঞ্জাম কত মেওয়াজাত॥ রিকাব রুমালে ঢাকে দিয়া বান্দির হাত * আগে আগে মালেকা বান্দি পিছে২॥ পৌছিল যাইয়া বানু বাগানের বিচে * ছয়ফল ছায়াদ বসে আছে যেই ঘরে॥ মালেকা যাইয়া খাড়া ঘরের দুয়ারে * সাহাজাদা শুইয়া ছিল উড়িয়া চাদ্দর॥ ছায়াদে বসিয়া ছিল পালঙ্গ উপর * ছায়াদ নজর করে মালেকার পানে॥ বিন্দিল রূপের তীর ছায়াদের পরানে * চার চক্ষে দেখা দেখি ছায়াদ মালেকার॥ কাম অনলেতে দোন হইল জার জার * বস্ত্র ফোড়ে খাড়া যে মালেকার বুকের ছাতি॥ দেখে ছায়াদ ঢলে পড়ে যেন সর্গগতী * মালেকায় ছায়াদের রূপ দেখিয়া নয়নে॥ কলেজা ঝাঞ্জরা হইল কাম তীরের বানে * সাহাজাদা মোকাবিলা আর বান্দি সাতে॥ মালেকা ভাগিয়া যায় এই সরমেরত * বান্দিকে এসারা করে রেখে আইস খানা রিকাব থুইয়া ঘর পানে চলিল দুজনা * ছায়াদে মালেকার রূপে হইল দেওানা॥ ছয়কলমুল্লুকে দেখে করেন ভাবনা * সাহাজাদা বলে কেন পেরেশান হাল॥ ছায়াদ বলে দেইখেছি এক ছুরত জামাল* খানার রেকাবি লিয়া আইসে দুই জন॥ এক নাজনী পরিরূপ সূর্য্যের বরণ * সেই পরীরূপে আমার ছেদিয়াছে প্রাণ॥ সেই রূপ বিহনে মোর না বাঁচিবে জান * অনুমানে সাহাজাদা বুঝিল তার বাতে॥ মালেকা আসি হবে মোরে খানা দিতে * সাহাজাদা বলে দোস্ত না কর ভাবনা॥ আল্লাতালা পুরাইবে মনের বাসনা * দানব মারিয়া আমি আনিছি যাহারে॥ এইত মালেকা বানু দেখিয়াছ যারে * সরন্দিপ বাদসার বেটি ঐ রূপবতী॥ আল্লা চাহে মিলাইব তোমার সঙ্গতি * এখনে কহিলে কথা হইবে মুস্কিল॥ এই যে মালেকা আমার কর্ম্মের উকিল * এখানে থাকহ দোস্ত স্থির করি মন॥

দেখ যে আমার কামের কি হয় ঘটন * তবুত ছায়াদের মন না হয় সুস্থির ॥ ক্ষণে ক্ষণে মূৰ্চ্ছাঘাত ক্ষণে হয় স্থির * সাহা ভাবে দোস্ত যদি মোর সঙ্গে রবে ॥ তবেত মালেকা বানু এথা না আসিবে * বৃথায় মেহেন্নত মোর যাবে অকারণ ॥ ছায়াদের তরে সাহা কহেন তখন * শুন দোস্ত তুমি যদি মোর সঙ্গে রবে ॥ তোমার আমার কাম এক না হইবে * তুমি যদি মোর বাক্য করিবে পালন ॥ তোমার আমার কর্ম্ম হবে সমাপন * ছায়াদে বলেন সাহা আপনি মোক্তার ॥ যাহা মনে তাহা কর মঞ্জুর আমার * ছয়ফল মুল্লুক শুনি ছায়াদের বচন ॥ বাদসার মোকামে যাইতে চলিল তখন * ছায়াদেরে রাখি সাহা ফুলের বাগানে ॥ ছয়ফল মুল্লুক গেল বাদসার মোকানে * মালেকার মাতা আর বানু মালেকায় ॥ যেখানেতে ছিল সাহা গেলেন তথায় * দেখিয়া মালেকার মাতা যাদু যাদু বৈলে ॥ নিছানি পুছিয়া মুখ বসাইল কোলে * মালেকার মাতা বলে শুন বাছা ধন ॥ গোলেস্তা এরমে আজি লিখিছি লিখন * গোলেস্তা এরম হইতে পরী কত জন ॥ আসি ছিল মোর কাছে দরশন কারণ * বদিউজ্জামাল দিল পরী পাঠাইয়া ॥ মালেকার হাল কি শুনিবার লাগিয়া * মালেকার মঙ্গল লিখিয়া খত বিচে ॥ পরীর হাতে পাঠাইয়াছি জামালের কাছে * লিখন পাইয়া মাগো না করিবা দেরী ॥ মালে-কারে দেখিতে আসিবা সেই ঘড়ি * তোমার দরশন লাগি মালেকা হুতাশ ॥ তোমারে দেখিলে তার মঙ্গল উল্লাস * এই সব সমাচার পত্রেতে লিখিয়া ॥ বদিউজ্জামালের আগে দিছি পাঠাইয়া * এখনে ছবর করি থাক বাছা ধন ॥ অবশ্য জামাল তোমার হবে দরশন * ছয়ফল মুল্লুক বলে শুন আম্মাজান ॥ দোস্ত এক আসিয়াছে আমার পরাণ * আমার বাপের উজির হামিদ আহাম্মদ ॥ তাঁর বেটা দোস্ত মোর নাম তার ছায়াদ * পাইয়াছে বহু দুঃখ আমার লাগিয়া ॥ এখানে রাখিব তারে কোথা বাসা দিয়া * মালেকার মাতা বলে না ভাব এবাতে ॥ রাখিব তোমার দোস্ত পরম সুখেতে * বাহের বাড়ী চৌবুতরা পাকিজা মোকান ॥ রাখিব তোমার দোস্তে বাড়াইয়া মান * সাহা বলে দোস্ত মোর মৃগীর বিমার ॥ কোন মতে একেলা

যে না যায় বাহার * এই বাত সাহাজাদা জাহের করিলে ॥ কি জানি মালেকার প্রেমে যদি পড়ে ঢ'লে * অতএব জাহের করে বলিয়া আজার॥ এবাত কহিয়া সাহা গেলেন বাহার * ছায়াদেরে সাতে করি ছয়ফল মুল্লুকে॥ মালেকার মাতার হাতে শুপিলেক তাকে * মালেকার মায় তারে বহুত আদরে॥ বাসা দিল ছায়াদেরে চৌবুতরা ঘরে* খাদিম খেদমতগার দিল পঞ্চজন ॥ খানা পিনা খেদমত বাদসাই লক্ষণ* ছয়ফলের সাতে যদি ছায়াদ থাকিত জামাল মালেকা সেথা সরমে না যাইত * ওখানে ছয়ফল মুল্লুক রহিল বাগানে ॥ লিখনের জওাব আসি পৌছিল তখনে * বদি-উজ্জামালে লেখে শুন আম্মাজান॥ আমার নানার বাড়ী জজিরা রোকান * মামুজীর সাদিতে মোর কাল যাইতে হবে॥ গানা বাজা রঙ্গে নাচে এক মাস যাবে * নাহি গেলে নানা নানী মামুজী বেজার॥ অতএব যাব মাগো সাদিতে মামার * এক মাস বাদে আম্মা তোমার কদম॥ যদি নাহি চুমি তবে আল্লার কছম * নবি ছোলেমানের আগে হব গুনাগার॥ না হবে খেলাফ মাগো আমার করার * এসব সংবাদ শুনি বানু মালেকায়॥ অতি রঙ্গে হাঁসি খুসি গেল বাগিচায়* মন্দিরেতে সাহাজাদা আসক আগুণে॥ নীরবে বসিয়া কান্দে পরীর ধেয়ানে * মালেকায় সাহার কাছে হইয়া হাজির॥ হাঁসি২ বলে শুন খবর খুশীর * বজিউজ্জামালে লেখে জোওাব লিখন॥ একমাস বাদে তার পাবা দরশন * একমাস ছবর করিয়া থাক দিলে॥ মনবাঞ্ছা পুরা-ইবে একমাস গেলে * এবাত শুনিল যদি ছয়ফলমুল্লুকে॥ চমকিয়া উঠে প্রাণ বিজুলি চমকে * হোস আক্কল না রহিল পাগল ছুরত॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে দেওানার মত * চাদরেতে মুখ ঢাকি বিছা-নাতে শোয়॥ চমকি২ উঠে এইমত কয় * কহগো মালেকা আমার নাহি বুঝে আখি॥ এক মাসের কত গেল কত আছে বাকী * হাসিয়া মালেকা বলে শুন২ ভাই॥ খবর কহিয়া আমি বাহির হই নাই * তাতে বল কত গেল বাকি কত দিন॥ এমন উন্মাদ কেন হৈল বেচইন * মালেকায় খাড়া আছে নিকটে সাহার॥ সাহাজাদা এইমত কহে বার২ * কতক্ষণ নিচুপে মুন্দিয়া থাকে আখি॥ চমকিয়া বলে মাসের কত আছে বাকী * মালেকায় বলে কথা সাহাজাদার

পাশ ॥ এক ঘড়ি বহিতে নারে কেমনে যাবে মাস * সাহাজাদা কহে কথা মালেকার গোচর ॥ চক্ষের পলক যেন লাগে এক বৎসর * মালেকায় বলে ভাই স্থির কর মতি ॥ ছবরেতে কার্য্য সিদ্ধি শাস্ত্রেতে এমতি * মালেকায় বিদায় হৈল এবাত কহিয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুক রহে উন্মাদ হইয়া * নিন্দ আহার নাহি আর অন্ন নাহি খায় ॥ কতমতে মালেকায় হামেসা বুঝায় * একে একে এই মতে এক মাস গেল ॥ বদিউজ্জামাল পরী আসিয়া পৌছিল * মায়ের কদম বোছি করিল জামাল ॥ মালেকার গলে ধরি চুমেন কপাল * মালেকার মায় বহুত আদর করিয়া ॥ চুমেন জামালের মুখ নিছনি লইয়া * কহগো জামাল ঝি মঙ্গল খয়ের ॥ আর মঙ্গল কহ তোমার বাপ ও মায়ের * কহিল বদিউজ্জামাল সকল মঙ্গল ॥ কোন মতে গম নাহি আনন্দ কুশল * মালেকারে জিজ্ঞাসিল বদিউজ্জামাল ॥ কহ বহিন কেমনে বিতিল তোমার হাল * মালেকায় কহেন কথা জামালের সাত ॥ আমার দুক্ষের কথা কহিব পশ্চাত * আসিয়াছ ভগ্নি তুমি হৈয়ে পেরেসান ॥ গোছল করি খানা পিনা খুশী কর জান * সুগন্ধ গোলাব পানি গোছল নাহান ॥ মালেকা জামালে খানা এক সাতে খান * কর্পুর তাম্বুল খান বড়ই খোসাল ॥ মালেকার আগে কহে বদিউজ্জামাল * চলগো মালেকা বিবি পুষ্পের বাগানে ॥ এই ওক্তে বাগান দেখি খুশী লাগে মনে * গেন্দা জ্যোতি মল্লিকা মালতি চাম্পা ফুল ॥ যুঁই কড়ি গোলাপ রজনী বেল বকুল * বেলা আছে দণ্ড দুই শাম সমাগম ॥ এই ওক্তে ফুটে ফুল রকম রকম * জামাল মালেকা বানু দোন রঙ্গ মনে ॥ হাতাহাতি দোন বানু গেলেন বাগানে * তামাসা দেখেন দোন বাগানে হাটিয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুক যেথা পৌছিল যাইয়া * ছয়ফল মুল্লুক শুয়ে আছি-লেন ঘরে ॥ ছুরতের ঝলক জ্যোত নিকলে বাহিরে * খিড়কির ঝরকা দিয়া নিকলিছে জ্যোত ॥ বদিউজ্জামালে বুঝে ঘরে কি ছুরত * ঝাকি মারি উকি দিয়া দেখেন জামাল ॥ সাহার ছুরতে ঘর হৈয়া গেছে লাল * ফজরে ভানু যেন বিছওানে গড়ায় ॥ আড় চক্ষে দেখে ভানু করে হায় হায় * এস্কিতে কামের তীর

বিন্দে কলেজাতে * . টল টল চক্ষের পানি পোছে অঞ্চলেতে ॥ ভাল রূপে না দেখিল মালেকার ডরে ॥ বাগানের তামাসা ছাড়ি চলে গেল ঘরে * সূর্য্য অস্তে পশ্চিম তরফে হৈল লাল ॥ বাহিরে কুরছির পরে বসিল জামাল * কর্পুর তাম্বুল খায় বসিয়া কুরছিতে॥ গলে বস্ত্র মালেকায় খাড়া সম্মুখেতে * বান্দি ছেহেলি সব দিল তফাত করিয়া ॥ দোন বানু কহে কথা নীরবে বসিয়া * জোড় হাতে মালেকায় কহে কাতরেতে॥ আমার আরজ ভগ্নি তোমার কদমেতে* কহিতে মনের কথা লাগে ভয়ঙ্কর ॥ না জানি শুনিলে হও কেমন বেজার * না কহিলে নাহি হয় কহিতেও ডর ॥ দৈসতে কলেজা মোর কাঁপে থর থর * আমি তোমার ছোট তুমি মুরব্বি বহিন ॥ দয়া করি রাখ মোরে না বাসিয়া ভিন * বদিউজ্জামালে কহে মালেকার কাছে॥ তুমি হেন ধর্ম্ম বহিন আর কেবা আছে * কি কহিবা কহ কহ না হব বেজার॥ খাতা হৈলে ক্ষেমিব যে তকছির তোমার * মালেকায় বলে ভগ্নি শোন সে খবর॥ ছুফিয়ানি নামেতে বাদসা মেছের সহর * তাঁর এক পুত্র ছয়ফল মুল্লুক নামেতে॥ এমন ছুরত কার নাহি ভুবনেতে * তোমার ছুরত ছবি সাড়িতে দেখিয়া ॥ আশক আগুণে জলে দেওয়ানা হইয়া * মা ও বাপ, ইষ্টি, কুটুম্ব যত ছিল তার ॥ না চাহিল কার পানে প্রেমেতে তোমার * লাচারে মা, বাপ, তার হৈয়া পেরেশান ॥ আখেরে পাঠায় দিয়া বহুত ছামান * চল্লিশ হাজার জাহাজ ভৈরে রতন মাল ॥ হীরা ও মাণিক্য মুক্তা জাওয়াহের লাল * সোনা রূপায় সব জাহাজ করিয়া বোঝাই ॥ আর কত দিল মাল লেখা জোখা নাই * ছায়াদ নামে দোস্ত তার সঙ্গে করি দিল ॥ এসব ছামানা দিয়া বিদায় করিল * গোলেস্তা এরোম সহর দরিয়ার ওপারে ॥ না পারে কহিতে কেহ পুছে জারে তারে * না পায় ঠিকানা কোথা গোলেস্তা এরোম ॥ দিলেতে পেচতাব খায় হৈয়া বড় গম * আদমের বস্তিতে ঘর না বানাইল পরী ॥ কুকাফ পাহাড় বন দেখিব বিচারি * এই বলি দিল পারি লবলম্ভ সাগরে ॥ চালাইল জাহাজ যাইতে কুকাফ পাহাড়ে * বড়ই আজীম তুফান হইল এমন ॥

ডুবিল সকল জাহাজ সাতে লোক জন * ছায়েদ কোথায় গেল নাহিক ঠিকানা॥ সাহাজাদা সমুদ্দুরে ভাসে যেন পেনা * সাতা-রিয়া ভাসা খড়ি করি একান্তর॥ ভুরা এক বানাইয়া চড়ে তার পর * বাতাসে আনিল তারে কুকাফ পাহাড়ে॥ বড় দুঃখ দিল তারে দেও সবে ধৈরে * হেকমতে ছুনরে খোদা বাঁচাইল জান॥ তোমার লাগি কান্দি বেড়ায় জঙ্গল ময়দান * দেও সবে খায় তার সাতের ইয়ার॥ ছেয়া মোরগে দুই জন সাতি লিল তার * কত নদী কত পাহাড় করিল ভ্রমণ॥ সে সব দুঃখের কথা না যায় কহন * দুষ্ট দানবে মোরে রাখে যেই স্থানে॥ কত দুঃখে সাহাজাদা পৌছিল সেই খানে * তেলেছমাতে দুষ্ট দানবে রাখে মোরে॥ রাত্রিতে জাগায় মোরে দিনে রাখে মেরে * হেক-মতে ছুনরে সেই মারিল দানব॥ উদ্ধার করিল মোরে এই যে মানব * ধর্ম্ম সত্য করি তারে দিয়াছি করার॥ দরশন করার বুয়া তোমার তাহার * যত দুঃখ পাইয়াছে তোমার কারণ॥ শতেক বৎসর কহি না যাবে কহন * তোমার পায়েতে আরজ এই নিবেদন॥ অভাগিরে দয়া করি কর দরশন * আমার খাতির বুয়া তুমি না রাখিলে॥ সত্য ভঙ্গের পাপে আমি দোহিব অনলে * তোমা পরে হত্যা দিয়া সাহা যে মরিবে॥ পুরুষ বধের পাপে তুমি অনলে দোহিবে * চল চল যাই ভগ্নি না করিবা দেরি॥ মোর খাতিরে দেও দেখা তোর পায় ধরি * তোমার সমান রূপ নাহি ধরে কোণে॥ জনম ভরিয়া তারে দেখিনু নয়নে * সেই যে বাদসার সুত এত রূপ ধরে॥ তোমা হইতে শত গুণ দেখিনু নজরে * দেব কি আদম পরী দেখিনু বিস্তর॥ না দেখিনু হেন রূপ ভরিয়া উম্মর * এমন রূপের নাগর দেখে যে কামিনী॥ কাজ লাজ ছাড়ে ফিরে হইয়া উদাসিনী * যেই নারী দেখে রূপ সে হয় পাগল॥ কামে কামাতুরা হইয়া ভাঙ্গে রজমল * এমন রূপের নাগর দেখিতে জুরায়॥ এ বলিয়া মালেকা পড়ে জামালের পায় * সাহাজাদা দরশনে ভগ্নি যদি কর মান॥ সত্য ভঙ্গের সরমেতে তেজিব পরাণ * মালেকার কাকতি দেখি কহেন সুন্দরী॥ কেনেগো মালেকা কর এতেক চাতুরি * তুমি ছোট

আমি বড় এই কি বিহিত ॥ এত ঠাট্টা করিতে কি তোমার উচিত * মনুষ্য হইয়া কেবা জানে মোর নাম ॥ চিত্রেতে দেখিয়া রূপ বিন্ধিয়াছে কাম * কান্দিয়া মালেকা কহে মুছে দোন আখি ॥ ঝুট যদি কহি তবে হইব দোজখি * বদিউজ্জামাল বলে না হবে এমন ॥ ভিন্ন পুরুষেরে আমি না দিব দরশন * আমি হই জাতে পরী সে হয় মানব ॥ পরী আর মানবে প্রেম না হয় সম্ভব * পরী আর মানবে যোগ নহে কোন দিন ॥ কোথা বা আছমান আর কোথা বা জমীন * সিমুলে আগুণে প্রেম নহে কদাচিৎ ॥ ব্যাঘ্র হরিণে কভু না হয় পিরীত * মালেকায় বলেন ভগ্নি কি বড় সঙ্কট ॥ ছোট বড় কোথা থাকে প্রেমের নিকট * প্রেম যোগে বাদসা ফকির এক বরাবর ॥ উচা নিচা ভেদ নাহি বসে একান্তর * সাপলার পুষ্প দেখ পানি মধ্যে ভাসে ॥ রাত্রি যোগে প্রেম রসে চন্দ্র সাথে হাঁসে * কেহু কার আশা হৈতে করিলে নৈরাশ ॥ পরিণামে হয় তার দোজখেতে বাস * সংসার সৃজিল যেবা মালিক সবার ॥ তাহার প্রেমে মজে কোন কাঙ্গালি লাচার * ঐ গরিবের পরে করিয়া রহমত ॥ বেহেস্তে এছা জাগা দিবে আর মোলাকাত * মনুষ্য জাতের প্রতি তুমি নিন্দা কর ॥ দিলেতে ইনছাফ কর কে হইল বড় * মনুষ্য জাতের মধ্যে সব নবী পয়দা ॥ পরী জিন দিয়া নবী না বানাইল খোদা * তোমরা যাহাকে মান সেহবি আদম ॥ কেমনে মনুষ্য জাত জানিলা অধম * পায় ধরি মালেকা বানু কহে জামালেরে ॥ মান গুমান ছাড়ি দেখা দেও মানুষেরে * মৃত্যুগতি আইল সাহা তোমা তোমা বলে ॥ নৈরাশিলে পরী নামে দোহিবা অনলে * রাগেতে বদিউজ্জামাল কহে মালেকারে ॥ না দিব দরশন আমি ভিন্ন পুরুষেরে * কত দিন এখানে রহিতে ছিল মতি ॥ ছাড়িব দোমার দুঃখে এথাকার বসতি * তুমি যে মজিয়া ছিলা দানবের পিরিতে ॥ আমাকে মজাইতে চাও মানবের সাতে * লিখন খবরে আসি তোমাকে দেখিতে ॥ কাবুতে পাইয়া চাও জাতি মজাইতে * তুমি যে মানবের পিরিত ভুল না কখন ॥ আমারে করিতে চাও তোমার মতন * ছিছি মালেকা তোর

নাহিক সরম॥ এখনে ঘরেতে যাব রাখিয়া ভরম * কে কোথায় আশক হইল মোর নাম শুনি॥ এসব বানটি কেবল তোমার গাঁথনি* এত শুনি মালেকায় হইল কাতর॥ ভাবনাতে ভাবিতে আসিল নিন্দ ঘোর * বদিউজ্জামাল পরী পালঙ্গে শুইয়া॥ ছটফট করে মন কামাতুরা হইয়া * লজ্জায় মালেকার বাতে না হইল কবুল॥ নিদ্রা নাহি আসে চক্ষে চিত্ত ব্যাকুল * চক্ষের পানি টলটল পড়ে বুক বাইয়া॥ আপন মনেরে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া *

পঞ্চমপদী * কহিল মালেকা শুন ধনি, গুমানেতে বাক্য নাহি শুনি, বাগানে দেখিনু যারে, যদি না বঞ্চিবা তারে, নিবিবে না চিত্তের আগুনি * মালেকা কহিল ভাল হিত মনেতে বুঝিন বিপরিত, দারুণ মদন বানে, যেই তীর বিন্ধিল প্রাণে, খসিবে না থাকিতে জেন্দেগী * দৈবে মোরে নিছিল বাগানে, যেই রূপ দেখিনু নয়ানে, মালেকায় সঙ্গে ছিল, লাজে ফিরে না চাহিল, বাচেনা প্রান সেরূপ বিহনে * শুনেছিনু মালেকার ঠাই, হেন রূপ ভুবনেতে নাই, সত্য হইল সেই বানি, যে দেখে হারায় প্রাণী, কাম অনলে পুড়ে হয় ছাই* জোলেখা দেখিয়া ইউছফেরে, এস্কেতে দেওানা হইয়া ফিরে, আমার কি সেই দশা, পুরে কি না পুরে আশা, বিধি যদি আশা পুর্ণ করে * কাম অনলে মদনের বেথা, কহিতে বড়ই লাজ কথা, ফোকারিতে নাহি পারি শুনিলে আদম পরি, কলঙ্ক হইবে যথা তথা * মনেতে রহিল এই দুঃখ, ফিরে না চাহিল চাঁন্দ মুখ, উথড়িয়া মনে উঠে, আগুনের চিন্‌গারি ছুটে, বজ্রাঘাতে বিজলি চমক * যে অনল দোহিছে মোর চিতে, না পারিবে কেহু নিবাইতে, না করিব লোক লাজ, সাধিব আপন কাজ, যাব এখন সেরূপ দেখিতে * এ বলিয়া কান্দিয়া অস্থির, বুকে ভাসে নয়নের নীর, আকুল হইয়া মনে, ছাড়ি লাজ ততক্ষণে, ঘর হইতে হইল বাহির *

পয়ার * নিরব হইল সবে নিদ্রায় বেভোল॥ বদিউজ্জামাল হইল কামেতে পাগল * ধীরে২ শয্যা হইতে উঠে বিনোদিনি॥ সাহার রূপ দেখিতে চলে হইয়া উদাসিনি * কামেতে চঞ্চল অতি ফিরে পুষ্পবনে॥ কি করি কি করি বলি সদা উঠে মনে * অর্দ্ধেক

চন্দ্রের পহর ছিল সেই নিশি ॥ নানা বর্ণ পুষ্প সব আছেন বিকসি * ছয়ফল মুল্লুক থাকি নিরালা মন্দিরে ॥ আপনা দুক্ষের গীত গায় ধিরে২ * এমনি গলার সুর কুকিলার সুর যিনি ॥ শুনিয়া পাগল হইল পরী বিনদিনি * আগু বাড়ি উঁকি দিয়া দেখে চন্দ্রমুখি ॥ রূপ দেখে মোহ গেল উলটিল আখি * এক দৃষ্টে চাহি থাকে সাহাজাদা পানে ॥ প্রেমের আগুনের বাণে চড়ি বদনে * আগু হইতে দশ গুণে বাড়ে কাম জ্বালা ॥ কি করি২ মন কামেতে উতালা * মরি২ আহা মরি আহা মরি২ ॥ না দেখিনু হেন রূপ দেব কিবা পরী * না ভঞ্জে এমন নাগর সে কেমন জুবতি ॥ হায় হায় কি করিব কি করিব গতি * বাখানিয়া মালেকায় কহিল খবর ॥ তাহা হৈতে শত গুণ রসের নাগর * হেন রূপ ছাড়ি ঘরে যাইব কেমনে ॥ যে হোক সে হোক আমি যাইব দরশনে * এইমতে নানা মতে ভাবে কত মতে ॥ ভিন্ন পুরুষের সাতে মিলিব কিমতে * যাই যাই করে মনে লাজে নাহি যায় ॥ জানা জানি হইলে লাজ দিবে মালেকায় * ধড়কে২ মন চমকি২ ॥ ডানে বায় পিছু পানে চায়ে চন্দ্রমুখি * কি জানি মালেকা আইসে আড়ে থাইকে দেখে ॥ বড়ই সরম কথা বলিবেক লোকে * সরম খাতিরে ঘরে যাইতে চাই ফিরে ॥ মনে নাহি মানে ফের আইসে ঘুরে২ * লাজ ভয় মনে করি চলিল হাটিয়া ॥ ছামনে না চলে পাও আসে উলটিয়া * যাই২ করে মনে নাহি ফিরে আখি ॥ ঘুমিয়া বেড়ায় যেন পিঞ্জিরার পাখী * ক্ষেমিতে না পারে চিত্ত অধিক চঞ্চল ॥ কামের আগুণে মন হইল পাগল * কামরস উথলিয়া কাঁপে থর থর ॥ সাহাজাদার রূপেতে বিন্ধিল পঞ্চ শর * বেহুশ বেতাব হৈল কাম অগ্নি বাণে ॥ মুর্চ্ছিত হইয়া পরী গিরে পুষ্প বনে * মন্দিরের বাহিরে বান্দু রহিল পড়িয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুক কান্দে নিভর্ষা হইয়া *

ত্রিপদী * নছিবেতে ছিল লেখা, ননি দুধে বিষ মাখা, এই ছিল মোর কর্ম্মের ফল ॥ জ্বলে মরি কাম আগুণে. আর নাহি বুঝে মনে, কাম জোসে অধিক চঞ্চল * বদিউজ্জামাল পরী, বেহুসে বাগানে পড়ি রহিয়াছে হইয়া জনুন ॥ পরীর অঙ্গের খোস বাসে, ফুল ছাড়ি অলি আসে, চতুরভিতে করেন গুণ২ * ভোমরার ভন২

শুনি, সাহা বড় দুক্ষিত মনি, নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঘন২ ॥ আহারে দোন ভোমর, সফল জনম তোর, ফুলের মধু করিলে গ্রহণ * আমার নছিবে নাই, বিচারিনু ঠাই ঠাই, নানা স্থানে পাই কত দুঃখ ॥ মাতা পিতা যার লাগি, হইলেক দেশ তেয়াগ, তবু না পাইল সে মাশুক মালেকা আসিয়া মোরে. কহিল দেলাশা কৈরে. আসিবেক মাশুক তোমার ॥ এক মাসের মেয়াদ ছিল, অদ্য রোজ গত হৈল, না ফিরিল কপাল আমার * ভোমরার গুণ গুণে সাহা, করে সদা আহা আহা, কাম অনলে হৈয়া হুতাশন * কি করিব কোথা যাবে, দর্দ্দমন্দ কেবা হবে, কে করাবে মাশুক দরশন * অনেক দিবস ধরি যাহার তালাস করি, প্রাণ শেষ করিলাম আসি ॥ তাল্লাসিল যেই জনে, না মিলিল এই খানে, নিকলিব হইয়া সন্ন্যাসী * জোসে প্রাণ ফেটে যায়, করে সদা হায় হায়, কাম জ্বালায় হইল অস্থির ॥ কান্দি হইয়া ব্যাকুল, পুছিয়া নয়নের জল, ঘর হৈতে হইল বাহির*

পয়ার * নীরবে ছয়ফল মুল্লুক কান্দে জার২ ॥ এত দুক্ষ লেখা ছিল নছিবে আমার * মালেকায় দিলাশা দিয়া কহিল এমন ॥ এক মাস বাদে পাবা মাশুক দরশন * আজ তক সেই ম্যাদ গত হৈয়া গেল ॥ যত আশা করেছিনু সব মিথ্যা হৈল * এই স্থানে থাকা আর নাহি কোন গুণ ॥ মালেকার দেলাসায় বাড়ে দ্বিগুণ আগুণ * এই দুঃখ হৈতে যদি হইত মরণ ॥ তবেত নিবিয়া যাইত দুঃখের জ্বলন * এই মত বলে আর কান্দি২ হাটে ॥ উপনীত হৈল যাইয়া পরীর নিকটে * আছমানের চন্দ্র যেন গিরিছে জমিনে ॥ ছুরতের জ্যোতে আলো হইছে বাগানে * আগু বাড়ি যাইয়া সাহা দেখে নিরক্ষিয়া ॥ রূপের কামিনী এক রহিছে মহিয়া * অরুণ নয়ান মুন্দি রহিছে যুবতী ॥ পুর্ণিমাসের চাঁন্দ যিনি এয়ছা রূপ জ্যোতিঃ * জামালের রূপের কাছে চাঁন্দের জ্যোতিঃ কালা ॥ উলটি চান্দের জ্যোতিঃ হৈয়াছে উজালা * আকাশে জমিনে চাঁন্দ দেখে দুই খানে ॥ ক্ষণেক জমিনে দেখে ক্ষণে সে আছমানে * দেখিল আকাশে চাঁন্দ আকাশে জড়িত ॥ জমিনে উঠিল চাঁন্দ একি বিপরিত * ক্ষণে বলে হবে বুঝি ফজরের ভানু ॥ নতুবা এমন রূপ হবে কার তনু * লাল ফুল জবা যিনি নাজক বদন ॥ মশালের জ্যোতে যেন বাগিচা রৌশন * ক্ষণে

বলে হবে বুঝি মানিকের মূরতি ॥ তেই এত ঝলমল জোনাকের জ্যোতিঃ * এমন গোলাবী বাস নাজক শরীরে ॥ খোস বাসে ভোমরায় গুণ২ গুঞ্জরে * চতুর্ভিতে ভোমরার ভোন২ রোল ॥ সাহাজাদা দেখে হৈল হুতাশে পাগল * সাহস করিয়া সাহা করে নিরীক্ষণ ॥ ছুরত যুবতী কন্যা ভানুর মতন * সুবর্ণের মূরতি যেন রহিছে মহিয়া॥ পিন্দনের বস্ত্র সব গিয়াছে খসিয়া * কুচমাঙ্গি গুপ্তস্থানে সকল উদলা ॥ সাহাজাদা দেখে হৈল কামেতে উতালা * কাপাইতে যেই ছবি আছিল নকল ॥ তখনে ভুলিয়া গেল দেখিয়া আসল * থর২ কাঁপে হাটু না পারে থামিতে ॥ বায়ু চড়া হৈয়া যেন লাগিল ঘুমিতে * কাপাইতে যেইরূপ দেখিয়া পাগল ॥ মনে বুঝে এই রূপের হইবে নকল* বগলে কাপাই ছিল দেখে নেকালিয়া ॥ নকলে আসলের সাতে গেল যে মিলিয়া * বদিউজ্জামালের রূপ সাহাজাদার মনে ॥ হামে হাল গাথা ছিল জাগন শয়নে * স্বপনের রূপ যেন হইল আস্কার ॥ সাহাজাদা বলে এই মাশুক আমার * থর থর কাঁপে অঙ্গ প্রাণে না ধরায় ॥ অমনি ঢলিয়া পড়ে ধরে ভানুর পায় পুরুষের প্রসনেতে জাগিল যুবতী ॥ যেমন ঔষধের বাসে জিয়ে সর্পঘাতি * কামের কামিনী বানু কামরসে ভুলে ॥ সামটিয়া ধরে বানু সাহাজাদার গলে * নাজক বদনি যবে পুরুষ পরশে ॥ মোর্দ্দা গাছে পত্র মেলে বসন্ত বাতাসে * রস বাসে রস ভোমর উঠিয়া বসিল ॥ রস ভানুর মুখ দেখে ঢলিয়া পড়িল * গোলাব হইতে খোস বাস পরীজাদির মুখে ॥ সুঙ্গাইল পরীজাদি সাহাজাদার নাকে * খোস বাসে সাহাজাদা পাইল চেতন ॥ এক দৃষ্টে জামালের মুখ নিরীক্ষণ * বদিউজ্জামালে দেখি ধরে সামটিয়া ॥ উঠ পিয়া দেখ রূপ নয়ন ভরিয়া * আসনাই পাইয়া সাহা উঠে দড়বড়ি ॥ দেখিয়া সাহার রূপ ঢলিল সুন্দরী * এই মতে দুই জনে হৈল দরশন ॥ এক জন উঠিতে ঢলয় একজন * সাহা বানু এই মতে রসে আলাপন ॥ প্রেম রসে কোলাকোলী রসের মিলন * দেখিয়া কন্যার মতি ছয়ফল মুল্লুক ॥ কোলে তুলি লিয়া বসে মুখে দিয়া মুখ * বুকে বুকে লেপটিয়া ধরিল কন্যার ॥ মুখে মুখ লাগাইয়া কান্দে জার২ * পুরুষের পরশে ধনি পাইল চেতন ॥ চার চক্ষে দেখা দেখি হৈল

দরশন * আপনাকে দেখে বানু সাহাজাদার কোলে ॥ লজ্জায় আপনা মুখ ঢাকিল অঞ্চলে * মুখ ফিরাইয়া কহে সাহাজাদি পরী ॥ মন্দা মন্দা হাসি কহে বচন চাতুরি * তুমি হও ভিন্ন পুরুষ আমি ভিন্ন নারী ॥ কোন লাজে কোলে লেও লাজ সরম ছাড়ি * আমি হৈ পরীর কন্যা তুমিত মানুষ ॥ বেসরম হও তুমি বেলাজা পুরুষ * মোর তাবে আছে যে বহুত পরীগণ ॥ হুকুম করিলে তোমার না রবে জীবন * ইহা না করিয়া করি শাস্তির ফরমান ॥ বেতেজ ছুরিতে তোমার কাটিবেক কান * প্রাণ হরি নিলা বলি কহে সাহাজাদা ॥ মোরদাকে করিতে শাস্তি কে করিবে বাধা * মরাকে করিতে শাস্তি কোন শাস্ত্রে কয় ॥ আগে যে মরিল তার মরণে কি ভয় * দাতা হৈয়া ভিকারিরে নৈরাশ করিতে ॥ লিখিল এমনি বিহিত বল কোন্ শাস্ত্রেতে * তুমি দাতা আমি ভিক্ষুক কাঙ্গালি ফেরার ॥ প্রেম ভিক্ষা দিয়া আশা পুরাও আমার * বরিসার বাদল তুমি আমিত পিয়াসা ॥ কিঞ্চিৎ বরসিলে মোর পূর্ণ হয় আশা * তুমি বড় গাছ আমি ধুপে তাপে মরি ॥ অধমেরে দিয়া ছায়া রাখগো সম্বরি * আমি ক্ষুদ্র মৎস্য মরি শুখাতে গড়াই ॥ তুমিত গম্ভীর নদী দেও মোরে ঠাই * তালেবর লোকের কাছে কাঙ্গাল বসয় ॥ গরিব দেখিয়া ঘৃণা করা মোনাছিব নয় * আমি অধমের প্রতি কর পরিত্রাণ ॥ হাস্য মুখে কহ কথা জুড়াক পরাণ * চতুর্দ্দশ বৎসর দুঃখ করি প্রাণপণ ॥ তাহাতে নিঠুর হওয়া উচিত কেমন * যত দুঃখ পাইয়াছি তোমার কারণ ॥ কিঞ্চিৎ নিবিছে দুঃখ পাইয়া দরশন * এখন তোমার কাছে করি নিবেদন ॥ পিরীতি করিয়া রাখ করিয়া আপন * আমি হীন কাঙ্গালেরে না কর বঞ্চিত ॥ হাস্য মুখে কহ কথা আমার সহিত * বানু বলে আমি পরী তুমিত মানব ॥ তোমার আমার প্রেম কভু না হয় সম্ভব * সাহাবাল পরীর বাদসা সেই মোর পিতা ॥ এই বাত শুনিলে তোমায় না রাখিবে জিতা * না জানি আমারে করে কত অপমান ॥ রাখে বা না রাখে জিতা আমার পরাণ * আর এক বাত বুরা আছে মনুষ্যের ॥ মানুষের পিরীতি কভু না হয় কাজের * মনুষ্যের পিরীতি কভু ওফা নাহি পায় ॥ সত্য ভঙ্গ করি পিছে দুর্গতি ঘটায় * কামের পুরুষ এখন কামেতে মজিবা ॥ সুন্দর কামিনী পাইলে ফিরিয়া যাইবা * যুবা

কালে পিরীতি করে ধরে হাত পায়॥ যৌবন ফুরাইলে শেষে ফিরিয়া না চায়* পাইলা যতেক দুঃখ আমার কারণ॥ এখনে ফিরিয়া যাও পাইলা দরশন* জতেক চাতুরি তুমি করিলা আমারে॥ ক্ষেমিনু সকল দোষ ফিরে যাও ঘরে* জিয়নের আশা যদি থাকেন তোমার॥ তবেত আমার নাম নাহি লিও আর* বানুর নিঠুর কথা সাহাজাদা শুনিয়া॥ কান্দিয়া জমিনে পড়ে আছাড় খাইয়া* লোটন পায়রার মত গড়াগড়ি যায়॥ শুনগো বদিউজ্জামাল ধরি তোর পায়* গলে ছুরি দিয়া মোর করি ডাল খুন॥ একিবারে নিবি জাউক এ দুক্ষের আগুণ* এই মতে কহে সাহা কান্দিয়া বেহাল॥ সাহাজাদার কান্দন দেখি আকুল জামাল* সাহাজাদার বিচ্ছেদ দেখি সাহাজাদী পরী॥ থুইলেন লোক লাজ এক ধার করি* বদিউজ্জামাল পরী কামে উথলিয়া॥ সাহাজাদার গলে ধরি হাসিয়া২* লেপটিয়া বুকে বুকে করেন মিলন॥ মুখে মুখে লাগাইয়া আদরে চুম্বন* মুখে২ বুকে বুকে দোনই মিলিয়া॥ অঙ্গে অঙ্গে মিলি দোন রহিল মিলিয়া* কামাতুরা মতি অতি বিপরীত গতি॥ পুরুষে কামিনী দেখে কামে হয় মতি* কামের সাগরে অতি তরঙ্গ দেখিয়া॥ লাজেতে রহিল সাহা দুই আখি মুদিয়া* কভু নাহি জানে সাহা কাম রস রতি॥ লাজে আখি মুন্দি রহে না ছাড়ে যুবতী* দুধকে ছানিয়া যেমন তুলেছে মাখন। বদিউজ্জামালের তনু মোলাম তেমন* বানুর আসনাইর বাস পাইয়া রসিক॥ আখি মেলি সাহাজাদা চাহে চারি দিক* শরীর কম্পয় জোসে ধরকে পরাণ॥ কি করিব কি করিব না সরে জবান* রস রতি ভঙ্গী যদি ধরিয়া এখন॥ না জানি প্রাণেশ্বরী করেন কেমন* ছয়ফল মুল্লুকে মনে এমনি ভাবিয়া॥ রাজি কি নারাজ বানু দেখি নিরক্ষীয়া* ধরিল বানুর কুচে প্রেম রস রসে॥ সাহাজাদী রসমুখী মুচকিয়া হাসে* ছয়ফল মুল্লুক দেখি খুশী পরে খুশী॥ সরম ত্যাগিয়া ধরে বুকে২ কসি* জড়া জড়ি ঘেসা খেসি ছিড়িল কাঞ্চলী॥ সাহাজাদা বানু দোন রসে মিলা মিলি* ভোমরায় মধু পান করে মন রসে॥ পিয়াসী পাইল পানি অনেক দিবসে* হারা ধন পাইল যেন অনেক

বিচারি ॥ তীরেতে শিকার যেন পাইল শীকারী * কাঙ্গালে পাইল যেন পরশ পাথর ॥ সোন কুইচ বদলে পাইল লাল জাওাহের * সারা দিন ভুকা যেন থাকি রোজাদার ॥ শামে পাইল গোস্ত রুটি করিতে এপ্তার * বাঘেতে পাইল যেমন গোস্ত হরিণের ॥ জোকেতে পাইল যেমন রক্ত মনুষ্যের * এই মতে সাহাজাদা খুশীতে ডুবায় ॥ বানুকে লইয়া কোলে তরঙ্গ খেলায় * বুকে২ মিশা মিশী কাম খেলা জোটে ॥ বানুর কমল ছাতি ধরে দোন মুটে * যেমনে জড়াইয়া ধরে গাছ আর লতে ॥ সিঙ্গার নিকটে জোটে উড়াতে উড়াতে * কামের সাগরে জোসে উথলে দুই জন ॥ কি করিব কি করিব এই সে জপন * সাহাজাদা অতি রসে মাঙ্গে রস রতি ॥ নহে নহে বারে বারে বলেন যুবতী * উহু উহু নহে নহে ছাড় ছাড় মোরে ॥ অবলা কুমারী আমি না ভজ আমারে * সর্ব্বতায় সত্য ভঙ্গ না কর আমার ॥ নহে নহে বিনদিনী বলে বার বার * ছিছি সরমে মরি না ভজ আমারে ॥ দেখ দেখ মালেকা আসিল দেখ ফিরে * সাহাজাদা শুনি বাত চতুরদিকে চায় ॥ আশে পাশে কেহুকে দেখিতে নাহি পায় * কেনেগো প্রিয়সি তুমি আমাকে ভাড়াও ॥ রস রতি দিয়া জান আমাকে বাচাও * চতুরদশ বৎসর যাবৎ লাগিছে পিয়াছ ॥ দেখাইয়া মিষ্ট পানি না কর নৈরাস * হাসে হাসে করে মানা রস বিনদিনা ॥ নাকর নাকর পিয়া মোরে কলঙ্কিনী * বেসরম হইয়া যদি না ডর খোদাকে ॥ আখেরে সরমেন্দা হৈয়া যাইবে দোজখে * পরধারি বিষম কাম করা অনুচিত ॥ আমি কি বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত * বিদ্যায় ফাজিল তুমি সব শাস্ত্র জান ॥ তবে এমন মন্দ কর্ম্ম করিতে চাও কেন * তবু নাহি মানে সাহা কামের জ্বালায় ॥ অঞ্চলে উরাত অঙ্গ ঢাকেন কন্যায় * দোন হাতে ধরে বানু সাহাজা-দার পাও ॥ আজ তুমি ক্ষেম মোরে মোর মাথা খাও * নাকর কলঙ্ক পাপ না কর বদনাম ॥ সহজে সহজে পিয়া সাধ আপন কাম * পাও ধরি বানু বলে আজি মোরে ছাড় ॥ পুরাইব মনের সাধ যত খাইতে পার * তুমিত পিয়াসি আমি মিষ্ট জল নদ্দী ॥ খাইতে ফুরান নাই জনম অবধি * তুমি রস কাগ আমি মধুর বোতল ॥ নয়া

মধু বোতল ভরা করে টল টল * এখন বোতলের কাগ দিতে না উচিত ॥ সহজেতে সাধ নাথ ধর্ম্মের পিরীত * পাপের পিরীতি কভু না হয় কাজের ॥ ধর্ম্মের পিরীতি নহে জেন্দেগী বাহের * ছয়ফল মুল্লুক বলে বুঝেনা মোর মণ ॥ কাম জ্বালার আগুণেতে জলে হৈন খুন * বহুত দিনের পিয়াসা পানির ধারে গিয়া ॥ কেমনে ধরিবে চিত্তে নাহি পানি পিয়া* শৃগাল কুকুরে যদি মৃত গরু পায় ॥ মনেতে সন্তুষ্ট নহে যাবত না খায় * বাঘের ছামনে হইতে ভাগিলে শিকার ॥ কেমনে ক্ষেমিবে বাঘে কর না বিচার * শিকারির হাত হৈতে শিকার ছুটিলে ॥ রোজাদারে শামের এপ্তার না পাইলে * কেমনে কেমনে প্রাণ করে তা সবার ॥ বিবেচনা কর ভানু মনে আপনার * জিতা রোগী ঔষধ না দেয় কবিরাজ ॥ প্রাণ গেলে ঔষধে করিবে কোন কাজ * বানু বলে যেই পুরুষ কামাতুরা অতি ॥ মজিবে দেখিলে পরে সুন্দর যুবতী * তুমিত কামের পুরুষ কামেতে মজিবা ॥ সুন্দর যুবতী পাইলে মোরে না চাহিবা * পুরুষ নিঠুর জাত বড়ই কঠিন ॥ ঘড়িতে দয়ায় রাখে ঘড়িতে কুদিন * কাবুতে যখন থাকে ধরে আসে পায় ॥ হাছিল হইলে কাম চড়েন মাথায় * যুবা কালে পিরিত করে হাতে পায় ধরিয়া ॥ যৌবন ফুরাইলে শেষে না চায় ফিরিয়া * এই মত আছে যত মনষ্যের রিতি ॥ না করি তোমার সাতে বেওফা পিরীতি * এখন ভাবেতে মন মজিছে তোমার ॥ যৌবন ফুরাইলে আদর না রবে আমার * সাড়ির অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া যুবতী ॥ ছল করি বুঝে বানু কেমন পিরীতি * ছয়ফল মুল্লুকে দেখি বানুর চরিত ॥ কান্দিয়া লুটিয়া পড়ে গড়ায় ভূমিত * দারুণ কামে আগুণ সাহিতে না পারি । জেবেতে ডালিয়া হাত নেকালিল ছুরি * হায়রে মেহেন্নত মেরা গেল মিছা কাজে ॥ না রাখিব ছার জীবন সংসারের মাঝে * এছার জিবন রাখি নাহি কোন কাজ ॥ মাশুক বিনে মউত মোর রোগের এলাজ * সাহাজাদার এই হাল দেখি বিনদিনী ॥ শাড়ির অঞ্চলে পুছে দুই চক্ষের পানি* পরি-জাদি বলে যদি না করিব আশনাই ॥ মরিলে এমন পিয়া মোর কপালে ছাই* পুরুষ যদি প্রাণ তেজে নারির কারণে ॥ পুরুষ বধে পাপে নারি

হেন রূপ জগত বিচারিয়া * এই মানব বিনে আমি না ভ[illegible] পতি॥ যে হউক সে হউক পাছে করিব পিরাতি * এই মত কত ভাব ভাবিয়া সুন্দরি॥ হাসিয়া হাসিয়া বানু কেড়ে নিল ছুরি * ছিনাইয়া নিয়া ছুরি দুরে দিল ফেলে॥ বসিলেন রসমুখি পিয়া লইয়া কোলে*

ত্রিপদি॥ ছয়ফল মুলুকের হাল, দেখি বদিউজ্জামাল, বান্দিতে না পারে বানু মন॥ লাজ সকল দুরে ফেলে, প্রাণ পিয়া লিয়া কোলে, মুখে গালে করেন চুম্বন * সাহাজাদার চক্ষের পানি, পরিজাদি ছাহেবানি, পোছে বানু সাড়ির অঞ্চলে॥ না কান্দ না কান্দ আর, তুমি যে আসক আমার, প্রত্যয় হইল মোর দেলে * স্থির কর নিজ মতি, হইব কাজের গতি, আর না হইও উচাটন॥ সাহাজাদার হাত ধরি, বদিউজ্জামাল পরী, কহে কথা পিরিতা বচন * তোমার করুনা বাতে, তীর বিন্ধে কলেজাতে, বুঝি হইলে কামের অগনি॥ মনে লয় এই বেলা, রাই রসে করি খেলা, লোকে শুনে কবে কলঙ্কিনী *

পয়ার * ধীরে২ কহে কন্যা পিরীতি বচন॥ শুন২ প্রাণনাথ মোর দুক্ষ শোন * সরন্দিপে আসিনু মালেকার ভত্ত্ব শুনে॥ বেলা শেষ আসিছিনু ফিরিতে বাগানে * আচম্বিতে তোমা রূপ দেখিয়া নয়ানে॥ এস্কির ফোলাদি তীর বিন্দিল পরাণে* কি করিবে মালেকায় মোর সঙ্গে ছিল॥ লাজ সরম ভয় করে পলাইয়া গেল * তোমাহেন বিষম চোর নাহি কোন জন॥ রূপেতে করিলা চুরি কামিনীর মন * হরিলা আমার প্রাণ রূপ দেখাইয়া॥ মারিলা কামের বাণ অবলা পাইয়া * যখনে তোমার রূপ দেখিয়া নয়ানে॥ তোমা হৈতে শত গুন অনল পরাণে * তোমারে দেখিতে চক্ষু না মারে পলক॥ প্রেমের পিঞ্জিরায় মোরে করিছ আটক * দিয়াছ প্রেমের ফাসি গলায় ঢালিয়া॥ কামের বোতলের মধু পড়ে উথলিয়া * মনে লয় এখন করি দুক্ষ নিবারন॥ শুনিলে পাপিষ্ঠ লোকে করিবে ভৎর্স্বন * আর এক বাতেতে ভাবনা মোর অতি॥ নাজানি পশ্চাতে হয় কেমন দুর্গতি * যত দিন বোতলে মধু থাকে পুরা পুর। ততদিন মর্দ্দের মনে আওরত পিয়ারি * নয়া মধু বোতলের কিছু ক্ষয় হয়॥ সেই নারার সঙ্গে মরদ খোস নাহি রয় * তবে এক বাতেতে কছম কর

যদি ॥ নাছাড়িবা তুমি মোরে জনম অবধি * মোর বিনে অন্য নারী না ভজিবা আর ॥ এই মত কছম করি কহ তিনবার * সাহাজাদা কছম করি কহে এই বাত ॥ তোমার আমার আছে জাবত হায়াত * তোমা বিনা নারী না ভজিব আর ॥ করার খেলাফ করি কছম আল্লার * তুমি যদি মোর তরে অনিষ্ঠ করিবে ॥ এহার সরত কিবা আমাকে কহিবে * পরী বলে শুন পিয়া বচন আমার ॥ কদাচিত না লঙ্ঘিব আমার করার * জেন্দেগীতে আমি তোমার ত্যাগ করিলে ॥ সত্য ভঙ্গের পাপেতে যে দহিব অনলে * এই মতে দুই জনে করার হৈল যদি ॥ সাহাজাদা আগে কথা কহে পরিজাদী * তুমিও করার দিলা না ছাড়িবা মোরে ॥ আমিও আপন সত্যে থাকিব করারে * আমি যে তোমার হেতু তুমিও আমার ॥ তবে কেন করিব যে কলঙ্ক আচার * করহে বিয়ার পন্থ যেমন দস্তুর ॥ পশ্চাতে ভোমরা হও ফুলের মধুর * শুভ কর্ম্ম বিয়া হৈলে তোমার আমার ॥ বুঝিব ফুলের মধু কত খাইতে পার * ছয়ফল মুল্লুক বলে শুন সাহাজাদী ॥ গোপনেতে তোমার আমার হউক সাদি * ধর্ম্ম সাক্ষি রাখি সাদি করি দুই জনে ॥ মনের আরমান মিটিবে এখানে * বানু বলে এইমত ভাল না হইবে ॥ শুনিলে মা, বাপে মোরে খারাবি করিবে * তোমাকে কাটিয়া গোস্ত খিলাবে কাগ চিলে ॥ আমাকে কয়েদ দিয়া রাখিবে জেহেলে * না দেখি তোমার রূপ আমার মরন ॥ মুল্লুকে বদনাম হবে কলঙ্ক ঘোসন * যেরূপে নিবিবে কাম কহি তোমার কাছে ॥ রাখিলে আমার বাত ভাল হবে পাছে * ছয়ফলমুল্লুক খাড়া কহে জোড় হাতে ॥ যে হুকুম করিবে তুমি ধরি হাতে হাতে * কহ২ প্রিয়সী মোর কহ শীঘ্র করি ॥ উঠিব আছমানে যদি পাই তার সিড়ী * যদি কহ তুমি মোরে আগুণে পড়িতে ॥ এখনে গিরিয়া জাব তোমার মহব্বতে * কহগো পিয়সী এখন করিব কি কাম ॥ দের নাহি সহে প্রাণে কহ কামের নাম * বানু বলে শুন কহি কাজের খবর ॥ পিতার মাতা দাদি মোর রজ্জত নগর * রসের রসিক বুড়ি ছবর ভানু নাম ॥ সেই বুড়ির কাছে মোর সাদির পয়গাম * রসিক নাগরি বুড়ি কর্ম্মেতে চালাকি ॥ তুমি যাও বুড়ির কাছে আমি পত্র লেখি * তোমার ছুরত আমার লিখন দেখিবে *

তোমার আমার কর্ম্ম ঘটাইয়া দিবে* দাদি যাইয়া বাবাজিরে কহিবে যেমন॥ সেই কথা বাবা মোর না করে লঙ্ঘন * যাও২ পিয়া তুমি না করিবা দেরি॥ রজ্জত নগরে নাথ যাও এই ঘড়ি * কিন্তু সে দেশের পন্থ বড়ই দুস্কর॥ ব্যাঘ্র গেণ্ডা বালা বিচ্ছু বিষের সাগর * আগুণের পাহাড় কত আগুণের জঙ্গল॥ জঙ্গি হাবসি লোক কত বড়া সে কানল * কুলা কানিয়া লোক কত লোক খায় ধরি॥ আর কত ভয় তাহা বলিতে না পারি * যাও সাহা ছবর ভানু দাদি যাহা কবে॥ তার কথা বাবা মোর কভু না ফেলাবে * ছয়ফল-মুল্লুকে বলে কর্ম্মের লিখন॥ এত কষ্ট পাইয়া হইল দরশন * আর বার কষ্ট পন্থ দেও দেখাইয়া॥ স্বজীবে কেমনে পন্থ যাব নিবরিয়া * বান্নু বলে দুক্ষ করা সুখের কারণ॥ বিনা দুক্ষে নাহি মিলে অমূল্য রতন * সহজ মেহন্নতে যদি পায় কোন ধন॥ কদাচিত্য নাহি জানে তাহার যতন * কোন বাতে পিয়া তুমি না করিবা সন্ধে॥ ছোওার করিয়া দিব দানবের কান্ধে* তোমা প্রতি এসব সঙ্কট না লাগিবে॥ তিন দিনে রজ্জত নগরে নিয়া দিবে * ছয়ফলমুল্লুক কহে ধরে বান্নুর হাত॥ রাখিব তোমার কথা জাবত হায়াত * এইমতে দুইজনে আলাপ বহুতর॥ রাত্র পোহাইয়া গেল হইল ফজর *

ভঙ্গ ত্রিপদী॥ রসে রস মতি, রসে সারা রাতি, রসে২ কহে বাত॥ নাগরী নাগর, নাহতে অন্তর, পোহাইল রস রাত * বহুত দিষসে, অনেক অভ্যেসে, পাইয়াছিল এক নিশি॥ না পুরিল রস ভাঙ্গিল সে রস, দারুণ ফজর আসি * আহারে ফজর, কিলাভ তোর ভাঙ্গি রসিকের রস॥ দয়া হিনা হইয়া, অবলা বধিয়া, পাইল কেমন জস * নাগর নাগরি, রসে আশা করি, কামে কামাতুরা অতি॥ কোন শাস্ত্রে হিত, এমনি বিহিত, পোহাইতে এমন রাতি * আকুল কামিনী, নাজুক বদনী, রসে করে টল টল॥ অতি মনদুক্ষে, কহিল রবিকে, চক্ষের পুড়িয়া জল *

পয়ার॥ আহারে দারুণ রবি কঠিন দিবস॥ তুমি আসি ভঙ্গ কর রসিকের রস * অনেক দিবসে পাইয়া ছিনু এক নিশি॥ হেন রস ভাঙ্গিলা দারুণ রবি আসি * আহারে কঠিন রবি তুই বড় নিঠুর॥ কেনরে করিয়া মেঘ না করিলা ঘোর * রসেতে বিরস করি তার

কিবা ফল ॥ রসে রঙ্গ ভঙ্গ করি বানালি পাগল * কেন এত সকা-
লেতে করিলা দিবস । কলেজায় মারিয়া ছেল কেড়ে নিল রস * এ-
বলিয়া গলে ধরি কান্দে দুইজনে॥ বুঝিল আপ্তাব এখন উঠিবে আছ-
মানে * পুর্ব্বদিকে দেখে যদি রবির প্রকাশ ॥ কহিতে লাগিল বানু
সাহাজাদার পাস * শুনহে প্রাণের নাথ আর এক খবর ॥ বৈকালে
মালেকায় মোরে সাধিল বিস্তর * সেহবি তোমার দুক্ষে কান্দি-
লেন অতি ॥ তোমার সঙ্গে মিলাইতে করিল কাগতি * রাজি না
হইনু আমি মালেকার বাতে ॥ কহিনু নিঠুর কথা সরম লাজেতে *
একে আমি অকুমারি আর জাতে পরী ॥ ভিন্ন পুরুষের দেখা
দিতে নাহি পারি * দেখিলে বেগানা মর্দ্দে না থাকে ভরম ॥ বুঝিনু
মালেকা তোর নাহিক সরম * মনেতে জানিয়াছি তোমার আকৃতি॥
তুমি বুঝি তার সাথে করিছ পিরীতি * জোবন কামের জোস না
পারি রাখিতে ॥ তুমি যাইয়া রঙ্গ কর সে লোকের সাথে * শুনিয়া
মালেকা গেল হইয়া বেজার॥ অভাগি পাগল নাম শুনিয়া তোমার *
বাগানে তোমার রূপ দেখিয়া নজরে ॥ পলক্ষে পলক্ষে চিত্ত বারম
বারম করে * দেখিয়া তোমার রূপ না পারি রহিতে ॥ দেওানা
হইয়া আসি তোমাকে দেখিতে * কিন্তু এই কথা যেন না হয়
প্রচার ॥ এই যে মিলন হৈল তোমার আমার * তোমা বিনে আমি
ঘরে রহিতে না পারি ॥ কেমনে যাইব ঘরে হেন রূপ ছাড়ি *
জেলেখা পাগল হৈল দেখে ইছুফেরে ॥ সেই মত পাগল তুমি
করিলা আমারে * এইমত কহিয়া বানু ধরে সাহার পাও ॥ মিন্নতি
করিয়া বলে মোর মাথা খাও * মালেকারে কহিবা সাধিতে
আর বার ॥ ব্যক্তরূপে দেখা করি তোমার আমার * দেখনা পুর্ব্ব
দিকে হইল ফজর ॥ জাগিলে সহরের লোক সরমের ডর * কান্দে
কান্দে পরিজাদী মহলেতে যায় ॥ চক্ষের পানি পুছে আর ফিরে
ফিরে চায় * ছামনে না চলে পাও যায় ধীরে২ ॥ যাইয়া ঘরেতে
বসে পালঙ্গ উপরে * ছয়ফল মুল্লুকের রূপ না ভুলে মনেতে ॥
বেহানে মালেকা বানু জাগিল নিন্দেতে * দোন হাতে চক্ষু মুখ
মুছিতে মুছিতে ॥ যাইয়া হইল খাড়া জামালের সাক্ষাতে * বসিছে
বদিউজ্জামাল দিল করি ভার ॥ কুরঙ্গ করিয়া মুখ সোগের আকার *

মালেকা চাহিয়া দেখে জামালের পানে ॥ দুই আখি ঢলো মলো রাত্রের জাগনে * বদনে তৃণের দাগ কাপড়েতে ধুলা ॥ চক্ষের কাজল মাখি মুখ গাল কালা * মিসির দাগ ছিল দুই ঠোটের মাঝার ॥ এক জারা নাহি তার চিন্ন ও আকার * কুচ দোন হইয়াছে লঙ্গুর বরণ ॥ তাহাতে নোকের দাগ যেন আচড়ন * বত্রিশ দাঁতের দাগ আছে দুই গালে ॥ চিরনী মাথার চুল রহিছে আউলে * মালেকায় রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে ॥ বুঝি ভগ্নি গিয়াছিলে সাহাজাদার কাছে * রাত্রে বুঝি দুই জনের হইয়াছে মিলন ॥ যত ভেস বদল হইয়াছে একারণ * বুঝিতে মালেকা বানু জামালের মন ॥ জোড় হাতে গলে বস্ত্র করে নিবেদন * শুনগো জামাল ভগ্নি মোর মাথা খাও ॥ এক বার দেখা দিয়া সাহাকে বাচাও * নারীর উপর হত্যা দিয়া পুরুষ মরিলে ॥ পুরুষ বধের পাপে নারী দহিবা অনলে * মোর সত্য ভঙ্গ হৈল খাইব জহর ॥ বুঝি দেখ এই পাপ তোমার উপর * এইমত কান্দে২ কহে মালেকায় ॥ পায় গলে বস্ত্র কান্দে পড়ে জামালের পায় চল চল যাই বহিন রাখ মোর বাত ॥ দুই বহিনে এক সাথে করি মোলাকাত * তোমার দরশন পাইলে বাচে সেই জনা ॥ নহেত মরিয়া যাবে তেজি খানা পিনা * এখন বাচেন সেই মোর দিলাসায় তুমি যে আসিবে তাহা শুনিছে আমায় * যখন দানব মারি আমারে উদ্ধারে ॥ এইমত করার আমি দিছিনু তাহারে * এইবাতে সত্য আমি করিনু তখন ॥ বদিউজ্জামালে তোমায় করাব দরশন * মোর এইসত্য তুমি না কর পালন ॥ তোমার সাক্ষাতে এখন তেজিব জীবন * করার বাহাল জার না থাকে ভবেতে ॥ মরণ বেহেতের তার জিন্দেগী হইতে * কাতরে মালেকা যদি এই মত কহে ॥ ভালা বুরা নাহি কহে হেট ছেরে রহে * হেন কালে আসিলেন মালেকার মায় ॥ বদিউজ্জামালের তরে বহুত বুঝায় * শুনগো বদিউজ্জামাল তুমি আমার ঝি ॥ মায় ঝিয়ে কথা আর বেশী কব কি * মালেকারে হরে নিল দুষ্ট দানবে ॥ দানব মারিয়া উদ্ধার করে এই মানবে * ছোট বহিন মালেকা তোমার দিল এই করার ॥ তার সাথে দরশন করা-ইতে তোমার * এবলিয়া মালেকার মায় ধরে বানুর হাত ॥ আনিয়া বানুর হাত দিলেন মাথাত * আমার মাথার কিরা শুন অগো ঝি ॥

মানবেরে দিলে দেখা ক্ষেতি আছে কি * খিলাইছি স্তনের দুধ বহু আদরিয়া ॥ এবলিয়া কোলে লিল মুখে চুমা দিয়া * মাথায় নিছনি লয় মুছে দোন হাতে ॥ চল চল যাই মাগো মানব দেখিতে * হেন রূপ পুরুষ নাহিক পৃথিবীতে * দিলে না রাখিবা বদি সেরূপ দেখিতে * বদিউজ্জামাল শুনি কহেন মাতাকে ॥ তুমি মোর সঙ্গে চল যাইব দেখিতে * মালেকায় বেজার বড় আমার উপরে ॥ যাব আমি দেখা দিতে তোমার খাতিরে * মুখে কহে ঘোর ফের বড়া খুশী দিলে ॥ মুখেতে করিয়া রাগ মালেকারে বলে * তরজিয়া ডাকিয়া কহে পরি বিনদিনী ॥ মনুষ্য পরিয়ে দেখা তোমার গাতনি * কি কব মালেকা তোমার বুদ্ধির পরিপাটি ॥ এ সব যন্ত্রণা জানি তোমার বানটি * কি করিব না পারিতে তোর ভাইর সাথে ॥ দেখিতে যাইব এখন তোমার মহব্বতে * এবাত মালেকায় শুনি খুশীতে হাঁসিয়া ॥ মাটিতে না লাগে পাও চলেন দৌড়িয়া * যেখানে ছয়ফল মুল্লুক আছেন বাগানে ॥ যাইয়া মালেকা বানু পৌছিল সেখানে * হাঁসি হাঁসি মালেকায় এইমত কয় ॥ তোমার মাশুক তোমায় হইয়াছে সদয় * স্থির কর নিজ মতি না ভাবিও আর ॥ তোমার দরশনে আসে মাশুক তোমার * ছয়ফল মুল্লুক শুনি বড়া খুশী মন ॥ না করে প্রকাশ সাহা নিশির আলাপন * দোন আখি ঢুল মূল রাত্রের জাগনে ॥ মালেকা দেখিয়া বড়া খুশী মনে মনে * পরিজাদী আসি বুঝি রাত্রে কৈল বাস ॥ তেকারণে সাহাজাদা মনেতে উল্লাস * মালেকা চলিয়া যায় একথা কহিয়া ॥ সাহাজাদা বিছায় সয্যা পরিশ্রম করিয়া * পিন্দিল পবিত্র বস্ত্র অঙ্গে আপনার ॥ মাথার জুলুফ চিরা করিল বাহার * বদিউজ্জামাল যেথা করেন সাজন ॥ অল্প অল্প লিখি সে সাজের বিবরণ * আনিয়া গোলাব পানি করায় গোছল ॥ সোণার পুতলা যেছা করেঝলমল * গোছল দেলাইয়া বসায় কুরছির উপরে ॥ সোণার চিরনী দিয়া মাথায় চুল আচড়ে * মাথার চিরনী করে মালেকার জননী ॥ থরে থরে সিতা পাটি করিল চিরনা * বান্দিল বিনট খোপা বেউনি লোটন ॥ সো-নার তারে জাদ ঝোপা মানিকের লটকন * কপালে মানিক পাটি বিচে২ মতি ॥ অন্ধকার রাত্র যেয়ছা বিজলির জ্যোতি * হাতেতে

সোণার চুড়ি আগেতে কাঙ্গন ॥ বাক বাজুবন্দ তার মতির লটকন * কান পরে কর্ণফুল গলে মতি হার ॥ পায় বাক গোল খাড়ু পাও-জেব সোণার * কমরেতে চন্দ্রহার নাকে বোল বোলা ॥ বিচে চুনি দানা লাল জরদ কালা * কপালে বসায় দানা আল্‌তা ও কাজলে ॥ বিচে২ ছফেদা তারায় মত জ্বলে * নয়ানে কাজল রেখি যেমন কামান ॥ দেখিলে রসিক লোকে হারায় জ্ঞান * দন্ত আনারের দানা তার বিচে মিশি ॥ হাসিলে চমক যেছা অন্ধকারের শশী * নাকেতে বোলাক ঝুলে লহরে গাঁথা মতি ॥ ঝোপা বন্দি জ্বলে যেমন জুনি পোকের জ্যোতি * নাক উপর সোণার ফুল মধ্যে টোপ মতি ভোর রাত্রে তারা মত টলটল জ্যোতি * খিন্ন মাজা বাজু দোন বেলন মতন ॥ পাও জানু অতি খুবি চলন খঞ্জন * বুক মাঝে ছাতি দোন জিনিয়া আনার ॥ কুন্দে বানাইছে যেমন ঢেপুয়া সোণার * কুচের আগে কলি দোন যিনি লঙ্গ ফুল ॥ কুন্দি করি বানাইছে হাত পায়ের আঙ্গুল * সোণার পুতুলা যেন শরীর গঠন ॥ তার মত না হইবে আলমাছ কাঞ্চন * যে ছুরত দিয়াছে আল্লা বদিউজ্জামালেরে যেয়াদা রূপ কি বাড়িবে এছার জেওরে * পিন্দিল মেহিন সাড়ি ছবুজ বাহার ॥ লহর জামদানি কাম কারচবি সোণার * পিন্দিল কারচবি সারি মাঞ্জায় কশিয়া ॥ গোলে আনারের রং সুবর্ণের আঙ্গিয়া * হাসিয়ায় বসাইছে গাথিকত চুনিমতি ॥ আন্ধারে চমক যেন জুনি ঝাকের জুতি * উড়িয়া চান্দর ছিরে সর্ব্ব অঙ্গ চাপে ॥ এছাই মিহিন বল্লি অঙ্গ নাহি ছাপে * অঞ্চলে বাদলার কাম করে ঝক মক ॥ বস্ত্র ফুড়ে বাহির হয় রূপের চমক * পরীর বদনের রূপ পোষাক জেওরে ॥ আছমানেতে ভানু যেয়ছা উঠিল ফজরে * করিল নারীর সাজ যেমন উচিত ॥ মনিয়ে দেখিলে পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত * কাপড় করিল তর গোলাব আতরে ॥ খোসবাসে চতুরভিতে ভমরা গুঞ্জরে * বচন কোকিলের যিনি শুনিতে মধুর ॥ তপজপ ছাড়ে মুনি শুনে বানুর সুর * দেব কিবা মনি মস্ত দরবেশ ফকির ॥ দেখিলে জামালের রূপ কামেতে অস্থির * মালেকার মাতা আর মালেকা সুন্দরী ॥ আপনা আপনা খুব সাজ ভেস করি * নবিন বয়েসী দেখি কত সখিয়ানে ॥ জেওর পোষাকে সাজ করি জনে জনে *

বদিউজ্জামাল বানু রাখি মধ্যে খানে॥ আগে পাশে সখিগণ চলিল রঙ্গ মনে * মালেকার মাতা আর মালেকা রসবতি॥ বদি উজ্জামালের সঙ্গে চলে হাতাহাতি * চলিল বদিউজ্জামাল রসেতে ঠমকে॥ পায়েতে কিমখাব জুতি জরি ঝকমক *

রাগ সিন্দুরা ছুটকি॥ জোবন সমপুর্ন, মধু রস মন, চলিল হালি ঢুলি॥ কামে রস মন, কামে উচাটন, রসে রঙ্গে যায় চলে *
রতির আসাসে, প্রেমের আবেশে, চলিল সাহাজাদার পাশে॥ চলে ধিরে পায়, খঞ্জনে বাড়ায়, যুবতির আসে পাশে * মুখ পুন্নি শশী, মন্দ মন্দ হাঁসি, বচন মধুর ধারা॥ নয়ানে কাজল, কপালে হিঙ্গল, মাঝে দুই আখি তারা * রঙ্গের জেওর, রঙ্গিন কাপড়, বুকে ডালিম্ব সোভে॥ খোস বাস বিকসে, মধু পিবার আসে, ঘুমে ভোমরা লোভে * আন্ধারেতে ধুপ, হেন অপরূপ, ভাবকে দেখিয়াছে॥ যে দেখে যে শুনে, ধন্দ লাগে মনে, ভেকা চেকা হইয়াছে *

পয়ার॥ পরিছে মিহিন বস্ত্র অঙ্গ দেখা যার॥ লিলুয়া বাতাসে বস্ত্র হিলায় উড়ায় * হাটিতে বুকের ছাতি করে থর থর॥ হিলিয়া ঢুলিয়া যায় রসিকিনী চোর * ক্ষিণ মাজা জেওরে কাপড়ে এত সোভে॥ থাকুক মনুষ্যের মন মুনি ভুলে লোভে * যার পানে চায় বানু ফিরাই নয়ন॥ সেই দিকে লোকে যেন কাড়ে লয় প্রাণ * যে দেখে মাতওাল মত পড়েন ঘুমিয়া॥ চেতন পাইলে থাকে ভেকা মত হইয়া * হুস আকল নাহি থাকে যেন নিশাখোর॥ মুখের বচন শুনি হয় কামাতুর * যেই দেখে সেই লোকে হায়২ করে॥ মুখে নাহি কহে কিছু হাকিমের ডরে * সাজিয়া সুন্দরীগণ চলে সাথে সাথে॥ চন্দ্র সোভা তারা যেয়ছা সোভে চারি ভিতে * চেরাগ নিকটে যেন লাগে অন্ধকার॥ যত সখি জামালের নিকটে এ আকার * কিবা বুড়া কিবা জওান কিবা সে ছাওাল॥ বানুর রূপের মগন সবে যেমন মাতওাল * অতি রসে চলে বানু সাহ জাদার পাশে॥ মনে মনে কত খুসি মোন্দা মোন্দা হাসে * মাতা সঙ্গে অতি রঙ্গে চলে মালেকায়॥ বদিউজ্জামালের সঙ্গে চলে পায় পায় * এই মতে অতি রঙ্গে চলিল বাগানে॥ উপনিত হইল জাইয়া সাহা যেইখানে * সাহাজাদা বানু যদি হৈল দরশন॥ মুখ

ঠোঁট নাহি লাড়ে নয়ানে বচন * পুর্ব্বের সংবাদ ভেদ কে বুঝিতে পারে ॥ ইসারাতে কহে বুঝে নয়ানের ঠারে * দুইজনে মোকাবিলা হৈল বরাবরি ॥ সরমেতে হেট মাথা লজ্জিত সুন্দরি * সাহাজাদা পুছে বাত না করে উত্তর ॥ যদ্যপি গোপ্তেতে প্রেম লোক লাজ ডর * এত দেখি মালেকার মাতা চলি যায় ॥ এই সমে গুরু জন রইতে না জুয়ায় * মালেকায় তফাত করে যত সখিগণ ॥ কেবল নিরালা ঘরে রহে তিন জন * বদিউজ্জামাল আর ছয়ফলমুল্লুক রহিল মালেকা বানু দেখিতে কৌতুক * নিরব হইল যদি সেইযে মন্দির ॥ অন্য অন্য প্রেম বাটা করে ধীরে ধীর * কেহ কহে কেহ শোনে কেহ চাহি থাকে ॥ মুহিয়া পড়য় কেহ ভুলিয়া আপ-নাকে * কর্পুর তাম্বুল দোহে দেয় দোহার মুখে ॥ ক্ষণে প্রেম আলাপন করে আপনাকে * মালেকায় দোহার উপর চুয়া চন্দন ছিটে ॥ জোসে দোহাকার কামনদী উথলিয়া উঠে * সাহাজাদা উম্মাদ হল প্রাণে নাহি মানে ॥ জামালের পিন্দনের বস্ত্র খোসাইতে টানে * বানুয়ে থামেন বস্ত্র দোন হাতে ধরে ॥ লজ্জিত সাহাজাদা বড় মালেকার তরে * বদিউজ্জামাল কহে হাঁসিয়া হাসিয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুকের তরে চক্ষেতে ঠারিয়া * নিলাজা পুরুষ হও লাজ নাহি ধর ॥ মালেকা তোমার বৈন তারে লাজ কর * এই কথা কহে বানু রস হাসি মুখে ॥ মালেকা সন্তোষ বড় দোহার কৌতুকে * দোন বানু সাহাজাদা রঙ্গে রঙ্গে হাসে ॥ নিদ্রা নাহি গেল কেহ খুশীর আবেসে * মালেকার রঙ্গ মতি দোহার মিলনে ॥ সর্ব্বাঙ্গে হাসেন কন্যা স্বরস বদনে * মালেকায় জামালেরে কোলেতে করিয়া ॥ সাহাজাদার কোলে নিয়া দিল বসাইয়া * হাসিয়া মালেকা বানু ছাপাইল কোনে ॥ লজ্যা ভঙ্গি অতি রসে হাসে দুই জনে * জামাল সাহার গলা ধরে দৃড় করি ॥ চাতকির মত লটকে দোন জড়াজড়ি * লাজ সজ্জা পলাইল দোন কামাতুর ॥ নিশ্বাসেতে মধু পান করে মধুকর * মুখে২ চুমে দোন ধরে গলা গলি ॥ পায়রা পাইরি যেমন মুখে বাটে লালি * খানা পূর্ব্বে আগে লোক মুখে দেয় নুন ॥ রতি পূর্ব্বে অতি মজা মুখেতে চুম্বন * জুবক জুবতি তারা ভজিল দুজনে ॥ রস রতি খেলা মজা কভু নাহি জানে * ভঞ্জনেতে কি লজ্জত দোহে নাহি

বুঝে ॥ নাহি ভঙ্গে দেহে চক্ষু সরম লাজে * চমকি চমকি প্রাণ অঙ্গ থর থর ॥ দোহার রঙ্গমলেতে দোহার বস্ত্র তর * ক্ষণেক সাহাজাদা ধরে বানুর কাপড় ॥ টানিয়া খোসাই ফেলায় করে বে বস্তর * জামালে সাহায় কাপড় টানিয়া খোসায় ॥ রঙ্গে ঢঙ্গে সাহা বানু চাতুরি খেলায় * বিনদিনী কোলে করি সাহাজাদা বসে ॥ সাহাজাদার কোলে বসে বিনদিনী হাসে * গোওাইল সেই নিশি এমত রঙ্গেতে। মালেকার মাতা বিবি আসিল প্রভাতে * সাহাজাদা সাহাজাদি কোলেতে লইয়া ॥ বসিল মালেকার মাতা আনন্দিত হৈয়া * মালেকার মায় কহে বদিউজ্জামালেরে ॥ আপন করিয়া রাখ এই সাহাজাদারে * বদিউজ্জামালে বলে শুন আম্মাজান ॥ রজ্জত নগর আছে এহার সন্ধান * দাদি মোর ছবর ভানু রজ্জত নগরে ॥ এবাত প্রকাশিবে দাদির হুজুরে * মানুষ উপরে দাদি বড় দয়া রাখে ॥ রূপে গুণে দাদি যদি দেখিবে এহাকে * বাপ, আগে বাড়াইয়া কহে যদি দাদি ॥ তবে বুঝি হৈতে পারে উভয়ের সাদি * বাপ, মোর পালন করে মায়ের বচন ॥ যা কহিবে তা করিবে না হবে লঙ্গন * রজ্জত নগরে সাহা জাউক এখন ॥ সম্ভব হইবে বিহা বিধির ঘটন * কহিল মালেকার মাতা সাহাজাদার তরে ॥ না কর বিলম্ব যাও রজ্জত নগরে * ছবরভানু পরীর আগে নেহরা করিলে ॥ হেলায় হইতে পারে হেন লয় দিলে * ছয়ফল মুল্লুক শুনি হইল স্বীকার ॥ রজ্জত নগরে যাব ভরসা আল্লার * বদিউজ্জামাল বানু আশক্ত রূপেতে ॥ আপনা দাদির কাছে লেখে গোপনেতে * সাহাজাদার প্রেম কষ্ট রূপ জাতি কুল ॥ না হইল ভুবনেতে তার সমতুল * তার রূপে মোর মন মজিল পিরিতে ॥ প্রেমের ফাসির ফান্দ লাগিছে গলেতে * মেছেরের আমির নাম ছয়ফল মুল্লুক ॥ তার সাথে মোর সঙ্গে বিহার ছলুক * তারে বিনে পতি আর না ভজিব কারে ॥ বাপ আগে কহি সাদি দেলাইবা মোরে * এহা যদি না করিবা হৈয়া মনযোগী ॥ ভজিব তাহায় আমি জাতি কুল ত্যাগি * এই মত যত ইতি লেখে হকিকত ॥ গোপ্তরূপে দাদিজীকে লেখিলেক খত * ওখানে বদিউজ্জামাল এইকাম করে ॥ ডাকিয়া হুকুম করে এক দানবেরে * ছবরভানু দাদি মোর রজ্জত নগরে ॥ সাহাজাদায় লিয়া

দিবা দাদির হুজুরে * পন্থেতে না পায় দুক্ষ এইমত লিবা ॥ তিন দিনে পৌছাইয়া রসিদ আনিবা * দানব বলেন কাজ সিদ্ধি হৌক তোর ॥ তিনদিনে লিব তারে রজ্জত নগর * কবিকারে কহে আল্লা তুই মেহেরবান ॥ নহে কি আদমে পারে যাইতে পরিস্থান *

ত্রিপদী ॥ ছরফল মুল্লুক শুনে, অনেক ভাবিয়া মনে, চলি যায় ছায়াদের কাছে ॥ আখের পানি ছল ছল, পড়িতেছে টল টল, দুই হাতে চক্ষের পানি পোছে * ধরিয়া ছায়াদের গলে, সাহাজাদা কেন্দে বলে, শোন দোস্ত মোর দুক্ষের বাত ॥ যাই আমি পরিস্থানে যদি বেচে থাকি জানে, তবে আর হবে মোলাকাত ॥ সেই দেশ কঠিন ঠাই, বাচিবার আশা নাই, মরণ সেথা হইলে আমার ॥ তোমার উপরে যদি, করি থাকি কোন বদি, মাফ দিবা ওয়াস্তে আল্লার * মিছির সহর যাই, কৈও মা, বাপের ঠাই, জিন্দা আমি আছি পরিস্থানে ॥ আল্লাতালা ভাল করে, কয়েক দিনের পরে, অভাগীয়া আসিবে মোকানে * এইমত বুঝাইবে, মা, বাপে দিলাসা দিবে নাহি শোনে আমার বিড়ম্বন ॥ মরণের বাত শুইনে, মা ও বাপ দুই জনে, বিষ ভক্ষি তেজিবে জীবন * ছায়াদের এবাত শুনি, ছাড়িয় চক্ষের পানি, গলে ধরি লাগিল কান্দিতে ॥ যাও তুমি নিজ কাজে আল্লাকে শুপিনু তুঝে, আল্লাতালা আনে ছালামতে *

পয়ার ॥ এইমতে দুইজনে বাতচিত করিয়া ॥ ছয়ফল মুল্লুকে গেল বিদায় হইয়া * মালেকার মাতা আর বানু মালেকারে ॥ কান্দিয়া ছয়ফল মুল্লুক কহেন দোহারে * দোস্ত ছায়াদ রহে ঘরে তোমাদের ॥ আল্লার তরফে তারে করিবে মেহের * যদি আমার মরণ হয় পরীর সহরে ॥ দোস্ত ছায়াদ মোর পাঠাবা মিছিরে * দোয়া কর সবে মোরে কহি হউক ফতে ॥ এবলিবা গেল সাহা দানব সাক্ষাতে দিলেতে আল্লার নাম করিয়া এয়াদ ॥ চড়িল দানব কান্দে, না ডরে প্রমাদ * আখি বন্দ কর বলি দানব কহিয়া ॥ নিলক্ষ শূন্যের পরে উঠে উড়া দিয়া * সাহাকে লইয়া দেও চড়িল আকাশে ॥ যেন ভূণ উড়াইয়া তুফান বাতাসে * দেখিতে অপূর্ব্ব দেশ সাহার এরাদা ॥ মনে না ডরিয়া আখি খোলে সাহাজাদা * প্রথমে দাখিল হইল বিষের সাগরে ॥ তার পরে পৌছে যাইয়া আগুণের পাহাড়ে * তার

পরে কুলা কানিয়া দেশ হইল পার॥ তার পরে ছাড়াইয়া হাবেল জঙ্গিবার * তার পরে পার হইল দানবের দেশ ॥ কত রঙ্গ তামাসা দেখিল সবিশেষ * রজ্জত নগরে যাইয়া পৌছে তিনদিনে॥ সাহা জাদারে নামাইল ফুলের বাগানে * রজ্জত কাঞ্চন সব সেই দেশের মাটি॥ হীরামন মানিকের ঘর অতি পরিপাটি * রজ্জত কাঞ্চনের বৃক্ষ রজতের পাত॥ রজতের ফুল ফল ধরিছে তাহাত * আগর চন্দন বৃক্ষ বহুত তথায়॥ হীরামন পাখি কত ডালেতে বেড়ায় * কত রঙ্গের কত পাখি কত সোণার টিয়া॥ পাখির রবেতে খায় পরাণ কাড়িয়া * এসব তামাসা দেখে সাহা ধন্দকার॥ না দেখে এমন ঠাই ভরিয়া সংসার * দানবে সাহারে লিয়া ছবরভান্নুর আগে॥ হাজির করিয়া দিয়া ফারখতি মাগে * বদিউজ্জামাল পরি পাঠায় এ মানবে হাজির রসিদ দেহ আমি যাই এবে * সাহার হাজিরি রসিদ ছবর ভানু দিয়া॥ বিদায় করিল দেও গেলেন চলিয়া * সাহাজাদা পৌছে জবে ভানুর পুরীতে॥ দেখিয়া বুড়ির ঠাট রহে তাজ্জবেতে * সো-ণার ছাইনি চাল বেলওারের থুনি॥ চৌখাট কেওাড় বেড়া আকি-কের গাথনি * ছোনচায় ঝালরে লটকা মানিক আর মতি॥ গাথনি সোণার তারে আগুণের জ্যোতি* সোণার পালঙ্গ খাট ঢকনি মকমল তেলাকারি কাম তাতে করে ঝলমল * উচা এক তক্তপোস সুব-র্ণেতে জড়ি॥ তাহাতে বসিয়া আছে বুড়ি এক সুন্দরী * ছুরতের তারিফ তার নাহি যায় বলা॥ আন্ধারের চান্দ যেন হইয়াছে উজ্জালা বুড়ির নজদিগে গিয়া ছয়ফল মুল্লুকে॥ ছালাম করিয়া খাড়া হইল সমুখে * নজর করিল বুড়ি সাহাজাদার মুখ॥ আচম্বিতে দেখে ধন্দ বিজলি চমক * ভেকাচেকা হইয়া রহে দেখি তার পানে॥ পিছেতে ঠাহরি কহে কটুর বচনে * কহরে মানুষ তুমি আসিলা কিমতে॥ কি জোরে আসিলা তুমি পরীর পুরিতে * ছুরত চেহেরা তোমার তারিফ দেখিয়া॥ ক্ষেমিনু সকল দোষ যাও নিকলিয়া * দেখিয়া তোমার রূপ দয়া লাগে মনে॥ নহেত ভেজিয়া দিত জমের ভুবনে * ছয়ফল মুল্লুকে শুনে পড়ি বুড়ি পায়॥ আপনা দুক্ষের কথা কহে মিষ্ট রায় * আদি অন্ত যত কথা সকলি কহিল॥ শুনিয়া ছবরভানু চিন্তিত হইল * ছবরভানু বলে মুখে না স্বরে আমার॥ বড়ই কঠিন

কর্ম্ম দেখি যে তোমার * আমা হইতে এই কর্ম্ম হওা অসম্ভব ॥ আদম পরীতে বিহা না হয় সম্ভাব * শুনিয়া ছয়ফল মল্লক লাগিল কান্দিতে ॥ ছবরভান্নর পায় পড়ে চাহে জান দিতে * বদিউজ্জামাল পরী ফাকি দিয়া মোরে ॥ পাঠাইয়া দিল মোরে জমের দুয়ারে * পর্ব্বে বুড়ি জানিয়াছে সব বিবরণ॥ পরক্ষিয়া বদিউজ্জামাল লেখিছে লিখন * সত্য কি অসত্য প্রেম পরখি চাহিল ॥ নির্ষ র বচনে কহি মতলব বুঝিল * জানিল সাহাজাদা এই কাজে অতি দড় ॥ করিয়া বহুত মান্ত আদরিল বড় * বহু ভাতি ভাল দিব্ব দিল খাইবার ॥ করিল বহুত মায়া অশেষ প্রকার * বলিল তোমার কর্ম্মে না করিব কম॥ চল এখন যাব দোন গোলেস্তা এরম * বদিউজ্জামাল তোমার বিহার লাগিয়া ॥ সাহাবাল বাদসাকে আমি কব বুঝাইয়া * পুছিল পন্থের দুক্ষ কুলের বৃতান্ত ॥ আওল আখেরে যত কহিল জাবন্ত * শুনিয়া সাহার দুঃখ ছবরভানু বুড়ি ॥ গোলেস্তা এরোমে দোন চলে সেই ঘড়ি * এক দানবের কান্দে বসাইয়া সাহারে ॥ আপনে ছবর ভানু উড়ে শূন্যভরে * গোলেস্তা এরোমে যাইয়া পৌছে একদিনে ॥ নামিল যাইয়া এক ফুলের বাগানে * সাহাজাদা রাখিয়া সেইফুলের বাগানেতে । আপনি চলিল বুড়ি বেটাকে দেখিতে * বলিল এখন সাহা থাক এই বাগে ॥ বাদসার মতলব আমি যাই বুঝি আগে * জাতি কুল প্রেম কষ্ট কহিয়া তোমার ॥ পিছেতে জামালের কথা করিব প্রচার * অনুমতি লই আগে পিছে লিয়া যাব ॥ নহেত বাদ-সার মতি বুঝিতে নারিব * এইমতে কহি সাহা রাখি সেই বাগে ॥ চলি গেল ছবরভানু পুত্রের নজদিগে * সাহাজাদা দেখে বড়া বিচিত্র বাগান ॥ বেহেস্তের বাগান মত করে অনুমান * নানা বৃক্ষ নানা ফুল জড়িত বাগানে ॥ নানা মত অপূর্ব্ব রূপ কভু না দেখিল * এমন পবিত্র স্থান পরীর বসত ॥ কোন কালে স্বপনে না দেখি এর মত * নানা ফুল নানা রূপে পক্ষী সব খায় ॥ প্রাণ কাড়ে লেয় তার শুললিত রায় * নানা বর্ণ পাখী সব ডালে ডালে ডালে ॥ পুষ্প বনে হরিণ চলে পালে২ পালে * তামাসা দেখেন সাহা ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥ আগর গাছের তলে বসিল যাইয়া * দেখেন আগর গাছ অতি দীর্ঘমান ॥ খোসবাসে মহিত খুসিতে রহে জান * পক্ষী সব

করে সেথা নানা বর্ণ রব॥ মধুর লোভে ঘুমিতেছে মধুখোর সব * দক্ষিনা লিলুয়া হাওা মোন্দা মোন্দা ছিল॥ অনিদ্রায় ছিল সাহা নিদ্রায় চাপিল * বৃক্ষের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওা লাগিল বদনে॥ রুমাল বিছাই সাহা সুইল জমিনে * আচম্বিতে কালনিদ্রা হইল অতি ঘোর॥ দৈবের নিবন্ধ কে করিতে পারে দূর * দৈবদসা দুক্ষ যদি হয় উপস্থিত॥ সুসময় বিষম হয় ভালে বিপরীত * অম্রেতে জহর হয় ভাল হয় মন্দ॥ খণ্ডাইতে নাহি পারে নছিবের নিবন্ধ * পুর্ব্বে যেই দানবের বেটাকে মারিয়া॥ মালেকারে আনে ছিল উদ্ধার করিয়া * পুত্রের খবর শুনি দানব দুর্জ্জন॥ তাপিত কোপিত অতি অপমানি মন * কেমনে আদমের জাতে মোর পুত্র মারে॥ এত বড় ক্ষেমবান কে আছে সংসারে * লক্ষ লক্ষ দানব চর ডাকি দুরাচারে॥ পাঠাইয়া দিল সব দেশ দেশান্তরে * যে আমার বেটাকে মারে তারে যেথা পাবে॥ আমার সম্মুখে তারে ধরিয়া আনিবে * জিতা জানে ধরি আন না বধ জানেতে॥ লিব যে বেটার দাদ আপনার হাতে * আমার বেটার বৈরি যে আনিয়া দিব॥ দোহারা জাগীর দিয়া খুব নেওাজিব * রাজার হুকুম পাইয়া অনুচর সব॥ পৃথিবী করিয়া ছানি চলিল দানব * আকাশ পাতাল খিতি করে নিরক্ষণ॥ জলস্থল পাহাড় বন বিচারে ভোবন * গাও সহর বাগান বিচারে যেথা সেথা॥ চল্লিশ দানব আসে সাহাজাদা যেথা* দেখে যে আদম শুইয়ে গাছের নীচেতে॥ আচম্বিতে ডাক দিয়া তুলিল ঘুমেতে * কহরে আদম তোমার কোন দেশে ঘর॥ কি নাম তোমার কেন আছ একাশ্বর * কহিল আমার নাম ছয়ফলমুল্লুক॥ বদিউজ্জামাল পরী আমার মাশুক * মেছের সহরে মোর বাপের বাদসাই॥ মাল মুল্লুক দিছে আল্লা লেখা জোখা নাই * বদিউজ্জামালের রূপ ছবিতে দেখিয়া॥ দেওানা হইয়া আসি দেশ ত্যাগিয়া * ফেরেব করিয়া পুছে বদজাত দানব॥ কেমনে এথাতে তুমি আসিলে মানব * শুনিয়া ছয়ফল মুল্লুক কহে সমাচার॥ যতদুঃখ পাইয়াছি পথের মাঝার * তুফানেতে যতদুঃখ পাইল সায়রে॥ যেমতে দানব মারি মালেকা উদ্ধারে * যেইরূপে মালেকারে সরন্দিপে আনে॥ যেই মতে পৌছিল আসি ছবর ভানর স্থানে * যেই মতে ছবর ভানু আসিল এরোমে॥

এখনে গিয়াছে ভানু ওকালতি কামে * সাহাবাল বাদসার মাতা ছবরভানু নাম ॥ বেটাকে কহিয়া সাদি করাবে আঞ্জাম * শুনিয়া সাহার বাত খুসি দুষ্টগণে ॥ সাবাস সাবাস কহে হাজার বাখানে * যে তারিফ শুনেছিনু ছবর ভানুর মুখে ॥ তাহা হৈতে শত গুণ দেখিলাম চক্ষে * দুষ্টগণে বলে মোরা চাকর বাদসার ॥ পাঠাইল আমাদেরে তোমারে দিবার * মায়ের জবানি শুনি বাদসা বড় খুসি ॥ আগু বাড়ি নিতে তোমায় এথা মোরা আসি * চড়হ আমার কান্দে না করিবে দের ॥ তোমার জন্যে সাহাবাল আছে মস্তেজের * সাহাজাদা জানিল এরা সাহাবালের গণ ॥ চড়িল দানব কান্দে বড়া খুসি মন * সাহাজাদা কান্ধে করি দানব হরিষে ॥ চলিয়া যায় দুষ্টগণ উড়িয়া বাতাসে * সপ্ত দিবা নিশি যায় এক উড়া দিয়া ॥ অষ্ট দিনে নামে এক পাহাড়েতে গিয়া * তথা নিয়া সাহাজাদার বান্দে হাত পায় ॥ ক্রোধ মুখে দুষ্টগণ তর্জ্জন সদায় * বলিল বরবর আদম অতি মতি নাস ॥ লোক না চিনিয়া বাত করিলে প্রকাশ * ভেদ না বুঝিয়া যে খোলে আপন মুখ ॥ সে সবার পশ্চাৎ নছিবে ঘটে দুঃখ * শোনরে নাদান আদম কি বলিব তোরে ॥ আপনার পায়ে হাইটে আইলে জম ঘরে * মালেকারে উদ্ধারিলা মারিয়া দানব ॥ তাহার বাপের চর হই মোরা সব * পুত্রের দাদ উঠাইতে দানব রাজায় ॥ দেশে২ অনুচর বহুতি পাঠায় * মোরা সবে বিচারিতে এখানে অসিন ॥ যদিবা না চিনি তবে বচনে চিনিনু * তোমাকে মারিয়া রাজা লিবে বেটার দাদ ॥ এককালে মিটিবে তোমার যত বিহার সাদ * এই বলিয়া হাতে পায় বান্দিল গলায় ॥ আর বার আকাশে উড়িয়া চৈলে যায় * এত শুনি সাহাজাদা লাগিল কান্দিতে ॥ ছেরেতে বিজলি যেয়ছা পড়ে আচম্বিতে * কতক্ষণ পরে সাহা মন স্থির করে ॥ বিপদে কাতর হৈলে জমে নাহি ছাড়ে * দিলেতে হছরত এই রহিল আমার ॥ বদিউজ্জামালের দেখা না হইল আর বাদসাজাদা নিয়া গেল দানব গোচর ॥ বড় শব্দ হৈয়া গেল ভরিয়া সহর মালেকারে উদ্ধারিল এই যে মানব ॥ সাহস করিয়া ইনি বধিল দানব এই সে পাহাড় নদী তুড়িল সকল ॥ ইনি সে পুরির কন্যা করিল পাগল * ছয়ফল মুল্লুকে নিল দানব সহরে ॥ ধাইল দানব সব

দেখিতে সাহারে * বৃদ্ধ বালা যুবা যত পুরুষ রমণী॥ দেখিতে আনিল সবে অপরূপ শুনি * সাহাজাদার রূপ দেখি পুড়ে সবের মন ॥ সোগে জার জার সবে করেন কান্দন * কেহ বলে প্রাণ দহে এহার লাগিয়া ॥ মারিবে এমন রূপ কেমন করিয়া * কেহ বলে এমন সুন্দর তনু যার ॥ কেমনে উঠিবে হাত করিতে প্রহার * কেহ২ বলে যুক্তি সকলে মিলিয়া ॥ যেমতে পারিব তারে রাখি বাচাইয়া * দানব রাজার পাত্র বড় দয়াবান ॥ সাহাজাদার রূপ দেখি বিদরে পরাণ * মন্ত্রি সনে সব দানব হৈয়া এক বাহাম ॥ যেই মতে বাচে মানব করে সেই কাম * দানব রাজায় যদি দেখিল সাহারে ॥ তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বড় লাগে কহিবারে * দন্ত কড়মড় করে বড়া হাক হাকি ॥ মার ২ ডাক ছাড়ে ঘুমাইয়া আখি * কেনরে পাপিষ্ঠ জাত আদম বেহায়া ॥ মারিলি আমার পুত্র কিসের লাগিয়া * নাকারার খোল যেছা দু আখি গহেরা ॥ গোস্বায় হইল লাল জলন্ত আঙ্গারা * অতি ক্রোধে তাপে ডাক ছাড়ে দুরাচার ॥ নয়ানে বদনে হৈল আগুনের ঝাড় * অতি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেয়ের আকার ॥ গোস্বায় ফুলিয়া হৈল যেমন পাহাড় * ক্ষেণেক ত্রাসিত সাহা ক্ষেণে স্থির মন ॥ নছিবেতে যাহা লেখা না যাবে খণ্ডন * দৈত্তগণ প্রতি রাজা করিল হুকুম ॥ খণ্ডখণ্ড করি কাট এই যে আদম * তিল প্রমান করি গোস্ত নেকাল মানবে ॥ শরবত করিয়া খাও সকল দানবে ॥ সকলেতে লও মোর পুত্র বধের দাদ ॥ তবে সে মিটিয়া যাবে মোর মনের সাদ * রাজার হুকুম পাইয়া দৈত্তগণ সবে ॥ ছুরীহাতে করি আসে কাটিতে মানবে কত দানব ভাবিতেছে দেখিয়া চরিত্র ॥ সোগেতে আকুল তার পাত্র আর মিত্র * এক পাত্রে ভাবি মনে এই যুক্তি করে ॥ জোড় হাতে খাড়া হৈয়া কহিল রাজারে * শোন২ মহারাজ মোর নিবেদন ॥ রহেবা না রহে বাক্য কহি সে বচন * দুস্মন কয়েদ যদি হৈল তোমার হাতে ॥ যখন ইচ্ছা হয় তখন পারিবে মারিতে * প্রাণ শেষ হইলে না হৈল অপমান ॥ সবাকার একদিন মরণ নিদান * অপমান নিত্তি মৃত্যু জানিবা নিশ্চিত ॥ অপমান করিয়া জান মারিতে উচিত এখনে মারিলে তার শাস্তি না হইল ॥ রোজ রোজ দিয়া সাজা মারিলে হয় ভাল * আর এক বাত এহার বড়ই বিষম ॥ বদিউজ্জা-

মালের প্রাণ এই যে আদম * বদিউজ্জামালের বাপ সাহাবাল অধিকারি ॥ তোমা হৈতে সেই বাদসা শতগুণে ভারি * তার হেতু জান দিবে বদিউজ্জামাল ॥ এখনে মারিলে শেষে বাড়িবে জঞ্জাল * বেটির দর্দ্দে সাহাবাল আসিবে এথাত ॥ তোমার সহর দিবে করিয়া গারাত * পরীর লস্কর লিয়া আসিবে লড়িতে ॥ এখনে মারিলে হবে মুস্কিল পশ্চাতে * এখন কয়েদ করি রাখ এ আদম ॥ পশ্চাতে বুঝিয়া তারে করিব হজম * জিনিতে না পারি যদি পরীরাজ সাতে॥ এখনে মারিলে তবে দিবা কোথা হৈতে * জিয়তে যখন ইচ্ছা পারিবা মারিতে ॥ কোন্ জনে কোথা পারে মোর্দ্দা জিলাইতে* এখনে করিয়া বন্দি দেও অপমান ॥ বুঝিয়া পশ্চাতে তার বধিব পরাণ * শুনিয়া দানব রাজা ভাবে মনে মনে ॥ দৈত্তগণে বোলাইয়া কহিল তখনে * অতি ক্রোধে তর্জ্জিয়া বলেন সবাকারে ॥ বন্দী করি রাখ তারে সুড়ঙ্গ মাঝারে * দুই তিন দিনে অল্প দেও খাইবার ॥ অপমানি শাস্তি কর নানান প্রকার * গহেরাতে শত গজ সুড়ঙ্গ হইবে ॥ আন্ধার জেন্দান কুঙায় ডালিল দানবে * লক্ষ লক্ষ নেঘাবান দিল দৈত্যগণ ॥ হুকুম করিল সবায় করিতে তাড়ন * আল্লা যারে নাহি মারে কে মারিতে পারে ॥ আল্লাতালা জারে মারে কে রাখে তাহারে * সাহাজাদা সুড়ঙ্গে থাকি কান্দে জার২ ॥ প্রাণ প্রিয়সি বদিউজ্জামাল না দেখিনু আর * এত কেলেশ দুক্ষকষ্ট তাহা নাহি মনে ॥ কেবল জামালের প্রেমে কান্দে রাত্র দিনে* ক্ষেণে মনে ধেয়ান করি জামালের ছুরত ॥ বেহুসে ঢলিয়া পড়ে মুরদারের মত* দুক্ষে সোগে কান্দিয়া হইল জার জার ॥ আহা প্রিয়সী এত দুক্ষ প্রেমেতে তোমার * ক্ষেনেক ছবর করে ভাবি পরওার ॥ তুমিত গফুর সাঁই আমি উম্মেদওার* মাবুদ মৌজুদ তোর কুদরতের নাহি সীমা ॥ মূরদাকে করহ জিন্দা অপার মহিমা * নুহ পয়গাম্বরে আল্লা বাচাইলে তুফানে ॥ এব্রাহিমে বাচাইলে জলন্ত আগুণে * মাছের পেটে হইতে বাচে ইউনুছ নবী ॥ ছুরীর নিচে হইতে বাচে এছমাইল নবি* কুঙা বিচে ইউছফেরে ডালে দশ ভাই ॥ উদ্ধার করিলা তারে রহম এছাই * আমাকে বাচাবে আল্লা তাতে কি মুস্কিল ॥ কেবল জামালের প্রেমে সদা কান্দে দিল * আর যত কৈল সেবা দুক্ষ

আলাপন ॥ শতেক বৎসর কহি না যাবে কহন *

পয়ার * যখন ছবর ভানু গেল পুত্রস্থানে ॥ সাহাজাদাকে রাখি গেল ফুলের বাগানে * মাতাকে দেখিয়া বাদসা খুশী হৈল বড়া ॥ আদবেতে জোড় হাতে উঠে হৈল খাড়া * বহুত রোজ পরে মাতা আসিলা দেখিতে ॥ দিলেন সোনার কুরছি মাতাকে বসিতে * মা বেটায় আলাপন বসি একান্তরে ॥ ফোরছত বুঝিয়া বুড়ি কহে ধীরে ধীরে * সাহাজাদার হাল যত কহে আদি অন্ত ॥ পন্থের সঙ্কট যত প্রেমের বৃত্তান্ত * দানব বধের কথা রূপ জাতি কুল ॥ হিম্মত মর্দ্দমি যত কহিল সকল * চান্দকে জিনিয়া রূপ এছাই চমক ॥ বদিউজ্জা-মাল তার রূপেতে আসক * একে একে কহে বুড়ি যত বিবরণ ॥ সাহাবাল শুনিয়া বড় খুশী হইল মন * তাজ্জব হইল বাদসা শুনিয়া বাখানি ॥ মানুষ এমনি রূপ কভু নাহি শুনি * এমনি তারিফ যেই আদমের জাতে ॥ তাহাকে গোনিতে হয় দেবগণের সাতে * বদি উজ্জামাল মোর আজল আকুণ্ডারি ॥ বিহা দিতে চাহিছিনু কত সাদ করি * পরীদের মধ্যে যত পুরুষ প্রধান ॥ সবাকার চিত্র দিনু কন্যা বিদ্যমান* তাহাতে না মজে মন এমন কঠিন ॥ পুরুষের মমতা নাহি জানে কোন দিন * আজি কোন্ ভাগ্যফলে এমতি হইল ॥ কেমন পুরুষ দেইখে মন মজাইল * আজল আকুণ্ডারি বেটি চিনিল হুকুম ॥ এত দিনে বুঝিয়াছে সোয়ামীর মরম * বুঝিনু কন্যার মতি লয় মোর মনে ॥ চিত্ত তার মজি আছয়ে যে কারণে* জাতি কুল ছুরত দেখিয়া সুগঠন ॥ বয়েস তরুণ৷ দেইখে মজি গেছে মন * তোমার কথাতে মাতা আমার উল্লাশ ॥ আল্লাতালা পুরা করে দোহানের আশ * হাঁসি হাঁসি সাহাবাল বলে মায়ের ঠাই ॥ সেতাবি আনগো তোমার নাতিনী জামাই * বুড়ি বলে সাতে করি না আনিনু তারে ॥ রাখি আইনু সাহাজাদা বাগান মাঝারে * না আনিনু সঙ্গে করি ভাবিয়ে বিষম ॥ কি জানি বেজার হও দেখিয়া আদম * বাদসা বলে মাতা তুমি মুরব্বি আমার ॥ আমার বেটির বিয়া তোমার এক্তেয়ার * তো-মার জবানি মাতা শুনিনু জাহাতক ॥ এমন আদমে বেটি দিতে নাহি সক * বাদসা বলে মাতা তুমি কি কাজ করিলা ॥ বাগানেতে সাহা-জাদা একেলা রাখিলা * এই কথা মোর মনে উঠে ঘন ঘন ॥ এমন

লোকের পাছে বহুত দুষ্মন * পরী দানবের দৃষ্টি আদম উপরে ॥ একাকি পাইলে তারে কেহু নাহি ছাড়ে * আল্লাতালার রহেম হউক তার পর ॥ কার্য্য সিদ্ধি হউক আর দারাজ ওম্মর *. শীঘ্র লোক ভেজি দেও ফুলের বাগানে ॥ আনগো বাদসার বেটা আমার মোকানে * বুড়ি চল্লিশ পরী পাঠায় তুরিত ॥ আন জাইয়া সাহাজাদা বাদসার পুরিত * পাইয়া বুড়ির হুকুম চলে পরী গণে ॥ প্রতিস্থানে সাতবার বিচারে বাগানে * না পাইল সাহাজাদা বহুত বিচারি ॥ জাইয়া খবর দিল যেথা ছিল বুড়ি * খবর শুনিয়া বদ ছবর ভানু বুড়ি ॥ সাহাজাদার তালাসে চলিল দৌড়াদৌড়ি * শতেক সহস্র পরী সাতে করি লিয়া ॥ প্রতি স্থানে বনে বনে চাহে বিচারিয়া * পাতায় পাতায় বিচারিয়া বন করি ভাগ ॥ না থাকিলে কোথায় বিচারিয়া পায় লাগ* সাহাজাদা না পাইয়া বুড়ি কান্দিয়া কাতর ॥ যারে দেখে তারে পুছে সাহার খবর * যাহাকে সমুখে দেখে পুছে বিবরণ ॥ কেহ না কহিতে পারে আদম কেমন * হেনকালে আসিলেক আর এক পরী ॥ সেই পরীর কাছে কথা জিজ্ঞাসিল বুড়ি * আদম ফরজন্দ এক বাগানেতে ছিল ॥ তুমি কিছু জান সেই আদম কোথা গেলা* পরী বলে চিনি নাহি সে আদম কেমন ॥ কিন্তু দানবেরা ধরি নিছে একজন* জলন্ত কাফালে থাকে সেসব দানব॥ চল্লিশ দানবে ধরি নিছে সে মানব* শুনিয়া ছবরভানু হইল চমকিত॥ ছেরেতে বিজলি জেয়ছা পড়ে আচম্বিত * যে দানবের পুত্র মারি মালেকা উদ্ধারে বুঝি সেই দানবের লোকে ধরি নিছে তারে* এই বাত কহিয়া বুড়ি ছিরে মারে হাত ॥ কান্দি২ যায় বুড়ি বেটার সাক্ষাত * বাদসা মাতাকে দেখি করেন জিজ্ঞাসা ॥ কহ২ আম্মাজান কি হইল দশা *কান্দে কান্দে কহে বুড়ি বেটার হাত ধরি ॥ বাগিচা হইতে তারে দেয় নিল হরি * সেই দানবে মারি সাহা মালেকা উদ্ধারে ॥ সে সব দানবের গণে ধরি নিছে তারে* মৃত্যু হইতে অপমান মরণে তাহার॥ এত দুক্ষ পাইল আসি সহরে তোমার * এখনে উচিত বাবা করিতে তালাস॥ তারে না পাইলে আমি হইনু হুতাস * অপমান কুলখ্যাতি হইল সংসারে॥ মরিবে বদিউজ্জামাল নাপাইলে তারে * সাহাবালে বলে আম্মা না ভাবিও আর ॥ এই ঘড়ি যাব আমি তালাসে তাহার

বাদসা বলে কর সাজ আছ যত পরি ॥ দানব মারিয়া সাহা আনিব উদ্ধারি * থর থর কাপে বাদসা কহে এই বাত ॥ দানব পাহাড় দিব করিয়া গারত * এই সে কলঙ্ক মোর রহিল জাহানে ॥ মোর পানায় আসি সাহা মরিল পরাণে * বড় অপমান দুঃখ না পারি সহিতে ॥ দেখাইব কোন মুখ লোকের সাক্ষাতে * সরন্দিপে পৌছে যদি এ সব খবর ॥ শুনিলে বদিউজ্জামাল খাইবে জহর * এসব দারুণ দুক্ষ কেমনে সহিব ॥ দোয়া কর আম্মা আমি লড়িতে যাইব * লড়াই করিয়া সাহা না করি উদ্ধার ॥ জেন্দেগী বাসদাই মোর সকল অসার * সজীবে না পাই যদি সাহাজাদার তরে ॥ সবংশ দানব যত দিব জম ঘরে * এই কার্য্য না করিলে রহিবে ঘোসনা ॥ যাবত জিন্দেগা মোর জিয়ন্তে মরণা * যবতক কন্যা মোর তত্ত নাহি পায় ॥ এহার আগে লড়াইতে যাইতে জুয়ায় * বাদসা হুকুম করে লস্কর সাজিতে ॥ চলহে কমর বান্দি লড়াই করিতে * দেও দানব পরী যত বাদসার লস্কর ॥ সাজিল জঙ্গের সাজ বান্দিয়া কমর * বদিউজ্জামাল সেথা বড় উচাটন ॥ ছটফট করে মন পাগল লক্ষণ * ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে বসে ক্ষেনে চাহে পথে ॥ ক্ষেনেক মালেকার সাথে যায় বাগানেতে* কাজের বিলম্ব দেখে হইয়া ফাপর ॥ চলিয়া আসিল বানু আপনার ঘর * ছবর ভানু দাদিকে লাগিস পুছিতে ॥ কহিল আপন কথা হাসিতে২ * কহ২ দাদি বুড়ি সাহাজাদা কোথায় ॥ কি করিলা কি হইল কামের উপায় * চিন্তিত হইয়া বুড়ি কিছু নাহি কয় ॥ দেখিয়া কন্যার মুখ হেট ছিরে রয় * মুখে নাহি স্বরে কথা কি কহিব বানি। দুই আখি ছল২ ধারে পড়ে পানি * সাহাজাদি বলে কেন না কহ বচন ॥ বুঝিনু নছিবে মোর ঘটিছে বিরম্বন * চমকি বুকেতে হাত কান্দিতে কান্দিতে ॥ কহ২ বলি দাদি লাগিল মুছিতে * কান্দিয়া ছবরভানু কিঞ্চিত কহিল ॥ শুনামাত্র অচেতন ভুমেতে পড়িল * এক দিবা একরাত্র ছিল অচেতন ॥ জানিল জামালের থরে নাহিক জীবন বাদসা বেগম দোন এই বাত শুনি ॥ দড়বড়ি দৌড়ে আসে চক্ষে বহে পানি * বদিউজ্জামালের মাতায় দেইখে বেটির হাল ॥ কোলে তুলে লিয়া তার চুমে দুই গাল * চেতন না পায় বানু পড়ে ঢলি২ ॥ চিকড়িয়া কান্দে মায় জাদু জাদু বলি * ছেরে বুকে হাত মারে

বলে হায় হায় ॥ বাদসা বেহুনে পড়ে মোর্দ্দারের প্রায় * বাদসা বেগম কান্দে হইয়া আকুল ॥ বদিউজ্জামালের সোগে, কান্দে সব দল * বহুত প্রকারে দেখে না হয় চেতন ॥ চিকড়িয়া গড়াগড়ি সবার কান্দন *

ত্রিপদী ॥ ছবর ভানুর বাণী, বদিউজ্জামাল শুনি, মহিয়া পরয় আচম্বিতে ॥ পুছয়ে সকল লোকে, কি হৈল কি হৈল তাকে, কান্দয় বেড়িয়া চারি ভিতে* মাতা পিতা বেটির সোগে, কি হৈল কি হৈল তাকে, কান্দিয়া হইল জারজার ॥ কেহ বলে মহা বাইউ, কেহ বলে নাহি আইউ, কেহ বলে অচিনা আচার * জামালের পায় ধরি, কান্দেন সকল পরি, কান্দে আর যত পুরবাসী॥ জননী লইয়া কোলে কান্দিয়া কান্দিয়া বলে, রাহুতে গ্রাসিল পুর্ণশশী * তত্ত্ব কেহ নাহি জানে, হেন হৈল কি কারণে, কি হৈল কি হৈল হুলাস্তুল ॥ কন্যা কিছু নাহি শুনে, কেবা কান্দে কোনখানে, বড় শব্দ কান্দনের রোল * কান্দেন ছবরভানু, সোগে জারজার তনু, কহিতে মুখেতে নাহি স্বরে ॥ জানে সব মর্ম্ম কথা, কহিতে লাগয় ব্যাথা, কলেজা ছেদিছে বিষ তিরে * ছবর ভানু কহে বানি, মুছিয়া চক্ষের পানি, শুন পুত্র আমার বচন ॥ কন্যা যে পাগল মতি, হইয়াছে মৃত্যুগতি, সাহাজাদার সোগে অচেতন * পুছে মুঝে সমাচার, না দিনু উত্তর তার, কি বলিব মুখে নাহি স্বরে॥ কহিনু কিঞ্চিৎ বাত, বুঝিল আকার সাত, অচেতনে মূর্চ্ছাঘাতে পড়ে * সাহাজাদার প্রেমবাণে, বিন্দিল কন্যার প্রাণে, দোহার প্রেম সমানে সমান * সাহাজাদায় না পায় যদি, জান দিবে সাহাজাদি, কহি বাবা তোমা বিদ্যমান * মায়ের বচন শুনি, বাদসা কহেন বানি, বল মাতা কি করিব হিত ॥ জিয়ে বা না জিয়ে সতি, করিব কেমন গতি, তত্ত্ব জানি করিতে উচিত * বুড়ি বলে জিয়ে সতি, সোগেতে মূর্চ্ছিত অতি, সাহাজাদার সোগে অচেতন ॥ ডাকি কহ বারে বার, আইসেছে পিয়া তোমার, মরা ঘটে বসিবে জীবন * কহ বাত সবে মিলি, দেখ বানু চক্ষু খুলি, কহি মোরা প্রতিজ্ঞা বচন ॥ উঠ২ গুণবতী, আসিছে তোমার পতি, দেখ বানু খুলিয়া নয়ন * সবে মিলি এই বলে, চাহ তুমি মাথা তুলে, দেখগো তোমার প্রাণনাথ ॥ কেহ বলে ঐ আসে, কেহ বলে

এথা বৈসে, উষ্কা স্বরে কহে এই বাত * এক দিবা এক রাত, আছিল এমন ভাত, মোৰ্দ্দা মত হৈয়া অচেতন ॥ সাহাজাদা আসে বলি, কন্যা শোনে হুলস্থলি, মরা যেন পাইল জীবন * মেলিয়া কমল আখি, কান্দি বলে চন্দ্রমুখী, কহ কোথা প্রাণনাথ মোর ॥ সুধা তনু থুইয়া এথা, প্রাণ মোর গেল কোথা, জীবন হরিল কোন্ চোর * বাদসা বলে শুন বেটি, প্রতিজ্ঞা করিনু খাটি, সত্য করি বলি যে তোমারে ॥ মারিব দানব রাজ, সাধিব আপন কাজ, আনি দিব বাদসার বেটারে * না যাই তোমার কাজে, যাইব দোজখ মাঝে, আকবতে হৈয়ে গুনাগার ॥ কার্য্য সিদ্ধি নাহি করি, ঘরে না আসিব ফিরি, এই বাতে প্রতিজ্ঞা আমার * তোমার কাজের পিছে, বাদসাই করিয়া মিছে, যাই আমি করিতে লড়াই ॥ না লড়িয়া খানা পিনা, যদি খাই এক দানা, ছোলেমান নবার দোহাই* না যাই তোমার কামে, যাব তবে জাহান্নামে, চিরকাল হবে তাতে বাস ॥ এখনে লড়িতে যাব, সাহাজাদা আনি দিব, সবংশ দানব করি নাশ * কান্দে কান্দে বানু বলে, যাও বাবা শীঘ্র চলে, আনি দেও মোর প্রাণপিয়া ॥ যাবত না আস তুমি, কিছু না খাইব আমি, থাকিব যে পথ নেহারিয়া * যদি বাইচে থাকে পিয়া, আমিহ থাকিব জিয়া, নিরক্ষিয়া রাস্তা বরাবর ॥ যদি মারি থাকে তাকে, মরিব তাহার সোগে, গলে দিব ফোলাদি খঞ্জর * বেটির করুনা শুনি, বাদসা করিল ছানি, চতুরঙ্গ দস করি সাজ ॥ আকাশ পাতাল ভরি, সাজিল মুল্লুক জুড়ি, চলিল মারিতে দেওরাজ * দেও পরী ও রাক্ষস জঙ্গি লোক করি বস, এই মতে চলে সাহাবাল ॥ নাকারায় মারিল কাঠি, টলমল করে মাটি, কাপিতেছে যেমন ভুইচাল * লোকের পঞ্জের ভার, কাঁপেক পৰ্ব্বত পাহাড়, আকাশ পাতাল সে কম্পিত ॥ সৰ্ব্বলোকে লাগে ধন্দ, করে সবে এই পছন্দ, বুঝি কেরামত উপস্থিত * চন্দ্র সুর্য্য অস্ত যায়, তারাগণে লজ্জা পায়, দুনিয়া কম্পয় থরথর ॥ এয়ছাই কুদিয়া ছুটে, দর্পনে পাহাড় টুটে, ছোরমা এয়ছা হইল পাথর * জঙ্গলি জানওার যত, বাঘ ভাল্লুক গেণ্ডা কত, ত্রাসেতে ভাগিয়া সবে ছাপে ॥ যেমন তুফান ছুটে, দরিয়ার লহর উঠে, পাতালে বাসকি ডরে কাঁপে * আড়ে

দিগে বিশ রোজ. জুড়িয়া চলিল ফউজ, এই আন্দাজ লোক চলে সাথে ॥ বিচেতে সরিসা ছাড়ে. জমিতে নাহিক পড়ে, পিসা যায় লোকের ঘেসাতে * এইমতে সাহাবাল, দুই আখি করি লাল যায় মর্দ্দ দানব মারিতে ॥ বদিলজ্জামাল পরী, সদায় পিয়া পিয়া করি, দিবা রাত্রি লাগিল কান্দিতে *

পয়ার ॥ দানব মারিতে যদি গেলেন সাহাবাল ॥ পন্থ নিরক্ষিয়া কান্দে বদিউজ্জামাল * আহারে দারুণ বিধি, তুই বড় নিদয়া ॥ কিঞ্চিৎ নাহিক তোর দিলে দর্দ্দ মায়া * আহারে দারুণ কর্ম্ম নছিবে দুর্গতি ॥ আহারে বিফল জন্ম রমণীর জাতি * আহারে প্রাণের নাথ প্রেম রসের ফান্দ ॥ আহারে সুন্দর রূপ পূর্ণিমাসী চান্দ * আহারে সুন্দর মুখ রূপের চটক ॥ আহারে মুখের হাঁসি বিজলী চমক * আহারে নিঠুর বিধি কেন হৈলে বৈরী ॥ কি ফল হইল তোর নারী রাড়ি করি * আহারে কেমন বিচার নারী রাড়ি ধর্ম্ম ॥ আহা বিধি এই ছিল নছিবের কর্ম্ম * আহা২ কত বৎসর দুঃখ কষ্ট ভার ॥ আহা সেই রাত্রি দুঃখ খণ্ডিল তাহার * আহা আহা সেই নিশি গোপ্ত দরশন । আহা সেই প্রেম বাটা বক্তের মিলন * আহা বিধি কেন কর এত বিরম্বন ॥ আহা দুঃখ কেন মোর ধরেতে জীবন * আহারে যৌবন মোর যায় মিছা কাজে ॥ আহা প্রাণ কেন তুমি থাক ধড় মাঝে * না জানি প্রাণের পিয়া হৈল কোন গতি ॥ আহারে দারুণ দুষ্ট দানব দুর্ম্মতি * কি হৈল২ মোর প্রাণের দুর্ল্লভ ॥ কি হৈল২ মোর নিদানের বান্ধব * কি হৈল ২ মোর কাড়ি নিল প্রাণ ॥ কি কৈল কি কৈল দুষ্টে মারে মোর জান * কি কৈল২ মোর অমূল্য রতন ॥ কি কৈল২ মোর ধরের জীবন * কি কৈল২ মোর জেন্দেগীর বাস ॥ কি কৈল২ মোর রঙ্গের উল্লাস * কি কৈল২ মোর ভুকের ভক্ষণ ॥ কি কৈল২ মোর গ্রীষ্মের পবন * কি কৈল২ মোর নিশিকালের রঙ্গ ॥ কি কৈল২ মোর রঙ্গে দিয়া ভঙ্গ * কি কৈল২ মোর কানের কর্ণফুলী ॥ কি কৈল ২ মোর চক্ষের পুতলী * কি কৈল২ মোর মধুর ভাণ্ডার ॥ কি হৈল কি হৈল মোর জোটের খেলওাড় * ছবর ভানুর পায়ে কান্দি কান্দি পড়ে ॥ কান্দি কান্দি দুই হাত কপালেতে মারে * কহ কহ দাদি মোর মাথা খাও ॥ কোথাগেল মোর প্রাণ আমাকে বাঁতাও * কোথা

গেল২ মোর প্রাণ প্রিয়া ॥ কোথা গেল২ মোরে পাসরিয়া * কোথাগেল২ কেজানে উদ্দেশ ॥ কোথাগেল কোথাগেল গেল কোন দেশ * কোথা গেল২ নিল কোন চোরে ॥ কোথা গেল২ তেয়াগিয়া মোরে * কোথা গেল২ আমাকে পাসরি ॥ কোথা গেল২ নারী বধ করি * কোথা গেল২ কি হৈল না জানি ॥ কোথা গেল২ তত্ত্ব দেও আনি * কোথা গেল২ বল সেই কথা ॥ যেখানে গিয়াছে নাথ আমি যাব তথা * কোথা গেল২ কহ অগো দাদি ॥ বিচারিব পাহাড় বন জল স্থল নদী * কোথা গেল২ দেও দেখাইয়া ॥ যথা গেছে বিচারিয়া আনিব ঢুড়িয়া * কি হৈল২ মোর প্রাণের পতি ॥ কেন বিধি কর মোরে এতেক দুরগতি * কি হৈল২ মোর অগ্নির শীতল ॥ কি হৈল কি হৈল মোর আনন্দ মঙ্গল * কি হৈল কি হৈল মোর রঙ্গের পোষাক ॥ কি হৈল কে নিবাইল ফানুসের চেরাগ * কি হৈল কেবা নিল হার গজমতি ॥ কি হৈল কি হৈল নয়াণের জ্যোতি * কি হইল২ ফুলের ভোমর ॥ কি হইল২ যৌবনের চোর * কি হইল কি হইল পরনের গহেনা ॥ কি হইল কি হইল ছামনের আয়না * কে নিল কে নিল মোর ধড়ের পরাণ ॥ কে নিল কে নিল মোর রঙ্গের ছামান * কে নিল কে নিল মোর নিশিরাত্রের সাতি ॥ কে নিল কে নিল মোর আন্ধারের বাতি * কে নিল কে নিল মোর কমলের অলি ॥ কেনিল কেনিল মোর রূপের মুরলী * কেনিল কে নিল মোর জসনের জসিক ॥ কে নিল কে নিল মোর রসের রসিক * কে নিল কে নিল মোর ধুপ কালের ছায়া ॥ কে নিল কে নিল মোর নয়া বাগের মেওা * কে নিল২ মোর কস্তুরী কাফুর ॥ কে নিল কে নিল মোর শিরের সিন্দুর * কে নিল কে নিল মোর নয়াণের কাজল ॥ কে নিল কে নিল মোর নয়া বাগের ফল * এইমতে সেইমতে কহে নানা মতে ॥ পুছিতে লাগিল বানু কান্দিতে২ * যারে দেখে তার পায় পড়েন কান্দিয়া ॥ জমিনে লুটিয়া কান্দে বিলাপ করিয়া * কি কহিব কে জানে দারুন দুক্ষের কথা ॥ এই দুক্ষের যেই দুক্ষি সেই বুঝে ব্যথা * কেমনে পাইল লাগ দারুন দানব ॥ কেমনে হরিল মোর প্রাণের দুল্লভ * আছাড় কাছাড় খায় কান্দেন চিকড়ী ॥ কান্দে২ কহে দাদির দোন পায় ধরি * কেমনে ধরিয়া নিল ছলিয়া পিয়ারে ॥

কেমনগো রাখিয়া আইলা বাগান মাঝারে * কেমনে আছিল জানি হই একাশ্বর ॥ কেমবা দানবে নিতে না দিল উত্তর *. কেমনে মহিনী করি ভুলাইল মন ॥ হাকিমের দোহাই নাহি দিল কি কারণ * কেমনে বান্ধিল জানি নাজুক বদনে ॥ নাজানি কেমন দুক্ষ দিল দুষ্টগণে * কেমনে রহিব ঘরে আমি অভাগিনী ॥ আছে কি না আছে তত্য কেবা দিবে আনি * কেনরে দারুণ আখি দেখিল যে জন্ম ॥ কেনরে পাপিষ্ঠ প্রেমে মজাইলি মন * কেনরে মজিলি মন তিলেক দরশনে ॥ কেনরে জালাই মার জলন্ত আগুনে * এহিত প্রেমের আগুন দহে মোর চিত্তে ॥ না জানি কেমন কষ্টে আছে প্রাণ নাথে * আমি অভাগির প্রাণ করেন এমন ॥ আমা হৈতে দশগুন পীয়ার জলন * একে ভয়ঙ্কার আর প্রেম অগ্নি জালা ॥ আর জানি দুষ্টগণে দেয় কত কসেল্লা * খানা পিনা নানা দুক্ষ আজার করিবে ॥ নাজুক বদনে নাথ কতেক সহিবে * ধার্ম্মিক মুনিষ্য আল্লা দিলা এত দুক্ষ ॥ তান হেতু কেন আল্লা হইল বৈমুখ * প্রেম কষ্টে কত কত পাইছে আজাব ॥ তারে ফের দুক্ষ দিয়া তোর কিবা লাভ *

পঞ্চপদী ॥ তুমি বারি দয়ার সাগর, দয়া রাখ বান্দার উপর, যদি করি থাকি পাপ, রহমতে কর মাফ, ছালামতে রাখ সেই নর * দুষ্ট দানব কমজাত, ধরি নিল মোর প্রাণ নাথ, সেই দানবের হাতে বাচাইবে নেকজাতে, বাড়াইয়া তাহার হায়াত * ফাসিয়া সে আসকের জালে, কত্ত কত দুক্ষ সে পাইলে, পাইল বহুত জালা, তবু দয়া না করিলা, এখন তারে রাখিবা কুসলে * এইমতে করে মোনাজাত কান্দে ২ আল্লার দরগাত, তুমি বারি রহমান, রহম করম শান, তুমি বিনে কে করে নাজাত * এইমতে কান্দে২ বলে, জারে দেখে ধরে তার গলে, কখন ভুমিতে পড়ে, ছিরে বুকে হাত মারে, বদন ভিজিল আখের জলে * চিকড়িয়া কান্দে রাত দিন, নাই কিছু আরাম চইন, খান পিনা নাহি খায়, করে সদা হায় হায়,কহে কবি গুনাগার অধীন*

পয়ার ॥ কান্দে ২ কহে বানু সখিগণ সনে ॥ একাল জোবন ধর রাখিব কেমনে * পীয়া বিনে নারীর জোবন অকারণ ॥ কাহারে সুপিব আমি এইকাল জোবন * খাওনের দিব্ব নহে কাটিয়া খাইব বেচিবার চিজ নহে বাজারে বেচিব * বাটিবার চিজ নহে দিব ঘরে ২

পীয়া বিনে এ জৌবন সপিব কাহারে * জৌবন অমূল্য ধন নবনি বয়েসে ॥ ফুরাইয়া গেলে আর না পাইব শেষে * জৌবন বসেতে জার ঘরে আছে পতি ॥ সাফল্য জিন্দেগী সেই নারী ভাগ্যবতি * করুনা করিয়া ধনি কান্দে২ বলে ॥ গাথিয়া প্রেমের মালা দিব কার গলে * জার পীয়া ঘরে আছে আনন্দিত মন ॥ আমি অভাগীরে চিত্তে তুসের আগুণ * একেলা জৌবন রাখি নাহি মোর ফল তেজিব পরানি আমি খাইয়া গরল * নতুবা পরিয়া মালা হব বৈরা-গিনী ॥ দেশে দেশে বিচারিব পীয়া গুনমনী * এইমতে এখানে কান্দেন গুনবতী ॥ ওখানে লড়াই সুরু দানব সঙ্গতী * যখনে সাহাবাল বাদসা পরী নিয়া সাতে ॥ দানব পাহাড়ে গেল লড়াই করিতে * অতি কোপে পৌছিলেক পরীর লস্কর ॥ আছমান জমিন আদি কাপে থর থর * খবর পাইল যদি দানব বেপীর ॥ আসিল সাহাবাল পরী লড়াই খাতির * খবর পাইয়া দেও আগুণ সমান ॥ লক্ষ দেও সাতে করি পৌছিল ময়দান * মোকাবিলা হইল যদি দুই দল সব ॥ লাগিল বিষম বাদ পরী আর দানব * পরী আর দানব যদি হৈল মুখা মুখি ॥ বছা বছি গালি গালাজ চক্ষে রোখা রুখি * দেও দেও পরী পরী দানবে দানবে ॥ জেক্ষে জেক্ষে দেবে দেবে বৈরবে বৈরবে * অসুরে অসুরে লড়ে রাক্ষ্যসে ২ ॥ দুই দলে লাগিল জঙ্গ বহুত সাহসে * হাতিয়ারে ২ বাজে ঝাঞ্জ করতাল ॥ উভয় লড়িতে সুরু দেও পরী পাল * রাক্ষ্যসের ভেরকটি দন্ত কড়মড়ী ॥ ঠাটা বিজলি গজ্জে আসাড়িয়া ঝাড়ি * দুই চার দশ বিশ হাত পাও কার ॥ দশ বিশ মুণ্ড কার পর্ব্বত আকার কোন কোন দানবের বলবন্ত কায়া ॥ কেহ দিন রাত্র করে সুর্জ্জ করি ছায়া * পদাঘাতে মেদানি করে টলমল ॥ নাকের শোয়াসে জেন নিকলে অনল * ঠাটা বিজলি মত চিক চিৎকার ॥ জুলমতে তুফান জেমন হইল অন্ধকার * দেও পরী জড়াজড়ি করে মুখা মোখী ॥ দন্তে দন্ত কড়মড়ি চক্ষে রোখা রোখী * পাএর দাপটে ভাঙ্গে পাহাড়ের চূড়া ॥ কেহু কারে গুর্জ্জ মারি করে গুড়া গুড়া * হাতে হাতে বুকে বুকে ধরে কসা কসি ॥ কেহু কারে গলে টিপি দিয়া ধরে ফাস্কি * কেহু কারে কমরে ধরি ঘুমাইয়া মারে ॥ কেহু

কারে কুস্তি করি জমিনে পাছাড়ে * কেহু কারে মাথে মারে গুর্জ্জের প্রহার ॥ কেহু কারে খুলি মারে দোধারা তলওার * কেহু জমিনেতে লড়ে কেহু শূন্যে উড়ি॥কেহ শূন্য হইতে পড়ে করে জড়াজড়ি*কেহু কার পানে ছুটে মার মার বলে। কেহু কারে গুর্জ্জ মারে কেহু যে সামালে* রথে২ হাতী২ ঘোড়া২ জোঠে॥ অশেষ প্রকারে লড়ে কেহু নাহি হাটে * রাত্র দিন করে যুদ্ধ যায় কত মাস॥ চন্দ্র সূর্য্য কম্পমান জমিন আকাশ * পাহাড় দরাক্ত কত আজিম পাথর॥ ধুলা মত হৈয়া গেল দানব সহর * বাণ বরিশন করে জুড়িয়া কামানে॥ দুনিয়া হইল লাল বাণের আগুণে * সমুদ্রেতে যাহা পড়ে সব যায় জলে। মৃত্তিকা ছেদিয়া আল পৌঁছিল পাতালে * লক্ষ লক্ষ দানব সেথাতে যায় মারা॥ ভয়ে কম্পমান হৈল যত দানবেরা * লহু গোস্ত যত গিরে রাক্ষসে না খায়॥ জঙ্গলের বাঘ ভালুক তরাসে পলায় * বাণ ভয়ে প্রাণ কাঁপে মন নহে স্থির॥ বাণতীরে ছেদে কত দানবের সির* পাহাড় কাটিয়া হৈল নহর লহর॥ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে উথলে সাগর * রাক্ষস দানবের মাথা গিরি হৈল তোজ॥ আকাশে ছাপিয়া গেল চান্দ আর সুরুজ * নদ নদী লাল হৈল লহুর তুফান॥ প্রলয় হইল যেন ভরিয়া জাহান * লহুর ফোয়ারা এছা চলিল ছুটিয়া॥ উলট হইল পানি লবলম্ভু দরিয়া * পাহাড় ভাঙ্গি দরিয়া হয় দরিয়া পাহাড়॥ না হইল হেন জঙ্গ দুনিয়া মাঝার* লক্ষ২ দেও গেরে জিব নেকালিয়া॥ লহুর ধারেতে কত চলিল ভাসিয়া * কেলার বাগান যেছা গিরিল তুফানে॥ এই মতে সহস্র দেও পড়িল ময়দানে * দানব গিরিল কত রাক্ষস অসুর॥ গুর্জ্জঘাতে হাড্ডি মাংস হৈল চুর২ যেকেহ সজীব ছিল না হয় কারার॥ দৌড়াদৌড়ি করি ভাগে দানব দুর্ব্বার * না ছিল তাকত কার লড়িতে ময়দানে॥ হাতিয়ার ধরিতে জোর নহি কার তনে* ডরেতে দানব সব যায় পলাইয়া॥ বাপ ছাড়ি বেটা ধায় নাচাহে ফিরিয়া * ভাই ছাড়ি ভাই ধায় বেটা ছাড়ি বাপ॥ মোর্দ্দা সোগে জেন্দা কান্দে করিয়া বিলাপ * দানব পরীর হাতে হইল হয়রান॥ দৈসতে পড়িয়া যায় হাতের কামান * লোকের দুরগতি দেখি দানব দুর্জ্জন॥ অপমানে চায় দুষ্ট তেজিতে জীবন* অতি কোপে দুরাচার আগ বরাবর॥ আপনি লড়িতে যায় ময়দান উপর *

কমর বান্ধিয়া দুষ্ট হইল তৈয়ার॥ মার২ বলিয়া চলে ভাঙ্গিয়া পাহাড় * হাজার দুহাজার মনী পাথর চুনিয়া॥ দশখান পাথর লিল বগলে করিয়া* গর্জ্জিয়া হইল খাড়া ময়দান উপর॥ দেখিয়া সাহাবাল জলে আগ বরাবর * গোর্জ্জ হাতে করি খাড়া হৈল সাহাবাল॥ গোস্বায় অজুদ কাঁপে দোন আখি লাল * দানব সাহাবাল দোন হৈল মুখা মুখী॥ দাঁতে দাঁতে কড়মড়ি চক্ষে রোখারুখী * গালাগালি বচ্ছা-বছি হইল বাতে বাতে॥ কালা সাঁপ গর্জ্জিয়া দোন নামিল লড়িতে * অতি কোপে দুই জন লাগিলেক জঙ্গ॥ পাহাড় পর্ব্বত উড়ে যেমন পতঙ্গ * দেখিয়া দোহার জঙ্গ লস্করে২॥ জোটের মাফিক জঙ্গ দোন দলে লড়ে * গোস্বা হৈয়া দানবে পাথর নিয়া হাতে॥ কুদিয়া পাথর মারে সাহাবালের মাথে * পাথর করিয়া রদ সাহাবাল বাদসায়॥ ঘুমাইয়া মারে গোর্জ্জ দানবের মাথায় * গুরুজ করিয়া রদ দানব দুর্ব্বার॥ কুদিয়া কমরে ধরে সাহাবাল বাদসার * সাহাবাল দানবের কমর ধরিল আটিয়া॥ দুই জনে খেচা খেচি কমর ধরিয়া* দেও পরী দুই দলে লড়েন দাপটে॥ পাথর ভাঙ্গিয়া ধমকের চটে * এছাই কুওতে লড়ে দোনই জওান॥ নাকের সোয়াসে ছুটে বৈসাখি তুফান * বড়২ গাছ ভাঙ্গে যেন মোমের মূলা॥ পাথর পিসিয়া উড়ে যেন বালি ধুলা * কমর ধরিয়া দোন এয়ছা টানাটানি পাহাড় ফাইটে নালা হৈয়া জারি হয় পানি * সৈন্য পদাঘাতে জমি করে টলমল॥ সাজিয়া মহিমে খাড়া দুই দিগের দল * দানব পরীর বাদসার দেখিয়া লড়াই॥ লস্কর পড়িল মাইর না মানে দোহাই * গজে২ শুড়ে২ করে জড়াজড়ী॥ ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে হুড়াহুড়ি রথে রথে ছলাছলি মেঘের গর্জ্জন॥ লোকে লোকে রোখারুখি বহুতি তর্জ্জন॥ গোদা গর্জ্জ লাঠি সরগি কেহ তলওারে॥ পাথর লইয়া হাতে কেহ কারে মারে * বড়২ আজিম দরক্ত উখাড়িয়া॥ কেহ কার মুণ্ডে মারে গোস্বায় জলিয়া* লোকের দাপটে এয়ছা হইল জোলমাত॥ কেহ বলে হৈল বুঝি দুনিয়া গারত * এয়ছাই মহিমের বাজা লাগিল বাজিতে॥ বাজানার তালে কেহ না পারে রহিতে * ঢাক ঢোল কাড়া সিঙ্গা মারুর বাজনে॥ লড়িতে লড়িতে রঙ্গ বাড়ে জনে জনে * বাজায় নানান বাদ্য ঝমকিঝমকি॥ লড়ে সব লড়নে-

ওালা ঠমকি ঠমকি * ঝঞ্জা ঝুমকা বাদ্য বাজে করে হুলাহুলি ॥ নিদ্রা হৈতে জাগে কেহ মার২ বলি * দাপটে দুনিয়া কাঁপে যেমন ভুইচাল লহুতে পাহাড় জমি হৈয়া গেল লাল * পায়ের এড়িতে ভাঙ্গে আজম পাশান ॥ পাথর আছিল বলি না পায় নিশান * জিউ টান দিয়া লড়ে দেও আর পরী ॥ বাণ বরিশন জেয়ছা আবাঢ়িয়া ঝড়ি * কেহ কার কমরে ধরি শুন্যেতে ঘুমায় ॥ কেহ কারে ভূমি পরে কাছাড়ি ফেলায় * কেহ কার বুকে চড়ি দাবি ধরে গলে ॥ ঘুসা মুক্কি কেহ কার চড় মারে গালে * কেহ কারে পাছাড়িয়া গলে মারে ছোরা ॥ কেহ কারে আছাড়িয়া হাড্যি করে গুড়া * কেহ গোর্জ্জ মুণ্ডে মারি পাছাড়ে কাহাকে ॥ গোর্জ্জের প্রহারে মগজ পড়ে মুখে নাকে * কেহ কারে তেগ মারে কেহ নেজা বাণ ॥ অস্ত্রাঘাতে কত লোক করে খান২ * লহুর ফাওারা এছা চলিল জোওার ॥ শতাবধি নালা ছুটে ছোরখ পাহাড় * ঘোড়া হাতী লহু মাঝে ফিরে সাতারিয়া ॥ জাহাজ চালাইতে পারে বোঝাই করিয়া * হইল দারুণ জঙ্গ দেও আর পরী ॥ তাহার বয়ান সব লিখিতে না পারি * রাত্র দিবা করে জঙ্গ কিছু নাহি খায় ॥ দেও পরী কত মরে গনা নাহি যায় * দুদিগের লস্কর সব হৈল পেরেশান ॥ লড়িতে তাকত নাহি দুদল হয়রান * লোকের দুর্গতি দেখি দানব কমজাতে ॥ চেল্লা কামান হাতে করি আসিল লড়িতে * কামানে চড়াই চেল্লা জুড়িলেক বাণ ॥ ছাড়িল সাহাবাল পরে করিয়া সন্ধান * বাণ মুখে আগুনের হুলুকা নেকলে ॥ সাহাবাল দানবের তীর হেকমতে সামালে * ছাড়িলেক তীর বাণ দানব রাজায় ॥ অর্দ্ধ পথে নিবারিল পরীর বাদসায় * বৃথা গেল বাণ দেখে দেও দুরাচার ॥ অতি ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলয় মার মার * গোস্বায় গর্জ্জনে মুখে নেকলে আগুণ ॥ সাহাবালে দেইখে করে অস্ত্র বরিশন * পরী বাদসা ছাড়ে বাণ খেচিয়া জোরেতে ॥ শীঘ্রকরি সামালিল দানব কমজাতে * ছাড়িল অনল বাণ দেও দুরাচার ॥ আগুণে ভরিয়া গেল তামাম পাহাড় * সকল পাহাড়ে জেমন আগুণের ঝড়ি ॥ দেখিয়া হুতাশ খায়ে ভাগে সব পরী * সাহাবাল দেখিয়া বলে হৈল বিষম কাজ ॥ গোস্বায় জলিল বর মনে পাইয়া লাজ * ছারিল বরুন বাণ জুরিয়া কামানে ॥ মেঘ বরিশন

হৈল সাজিয়া আছমানে * ঠাণ্ডা হৈয়া গেল আগ দানবে দেখিয়া ॥ অতি কোপে বায়ু বাণ ধনুতে জুড়িয়া* বায়বাণ ছারিল দানব বরাবর॥ উরাইয়া নিল যত মেঘের আবর* আরবার দানবে যে করিয়া সন্ধান॥ সাহাবাল উপরে ছারে তুক্ষ তুক্ষ বান * বানে বানে নিবারিল পরি মহামতী ॥ অশেষ প্রকারে লরে অজার যে সকতি * ক্রোধে থর থর দোন না ঠাওরে তনু ॥ জোসেতে গরম জেয়ছা দুপহরে ভানু * এই মতে দোহার আখি হইয়াছে লাল ॥ বানের আগুনে ছেদে মৃত্তিকা পাতাল * ঠাটা ও বিজলি জেয়ছা তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ সবে বলে না রহিবে এতিন ভুবন * অকালে প্রলয় দেখি যত দেব গণ ॥ কম্পমান হৈয়া বলে না রবে জীবন * পরী আর দানবে দোন লরে কসাকসি ॥ সমান সমান দোন নাহি কমি বেশী * উভয়ের সৈন্য গণে এয়ছা মারা মারি ॥ মারিলে না হয় কমি এত দল ভারি * সাহাবালা পরীর বাদসা অতি গোস্বা হৈয়া ॥ চতুরভিতে হাতিয়ার বেরিল ছান্দিয়া * হাকিল এমন হাক গুঞ্জরে আছমান ॥ দেও পরী লোক শুইনে ডরে কম্পমান * ধনুতে জুরিয়া বান ছারে বেশুমার ॥ নেকলে বানের মুখে আগুণের ঝার * ঘাস বৃক্ষ জলি জায় বানের আগুনে ॥ দানবের লোক সব আগুণেতে ভুনে * আপমানে অতি কোপে দানবের রাজ ॥ একিবারে পঞ্চ বান জোরে ধনু মাজ * কাটিল পরীর বান করি বর দর্প ॥ ক্রোধে সোসাইয়া ছুটে জেন কাল সর্প * লজ্যা পাইয়া রাজ কম্পয়ে শরীর ॥ কোপ করি অতি রাগে জোটে ধনু তীর * ছারিলেন বর্ম্মবান দানব উপরে ॥ সামালিয়া লিল বান দেও দুরাচারে * দানবে ছারিল বান পরী বরাবরে ॥ চলিল দানবের বান অন্ধকার কৈরে * হাতী ঘোরা রথা রথি গিরে বহুতর ॥ পরীর লস্কর সব ভয়েতে কাতর * ডরেতে পরীর লোক লাগিল ভাগিতে ॥ নাহি পারে সাহাবালা লোক থামাইতে * লোকের বিরম্বন দেখি বাদসা সাহাবাল ॥ গোস্বা হৈয়া ব্রহ্মবাণ খিচিল বিশাল * লক্ষ্য লক্ষ্য দানব কাটিল সেই বানে ॥ খণ্ডখণ্ড করি সব ডালিল ময়দানে * স্থির হৈল পরী সব ভয় গেল দুর ॥ অস্ত্রাঘাতে মারে কত রাক্ষ্যস অশুর * হাসিয়া হাসিয়া বান ছারেন কৌতুকে ॥ পিষ্ঠে পার হইয়া জাইয়া লাগে বুকে * হাতী ঘোরা

কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥ রথারথি ভাঙ্গিয়া হইল লণ্ড ভণ্ড * বানাঘাতে কত মরে কত অচেতন ॥ ভয়ে কম্পমান হৈল দানবেরগণ বল হীন দানবের হইল দুর্গতি ॥ হাতিয়ার ধরিতে কার নাহিক শকতি * ভয়েতে কাতর হৈল ধায় চারি ভিতে॥ পরীর তর্জ্জনে দেও না পারে টিকিতে * জৈসতে দানব সব পলাইয়া যায় দৌড়াদৌড়ি করি ভাগে ফিরিয়া না চায় * ভাই ছাড়ি ভাই ভাগে না চাহে ফিরিয়া ॥ বাপ ছাড়ি বেটা যায় মায়া তেয়াগিয়া * কেহ কার পানে ডরে ফিরি নাহি চায় ॥ আইল ২ বলে সবে দৈসতে পলায় * ভাগেল খাইল যদি দানব লস্কর ॥ দেখিয়া দানব গিধি কাঁপে থর২ * জ্বলন্ত আগুনে যেয়ছা ডালিল রৌগন ॥ তেছাই জ্বলিয়া উঠে দানব দুর্জ্জন * গোস্বায় দানব অতি করি মহা দর্প ॥ চখা চখা বাণ ছাড়ে যেন কাল সর্প * লইতে এক বাণ দশ ধনুতে জুরিতে ॥ শতেক হয় সহস্র গিরিতে * এইমতে বাণ যবে ছাড়িল দানব॥ দৈসতে ভাগেল খায় যত পরী সব * হেকমতেতে সাহাবাল সামালে আপনে॥ পরির দুরগতি বড় হইল ময়দানে * পরীর চরিত্র দেখি সাহাবাল সরদার॥ থামিতে না পারে সাহা লোক আপনার * গেস্বায় সাহাবাল সাহা লাগিল কাঁপিতে॥ একেবারে দশবাণ জুড়ে কামানেতে * মন্ত্রণা করিয়া বাণ ধনুতে পুরিয়া॥ বহুত কুওতে অস্ত্র মারেন খেচিয়া * সেই বাণে কাটিল দানবের যত বাণ ॥ জুড়িল দোছরা বাণ সাহাবাল জওান * রথ ঘোড়া বাণেতে কাটিল দানবের॥ হাহাকার শব্দ হৈল দানব লোকের * দেখিয়া লোকের হাল দানব বেহায়া ॥ আছমানে লাগেন শির হৈল এয়ছা কায়া * এয়ছা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল দুরাচার॥ ছায়াতে আন্ধার হয় তামাম পাহাড় * রাগেতে দানব গিধি উঠিল গরজিয়া ॥ লিলেক পাথর এক পাহাড় ভাঙ্গিয়া * ফেকিয়া পাথর মারে সাহাবাল উপর॥ আড় ধরি সাহাবালে সামালে পাথর * গোস্বায় জ্বলিয়া সাহা গোর্জ্জ লিয়া হাতে॥ ঘুমাইয়া মারিল গোর্জ্জ দানবের মাথে * গোর্জ্জ খাইয়া দানব কাঁপেন থর থর॥, সামালিয়া দুষ্ট ফের মারিল পাথর * সাহাবালের শিরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা॥ ঘুমিয়া জমিনে গিরে পাসরি আপনা* পলকে উঠিল বাদসা চেতন পাইয়া॥ কুদিয়া

হইল খাড়া গোর্জ্জ হাতে লিয়া * ঘুমাইয়া বিষম গোর্জ্জ বহুত কুওতে হাকিয়া মারিল চোট দানবের মাথে * ঘুমিয়া জমিনে গেরে দানব দুরাচার ॥ অচেতন হৈয়া রৈল মরার আকার * মৈল মৈল দানব বলেন সর্ব্বলোকে॥ কান্দেন দানবের লোক দানবের শোকে* প্রহা-রেতে জর জর বেহুস দানব॥ বোল বুদ্ধি গুণ জ্ঞান হারাইল সব * অচেতন ভূমিতে পড়িল যেন মরা॥ জয় জয় বাদ্য বাজায় জতেক পরীরা * হাঁসেন্ত খুসিতে নাইচে পরীরা সকল॥ দানবের লোকে পড়ে কান্দনের রোল * বহুত দেরিতে দুষ্ট চেতন পাইয়া॥ সোস্ত হৈয়া ধীরে২ বসিল উঠিয়া * অনেক বিলম্বে গিধি হইল বাহাল॥ কুদিয়া হইল খাড়া আখি করি লাল * হাতিয়ার ধরিতে তার নাছিল সকতি॥ ছামনে আনিয়া রথ জোগায় সারথি * চলিল দানব গিধি বান্দি হাতিয়ার॥ চড়িল আপনা রথে পরী নামদার * বান কামান হাতে করি লড়াই হৈল সুরু॥ পাপিষ্ঠ দানব যেন খাইয়া আইল দারু * সূর্য্য বান ছাড়িল দানব দুরজন॥ রাহু বানে নিবারিল পরীর রাজন * ছাড়িল প্রতাপ বান দানব দুর্ব্বার॥ বজ্রবানে পরী তার করিল সংহার * পুনর্ব্বার সর্পবান দানব ছাড়িল॥ পরিয়ে গরুড় বানে সাপ সংহারিল * অগ্নিবান ছাড়িল দানব করি বল॥ পরীরে বরুন বানে নিবারে সকল * হাতীবান ছাড়িলেক দানব দুরজন॥ আছমান জমিন জুড়ি হাতীর চলন * দন্ত দিয়া ফাড়ে হাতী ছামনে যাহা পায়॥ শুড়েতে পাহাড় লিয়া মারেন মাথায় * হাতীর ভয়েতে সব পরী ভাগে ডরে॥ রথারথি লোক জন কেহু না ঠাওরে * অতি রাগে সাহাবাল করিয়া সন্ধান॥ মন্ত্রণা করিয়া ধনু জোরে সিংহ বান * লক্ষ লক্ষ সিংহ আসিয়া একবার॥ হাতীবানের যত হাতী করিল সংহার * দোন মহা শিক্ষা মন্ত্র সমান ২॥ দোহে দোহানের বান করে খান খান * অতি রাগে সাহাবাল হাতে লিল ধনু॥ পঞ্চ বানে বিন্দিলেক দানবের তনু * গোস্বা হইয়া দশ বান দেওজাতে জোড়ে॥ চটাচট মারিলেক পরীর উপরে * বিন্দিল পরীর গায় লহু সরোবর॥ ঝাঞ্জারা হইল দেহ ঘায়েতে কাতর * দেখিয়া বাদসার লোকে পড়িলেক দুঃখে॥ টানিয়া ধনায় বান করি একে২ * হোস পাইয়া সাহাবাল উঠিল তুরিতে॥ একেবারে ত্রিশবান জুড়িল ধনুতে

একটানে ত্রিশবান ঝাড়িল সাহাবাল ॥ বিন্দিল দানবের গায় লহুতে হইল লাল * বেহুসে দানব পড়ে জমিন উপরে ॥ টানিয়া খোসায় বান দানব লস্করে * দানবে ছাড়েন বান নামে খোসান ॥ কাটিয়া সাহার রথ করে খান খান * কুরুক্ষেত্র লোকে জঙ্গ যেমত করিল ॥ তাহা হইতে লক্ষ গুণে লড়াই হইল * রাম রাবনের যুদ্ধ হইল জেছাই ॥ তাহা হইতে শতগুণে হইল লড়াই * যে অবধি চন্দ্র সূর্য্য আছমানে হইছে ॥ হেন লড়াই কোনকালে কভু নাহি হৈছে * পাহাড় হইল ধুলা শুসিল সাগর ॥ না সয় জমিন সেই মরা লোকের ভর * অপমানে সাহাবাল কাঁপে থর২ ॥ হাতে ধনু খাড়া হইল ময়দান উপর * আর রথে চারি হাতে খেচিয়া কামান ॥ মারেন দানব পরে চোখা২ বান * বান জালে অন্ধকার হইল সংসার ॥ কাটিয়া দানবের লোক করে ছারখার * ঘোড়া হাতী রথারথি গিরে চারি ভিতে ॥ পাপিষ্ঠ দানবের লোক নাপারে টিকিতে * সহিতে নাপারে লোক বানের প্রহার ॥ ধরিতে ছাড়ি জোর না ছিল কাহার * বানাঘাতে লাখে২ মরে দুরাচার ॥ লস্কর ফওয়ারা চলে ভরিয়া পাহাড় * এই মতে ছয়মাস ছিল মহারণ ॥ পরীর হাতে মারা গেল বহু দুষ্টগণ * বড় দর্প করি বাদসা গোস্বায় জলিয়া ॥ মারিল মহিনী বান কামানে জুড়িয়া * অচেতন দানব গিরিল যেন মরা । আহাকার শব্দ করি কান্দে দানবেরা * মৈল২ দানবে করিল সবে জ্ঞান ॥ মৈল কি বাচিয়া আছে নাহি পরিমান * সারথী পালায় রথ জমিনে ডালিয়া ॥ পালায় দানবের লোক মনেতে ডরিয়া * ময়দান করিয়া খালি তরাসে পালায় ॥ পরী সব পীছে২ খেদাড়িয়া যায় * লড়ে লড়ে যায় দেও না পারে ভাগিতে ॥ তেগবাজী কার দেও মারে পরীজাতে * হাতী ঘোড়া দানব গিরেন লাখে২ ॥ এক এক দানবে ঘিরে পরী ঝাকে ঝাকে * প্রাণ ভয়ে দানব পালায় ঝাড়ে বনে ॥ বিচারি২ তাহা মারে পরীগণে * বাজেন খুশীর বাজা পরীর লস্করে ॥ চুপে চুপে দানব ভাগিতে ছিল ডরে * দানব পলাইয়া যায় দেখিয়া জঞ্জাল ॥ ঘিরিয়া ধরিল পরী দিয়া বেড়াজাল * বান্ধিয়া দানবের হাতে রসি লাগাইয়া বাদসার ছামনে দিল হাজের করিয়া * দানব নিকটে বাদসা পুছে এবচন ॥ কি করিলা কি করিলা আদম নন্দন * ভয়ে কম্পমান

হৈয়া দানব কমজাতে॥ হাত জুইড়ে কহে কথা বাদসার সাক্ষাতে* তুমিত পরীর বাদসা ধর্ম্ম অবতার॥ পরী দানবের কুলে সবার সরদার* যদিবা তোমার সঙ্গে মহিমে না আটি॥ তথাপিও তুমি আমি এক জাত বটী* আদম অসত্যবাদি নিগুর্ণ মানব॥ তার হেতু কোটি২ বধিলা দানব* কোন উপকার কৈল আদমে তোমার তার লাগি মোর বংশ কর ছারখার* দেও পরীর দুস্মন আদমের জাতি॥ তার হেতু মোর বংশ করিলা খেয়াতি* মারিল আমার পুত্র ঐ দুরাচারে॥ বেটার বদলে কাটে খাইছি তাহারে* বাদসা বলে সত্য করি কহ সে বচন॥ বধিছ কি রাখিয়াছ আদম নন্দন* মারিনু মারিনু বলি বলে বারবার॥ কিরা দিয়া পুছিলে জওয়াব নাহি আর* কাজে বুঝে আছে সে দানবে বলে নাই॥ একজন জামালেকে কহিলেন যাই* নাই বাৰ্ত্তা শুনিয়া আকুল গুণবতি॥ অচেতন ভূমিতে পড়িল মৃত্যুগতি* সপ্তদিবা পরে বানু পাইল চেতন॥ অতি সোগে বিলাপিয়া করেন কান্দন* ধুলায় লুটিয়া কান্দে গড়া গড়ী যায়॥ যারে দেখে কান্দে কান্দে পড়ে তার পায়*

ভঙ্গ ত্রিপদী॥ শুনি বিবরণ, আকুলিত মন, কান্দেন অস্থির হইয়া॥ দানব দারুণ, অতি নিদারুণ, গেল মোর প্রাণ লিয়া* যাইব তথায়, না দেখি উপায়, কি করিব কোথায় গিয়া॥ তত্ত্ব না জানিয়া প্রাণ দিব গিয়া, আছে কি না আছে প্রিয়া* নাজুক শরীরে, কেমন প্রকারে, মারিল দুষ্ট সবে॥ অভাগীনি লাগি, এ দুঃখের ভাগি, কেমনে তা সহিবে* আমি অভাগীনি, কঠিন পরাণী, অখিল গর্জ্জে হানে॥ হেন প্রাণ নিধি, হৈরে নিল বিধি, অভাগী বাচিনু কেনে* নবীন বয়সে, প্রেমের আবেসে, পিরীতি করিনু বাটা॥ মোর কর্ম্ম ফলে, হৃদয় কমলে, ফুটিল বিচ্ছেদ কাঁটা* বিচ্ছেদ দাহন করি নিবারণ, রহিতে না পারে লোকে॥ পীয়ার শঙ্কট, শুনি ছটপট প্রাণ দহে সেই সোগে* এমনী কে জানে, এনব দরশনে, নয়ানে লাগিল ধান্দা॥ পীয়া দরশনে, কেবা এত জানে, প্রেম ডোরে গেনু বান্ধা* কেন অভাগীনি, ভগিনি তত্ত্ব শুনি, সরন্দিপে গেনু চলি॥ কেন পীয়া ভিতে, বাগানে ভ্রমিতে, দেখিনু নয়ন খুলি* কেন একাশ্বর, প্রাণের দোসর, এথা দিনু পাঠাইয়া॥ তার দুঃখ শুনি,

কেন অভাগীনি না মরি পরাণ দিয়া * আসক বেদনা, দুষ্টের তাড়না, দোসর বান্ধব হীন ॥ যেন শুখা খালে, রবির অনলে, ছটফট করে মীন * কেন জিউ রহে, কত প্রাণে সহে, পীয়ার এমন গতি ॥ নাহি দয়া দোন, বাচন অকারণ, অধম রমণী জাতি * কোথা বিচারিয়া কেবা পায় পীয়া, হেন পতি অতি ধন ॥ কিবা গুরুজন, কিবা পরীগণ কিবা ইষ্ট মিত্রগণ * যাও যাও দাদি, বলি যে তোমাদি, যাও২ চলি ঘর॥ আমি এথা বসি, পীয়া পীয়া ঘোসি প্রাণ দিব একাস্বর * নিঠুর জীবন, রহে কি কারণ, পীয়ার দুরগতী শুনি ॥ মারিল কেমনে, দেখিব নয়নে, রহিনু এমন গুনি * যত নারী জাতি, কার হেন গতি, পাইয়া হারায় পীয়া ॥ দিয়া হেন নিধি, হৈরে নিল বিধি, কি করিব আমি জিয়া * কহ খবরিয়া, জবান খুলিয়া, পীয়ার কেমন গতি ॥ যাও যথা তথা, বল সত্য কথা, শান্ত কর মোর মতি * যাও পক্ষী তথা, প্রাণ নাথ যথা, তত্ত্ব আনি কহ মোকে ॥ দানব দুষ্টে, বান্ধিয়া কষ্টে, রাখিয়াছে কেমন সুখে * দেখিবা যেমন, কহিবা তেমন, আছে না আছে পতি * জিওন ও কুশল, মৃত্যুর মঙ্গল, যেই তত্ত্ব সেই গতি * এমত কহিয়া পরেন ঢলিয়া, কান্দে২ উঠে জাগি * না হয় মরণ, জিওন তখন, পীয়ার সংবাদ লাগি * ক্ষেনে অচেতন, ক্ষেনেক কান্দন, ক্ষেনে দস্ত মারি ছিরে * ক্ষেনে বুকে মারে, ক্ষেনে ঢলি পড়ে, কাছাড় খাইয়া গিরে * ক্ষেনেক চিকাড়, ক্ষেনেক কাছাড়, ক্ষেনেক পাগল মতি ॥ ক্ষেনে হুতাশন, ক্ষেনেক কান্দন, আছে কি না আছে পতি *

পঞ্চপদী ॥ এইমতে কান্দিয়া অস্থির, ক্ষেনেক পাষাণে কুটে ছির, দুষ্ট দানব জাতে, আমার কলেজাতে, মারিয়াছে ক্ষেদঙ্গের তীর * সেই তীরে ছেদিছে পরাণে, জ্বলে অঙ্গ দাহন আগুনে এছা তীর চৌখুটা, খুলিতে পারিবে কেটা, খোলিবেনা পীয়া রূপ বিনে * এবলিয়া কান্দে কান্দে ধায়, চিকড়িয়া পড়ে দাদির পায়, ওদাদি কি বল মোরে, প্রাণ ঘটে না ঠাওরে, মউত বিনে নাহিগো উপায় * এবলিয়া হইল অচেতন, পড়ি রহে মরার মতন, দেখিয়া ছুনরভানু, সোগে ঝর ঝর তনু, কোলে করি মুছে দুই নয়ান * না কান্দ না কান্দ বানু আর, আল্লা যদি হয় মদদগার, হইবে কাজের

গতি, মিলাইব প্রাণপতি, আশা পূর্ণ হইবে তোমার *

পয়ার ॥ এইমতে বিলাপিয়া কান্দে যুবতী ॥ ক্ষেনে ক্ষেনে অচেতন হয় মৃত্যুগতি * ছয়মাস অনাহার কিছু নাহি খায় ॥ তত্ত্ব আসে আছে বানু কান্দেন সদায় * বহুত কান্দিয়া বানু জ্ঞান করে মনে ॥ না রাখিব প্রাণ আমি পীয়া রূপ বিনে * মাতা পিতা ভাই বন্ধু ইষ্ট মিত্র জনা ॥ অন্যে কি বুঝিতে পারে চিত্তের বেদনা * শরীর খুজলায় খাউজ জানেন সকলে ॥ কভু নাহি পুরে ইচ্ছা অন্যে খুজলাইলে * কান্দে কান্দে কহে বানু সখীগণ সাথে ॥ এই হালে যৌবন আমি রাখিব কিমতে * এইমতে কহে আর পোছে আখের পানি ॥ কেমনে কাটিব এই ছার জেন্দেগানী * ঝর ঝর কান্দি কহে হইয়া হুতাশী ॥ মনেতে করিয়া খেদ গায়ে বারমাসি *

বারমাসি বর্ণন ॥ বৈশাখ মাসেতে ফুল ফুটে নানারসি ॥ ভোমরায় খায় মধু ফুল মাঝে বসি * ভোমরায় গুণগুণে দগধে পরাণ ॥ আমার ফুলের মধু কে করিবে পান * জৈষ্ঠ মাসে অম্রফল সব লোকে খায় ॥ নারীয়ে চিপড়ি দেয় পতির পানরায় * পতিকে করিয়া তুষ্ট নারীয়ে খাইব ॥ পতি বিনে কারে আম চিপড়িয়া দিব * আষাঢ় মাসেতে হয় ঘন বরিশন ॥ ঘোর অন্ধকার হয় বিজলি গর্জ্জন * প্রাণ থর থর করে বিজলি গড়গড়ে ॥ পতি যার ঘরে আছে জড়াইয়া ধরে * আমি অভাগীনি নারী পতি নাই ঘরে ॥ জড়াইয়া ধরিব আমি কাহার কমরে * শ্রাবন মাসেতে পানি উথলে সাগরে ॥ খাল নালা চলাচল জোওয়ারের তড়ে * অভাগীর যৌবন জোয়ার হইল কেমন ॥ পতি বিনে সে জোওয়ার না হবে বারণ * ভাদ্র মাসেতে হয় পানির স্বরবর ॥ আনন্দে চালায় রথী সাউদ সদাগর * আমার যৌবন নদী কেবা দিবে পাড়ি ॥ পতি বিনে কে হইবে যৌবনের বেপারি * আশ্বিন মাসেতে হয় বরিষার শেষ ॥ কি করিব কর্ম্ম ফল পতি নাহি দেশ * হৈব আমি অভাগীনি আশ্বিন মতন ॥ ফুলে না বসিল অলি থাকিতে যৌবন * কার্ত্তিক মাসেতে হয় হাতী সিরে মতি ॥ ধান্য আদি শস্য যত হয় গরভবতী * ভাগ্যগুণে কেহ ধান্য কেহু পায় মতি ॥ আমি অভাগীর হইল সমূলে ক্ষেয়াতি * অগ্রাণ মাসেতে হয় অধিক উল্লাস ॥ নিত্তিনিত্তি নয়া নূতন ভোজন অভি-

লাস * নারী পুরুষ অতি রঙ্গ নূতন ভোজন ॥ আমি অভাগীর অঙ্গ অনলে দাহন * পৌষ মাসেতে হয় হেমন্তের ঝড় ॥ জাহার তাড়নে লোক অধিক কাতর * নারী পুরুষ জোটে সোয় জারে কিবা করে ॥ অভাগীনি জারে মরি পতি নাই ঘরে * মাঘের জারে বাঘের অঙ্গ কাপে থর২ ॥ পতির বুকে যেই নারী সোয় একান্তর * শীত জার কিছু নাহি সেই নারীর অঙ্গে ॥ অভাগীনি মরি জারে পতি নাহি সঙ্গে ফাল্গুনে বসন্ত বাও কুহরে কুকিলে ॥ নারীর শরীর দহে বিচ্ছেদ অনলে * যার পতি ঘরে আছে নিবাহে অনল ॥ অভাগীর পতি নাই কে ঢালিবে জল * চৈত্র মাসেতে বড় ধুপের তাড়ুন ॥ ছটফট করে অঙ্গ জালায় দাহন * যার পতি ঘরে আছে শীতল সে নারী ॥ পতি বিনে অভাগীনি জ্বলে পুরে মরি *

ত্রিপদী ॥ কান্দে কহে অগো সখী, কেমনে জোবন রাখি, জোবন হৈল প্রাণের বরি ॥ দিনে দিনে খয় হয়, কত কাল জোবন রয়, জোবন জ্বালায় জৈলে মরি * হেলায় জোবন যায়, হারা ধন কেবা পায়, খালি ঘরে কি লইয়া বঞ্চিব ॥ আমার লাগিয়া পীয়ার, হইল এত দুক্ষ ভার, তারে আমি কি দিয়া সোধিব * জোবন দুর্ল্লভ ধন, বান্ধি রাখে কোন জন, বিন্ধিলেই না হয় বন্ধন ॥ জোবন বিষম জ্বালা, নারীর অন্তর কালা, পতি বিনে না হয় বারণ * সেইত বিদেশী লোক, তার লাগি এত শোক, বিন্ধিয়াছে আমার পরাণে ॥ তাহার মা বাপ দোনে, এইতত্ত্ব যদি শুনে, বিষভক্ষি মরিবে দুজনে * আমি অভাগীনির মন, অনলেতে হয় দাহন, পীয়ার কারণ কথা শুনি ॥ আমি অভাগীনির লাগি, হইয়া প্রেমের যুগী, ভিন্ন দেশে হারায় পরাণী * আমিও যাইব সেথা, না মানিব কার কথা, যেখানে মরিল প্রাণসখা ॥ খাইয়া হলাহল জহর, পরাণ তেজিব মোর, পীয়া সঙ্গে করিব যে দেখা * জিতা না পাইলে পতি, অভাগীনি লান্নতি, কেন রাখ এছার জীবন * মরিব পীয়ার সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে, হাসরেতে পাব দরশন * জামালের করুনা দেখি, কান্দেন সকল সখী, আর কান্দে যত পুরবাসী ॥ কান্দেন ছবর ভানু, সোগে জার জার তনু, গোল মেহেরা হইল হুতাশী * কন্যাকে লইয়া কোলে, জননী কান্দিয়া বলে, কি বল২ যাদুমনী * তুমি যদি ত্যেজ প্রাণ, জ্বালাইয়া পরিস্থান,

ত্যেজিব যে আপনা পরাণী * বদিউজ্জামালে শুনি, কান্দে বলে ও জননী, তুমি কিছু না বলিবা মোরে ॥ দেখিব দানব গিধি, রাখেন কেমন সান্ধি, পীয়া সঙ্গে দিব জম ঘরে *

পয়ার ॥ অন্যে কি জানিবে আমার চিত্তে যে আগুণ ॥ লিবযে পিয়ার দাদ মারিয়া দুস্মন * এতেক বলিয়া কন্যা ডাকে সব পরী ॥ সব দল লিয়া সাজে চলিল সুন্দরী * মরদ জিনিয়া দর্প চলে অতি রাগে ॥ মার২ বলিয়া চলে পীয়ার দেরেগে * তথা বাদসা যুদ্ধ করি দানবের সঙ্গ ॥ বন্দিল দানব সবলোক দিল ভঙ্গ * ভাগিয়া দানব সব যায় চতুরভিতে ॥ বদিউজ্জামালের সনে দেখা হইল পথে * দুষ্টগণে দেখি কন্যা কাঁপে থর থরি ॥ চল্লিশ হাজার দেও মারিল সুন্দরী * অতি রাগে সাহাবালের কাছে বানু গেল ॥ কোথা সে দানব রাজা বাপেরে পুছিল * বাদসা দানব বান্ধি আনি ততক্ষণে ॥ হাজির করিয়া দিল বেটির ছামনে * বদিউজ্জামালে বলে আরে দুষ্টমতি ॥ কোথায় মোর প্রাণ নাথ আন শীঘ্রগতি * দানব বলেন শুন আরজ আমার ॥ কোন উপকার করে আদম তোমার * আদম অসত্যবাদী নিরগুণ মানব ॥ বধিলা তাহার লাগি এতেক দানব * পুত্রের দুস্মন পাই মারিনু তখনে ॥ এখন করহ যাহা লয়ে তোমার মনে * বদিউজ্জামালে শুনি কান্দে জার জার ॥ দানবের বচন শুনি চাহে মারিবার * কান্দে কান্দে কহে বানু বাপের পায় ধরি ॥ দুই কুণ্ড আগুণের সাজাও এই ঘড়ি * দুষ্ট দেও সবে বধে আমার পরাণ ॥ তার হেতু বাবা আমি না রাখিব জান * মনে অতি বাঞ্ছা পতি করিব আদম ॥ পতি বিনে রমণীর যিফল জনম * দুষ্ট দানবে মারে মোর প্রাণ পতি ॥ দানব মারিয়া যাব পতির সঙ্গতী * এক কুণ্ডে দুরাচার দানব ডালিব ॥ দোছরা কুণ্ডেতে আমি পড়িয়া মরিব * বেটির করুণা দেখে বাদসার কান্দন ॥ হুকুম দিল দানবেরে মারহ এখন * বদিউজ্জামালে শুনি খুলিয়া তলওার ॥ দানব কাটিতে যায় বলে মার মার * থর থর কাঁপে দানব ভয়ে কম্পমান ॥ জোড় হাতে কহে কথা কন্যা বিদ্যমান * মাফ হয় যদি রাখ আমার জীবন ॥ এক কথা জোনাবেতে করি নিবেদন * অনুমানে বুঝে কিছু কুশলের রিতি ॥ কি কহিবা কি কহিবা কহ শীঘ্রগতি * বানু বলে পীয়া

যদি জীবমানে থাকে॥ রাখিব তোমার জিউ কহিনু তোমাকে * দেও বলে শুন২ সাহাজাদি পরী॥ সুরঙ্গ ভিতরে তারে ছিনু বন্ধ করি * আছে কি না আছে তাহা না পারি কহিতে॥ বন্ধন খুলিলে জাগা পারি দেখাইতে * শুনিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত সাহাজাদির মন॥ শীঘ্র করি তথা বানু করিল গমন * শুনিয়া ছবর ভানু পিছে পিছে যায়॥ বাদসা শুনিয়া আপে চলিল তথায় * দেখিল সুরঙ্গ এক পাহাড় মাঝারে॥ লাখে লাখে দানব কত নেঘাবানি করে * শওগজ গহেরা হবে কূয়া সে গহিন॥ ঘোর অন্ধকার অতি দরওাজা মেহিন * কুয়ার মুখেতে ঢাকি রাখিয়াছে পাশান॥ ওজনে হাজারমনি হইবে আনওান * দুয়ারের পাথর বানু দিলেক ফেলিয়া॥ জিয়ে বা না জিয়ে চায় নিশব্দ হইয়া * অন্ধকার কুয়া তাহে কিছুনাহি দেখে॥ সোয়াসের আলাপ লয় তথা কর্ণ রাখে * শুনিল কান্দনের শব্দ কূয়ার ভিতরে॥ বদিউজ্জামাল নাম কহে ধীরে ধীরে * বাচনের তাকত নাহি মউতের প্রায়॥ তবুসে জামাল বলি কান্দেন সদায় * শুনিয়া জামালের বুকে জলিল আগুণ॥ সাহা উঠাইতে পাঠায় পরী চার জন * কূয়াতে নামিয়া পরী সাহাকে উঠায়॥ কান্দিয়া জামালে ধরে পীয়ার গলায় * দরশনে নবীন হৈল দূরে গেল শোক॥ দোহানের কান্দন শুনে কান্দে সব লোক * কান্দেন ছবর ভানু কান্দেন সাহাবাল॥ কান্দেন দানবরাজা হইয়া বেহাল॥ সাহাজাদাকে দেখি বাদসা হরসিত মন॥ দানব রাজার আগে বলিল এমন * শুনহে দানব রাজা বচন আমার॥ মনুষ্য এমন খুবি না দেখিনু আর * শুনিনু মায়ের মুখে না দেখিনু আগে॥ কানে শুনি নাম তার প্রাণ দেহে সোগে * সেই সোগে আসি হেথা বান্ধিয়া কমর॥ তেইসে করিনু খুন দানব লস্কর * যতেক সাহস তার মর্দ্দামি হিম্মত॥ দানব রাজার কাছে কহিল তাবত * তাহার সমান রূপ না হইল আদমে॥ না হইল হেন বুঝি আল্লার আলমে * দেব কি আদম পরী দেখিনু বিস্তর॥ না দেখিনু হেন রূপ ভরিয়া উম্মর * কেমনে এমন জন চাহিলা মারিতে॥ কঠিন তোমার দিল পাথর হইতে * দানবে বলেন সত্য কহ নেকনাম॥ না বুঝিয়া করিনু আমি এত বুরা কাম * নাজানিয়া না বুঝিয়া করিছি আহমাক॥ ইহাতে হিংসিলে হয়

পাপিষ্ঠ দোজখী * সাহাবাল বাদসারে ফের কহে সে দানব॥ শাস্ত্রেতে কেমনি জ্ঞান এইযে মানব * সাহাবাল বাদসা যবে এইবাত শুনিল॥ ছয়ফলমুল্লুক প্রতি পুছিতে লাগিল * শুন বাবা কয়েক কথা চাহি পুছিবার॥ দিবা যে জওাব তার কেতাব উতার * সাহাজাদা বলে আমি নাদানে কি জানি॥ কি পুছিবেন আলম্পানা পুছেন আপনি পন্থের বৃত্তান্ত বাদসা প্রথমে পুছিল॥ একে একে সাহাজাদা সকলি কহিল * আপনার জোনাব দেখে ঘুচিল সকল॥ পন্থের যতেক দুক্ষ সকল মঙ্গল * বচনে হইল তুষ্ট শুনিয়া সাহাবাল॥ ছয়ফল মুল্লুক প্রতি পুছেন ছওাল * কিচিজ লোকের কাছে থাকেন সদায়॥ মৃত্যু অতি নিকট কহে সাহাজাদায় * বল দেখি কোন চিজ সবাতে মঙ্গল সাহাজাদা বলে এই তবিয়ত কুশল * জিন্দা জেয়াদা কিবা মুর্দ্দা জেয়াদা॥ মুর্দ্দা জেয়াদা বলি কহে সাহাজাদা * পয়দা হইয়া বান্দা হয় যে মরন॥ মুর্দ্দা ভাবেতে ফের না আসে কখন * নারী পুরুষের মধ্যে কে হয় জেয়াদা॥ নারী বেশী জওয়াব দিলেন সাহাজাদা * এক নারী দুই পুরুষ জিওতে না পারে॥ এক পুরুষ দশ বিশ নারী সাদি করে * ফের পুছে কেয়ামত হবে কোনদিনে॥ সাহাজাদা বলে তাহা আল্লাতালা জানে * এসব জওাব ছাওাল শুনি সাহাজাদার॥ দানব, সাহাবাল শুনি খোসাল অপার * হইল সাহাবাল বাদসা আনন্দিত মন॥ বহু বাতে আদরিয়া মুখেতে চুম্বন * ছয়ফলমুল্লুকের পায় পড়িল দানবে॥ জোড় হাতে কহে কথা বহুত আদবে * বলে আমি গুনাগার পাপিষ্ঠ অধম॥ না বুঝি তোমার পরে করিনু ছেতম* সেই সব গুনা খাতা মোরে মাফ দিয়া॥ অধম পাপিষ্ঠে রাখ গোলাম করিয়া * দানবের মিনতি কথা সাহাজাদা শুনি॥ গলে ধরি দানবের মিলেন আপনি * দানব, ছয়ফল মুল্লুক মিলে দুইজনে॥ সাহাজাদা কহে কথা মধুর বচনে * আপনে কি দিবা দুক্ষ কর্ম্মের নিবন্ধ। ভাল কালে ভাল হয় মন্দ কালে মন্দ * কপালে থাকিলে দুক্ষ কে ছাপাইতে পারে॥ অমৃতে জহর হয় নছিবের ফেরে* খোদার নজদিগে মোর বহুত তকছির॥ তার কিছু সাজা এই রহম এলাহীর* মনিব হৈয়া গোলামেরে যদি করে সাজা॥ এহাতে বেজার হয় সেইত কু বুঝা * দানবের প্রতি সাহা হইয়া সদয়॥ সাহাবাল বাদসার

আগে কহে এবিষয় * আমার নছিবের ফলে হৈল হেন গতি॥ হুকুম হয় খাতা মাফ দানবের প্রতি * বাদসা শুনিল যদি সাহাজাদার এবাত॥ সাবাস মেহের দিল আদমের জাত * বাদসা সাবাসী তোমার হাজার বাখানি॥ দুস্মন উপরে জার এত মেহেরবানী * ইন্দ্র দেব দেও পরীর জাতে নাহি খুবি॥ তেই সে আদমজাতে পয়দা সব নবী * সাহাবাল বাদসা আর দানব দেও জাতে॥ মুখে চুমে সাহার নিচনি লয় হাতে * বাদসা বলে শোন বাবা মেহেরে তোমার॥ তুমি যদি কর মাফ মঞ্জুর আমার * বদিউজ্জামাল যদি শুনিল এমন॥ গোস্বায় জ্বলিয়া উঠে জলন্ত আগুণ * প্রাণের দুর্ল্লভ মোর পিয়া প্রাণধন॥ তারে এত দুক্ষ দিল যেই দুষ্ট জন * এক ধুলা পড়ে যদি বদনে তাহার॥ আমার কলেজায় পড়ে পর্ব্বতের ভার * হেন জন যে জনে করিল বিড়ম্বন॥ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে কোন জন * তাহাকে মারিয়া আমি লিব পীয়ার দাদ॥ তবে সে মিটিবে আমার মনের অনুবাদ * এবলিয়া সাহাজাদী তেগ লিল হাতে॥ মার মার বলিয়া চলে দানব কাটিতে * সব সাতে সাহাবাল হেট ছিরে রয়॥ দেখিয়া বেটির গোস্বা কিছু নাহি কয় * বাদসা নিঃশব্দে রহে ভাবে মনে মনে॥ সাহাজাদা খাড়া হইল কন্যার ছামনে * হাত বাড়াইয়া সাহা ধরে বানুর হাতে॥ মধুর বচনে সাহা লাগিল কহিতে * যেই হৈল সেই হৈল আমার কর্ম্মের লিখন॥ কপালে থাকিলে দুঃখ না যায় খণ্ডন * দানবের দোষ নাই মোর কর্ম্ম ফলে॥ আল্লাতালা লেখেছিল আমার কপালে * পীয়ার মধুর বানি সাহাজাদী শুনিয়া॥ হাতের তলওার বানু দিলেন ফেলিয়া * ছয়ফল.মুল্লুক ধরে সাহাজাদীর হাতে॥ ক্রোধ জারে বিনদিনী কাতর লজ্জাতে * কান্দে কান্দে বিনদিনী কহে এইবাত॥ হইল আল্লার ওলি আদমের জাত * সাবাস মেহের দিল হয় আদমের॥ দুস্মন উপরে করে এতেক মেহের * সাহাজাদা পাগল ছিল জামালের রূপেতে॥ এই ছলে প্রাণ শান্ত ধরে বানুর হাতে * দানবের প্রতি বানু করিল হুকুম॥ বন্দন খুলিয়া দেও না কর জুলুম শুনি সাহা বড় খুশী বহুত উল্লাস॥ বন্দন খুলিয়া দেও দিলেন খালাস * হাজ্জাম ডাকিয়া আনে হুকুম বাদসার॥ হাজামত বানাইল

মেছেরি সাহার * আনিয়া গোলাব পানি গোছল করায় ॥ বাদসাই লেবাছ আনি সাহাকে পিন্দায় * আতর গোলাব কত ছিটায় বদনে কত রঙ্গ নেয়ামত খিলাইতে আনে * বসিতে বিছাই দিল জরির বিছানা ॥ বাদসাই রকমে কত খিলাইল খানা * বাদসাই পোসাগে সাহা সাজিল জখন ॥ রূপ দেখে মোহ গেল দেও পরীগণ* খুশীতে সাহাবাল ধরে সাহাজাদার গলে ॥ মুখে চুম্ব দিয়া সাহা তুলি লিল কোলে * ডগমগ রূপ আকার দেখি সাহাজাদার ॥ বসাইল ছামনে কুরছিতে শোনার * বেটিকে ডাকিয়া বাদসা কহেন আপনে ॥ সাহাজাদার এত দুক্ষ তোমার কারণে * এবাত কহিয়া বাদসা বুঝাই বেটিরে ॥ সাহাজাদাকে সঙ্গেকরি যাও আপন ঘড়ে* বদিউজ্জামালে সুনি হরশিত মনে ॥ মোর্দ্দা গাছে পাত্র মেলে বসন্ত পবনে * সুকনা গাছেতে যেন ধরিলেক ফল ॥ সুকনা তালাব যেন সরোবর জল * সারা দিন রোজা যেন থাকি রোজাদার ॥ শামেতে পাইল খানা রোজার ইপ্তার * কাঙ্গালে পরস পাই হয় তালেবর ॥ তেছাই জামালে পাইল রসিক নাগর *

ত্রিপদী ॥ এই মতে পরিজাদী, পীয়াকে পাইল যদি, হরশীত হইল মনেতে ॥ নাগরী নাগর পাই, আনন্দের ওর নাই, চান্দ যেন ধরিলেন হাতে* সাহাজাদার গলে ধরি,বদিউজ্জামাল পরী, হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে কোলে ॥ সঙ্গের সঙ্গিনি পরী, নানা রঙ্গ ভঙ্গ করি, নাচে গায় মন কৌতুহলে * হোথা বাদসা সাহাবাল, খুসিতে হইয়া লাল, কহে কথা দানব রাজারে ॥ মান্য করি কথা কয়, দেরি করা কাম নয়, জাব এখন আপনার ঘরে * সুন ভাই কহি তুঝে, বিদায় করনা মুঝে, মনে না করিবা কিছু তুমি ॥ নছিবের লেখা মতে, দুক্ষ পাও মোর হাতে, তাহার রেয়াতি চাই আমি * শুনিয়া দানবে বলে, আরজ কদম তলে, নেহারিয়া কয় এই কথা ॥ আপনা তকদির ফলে, এতেক যন্ত্রণা মিলে, এই বাতে নাহি তোমার খাতা * এবাত দানব কয়, শুন শুন মহাশয়, জোনাবেতে এই নিবেদন ॥ বদিউজ্জামালের ডরে,প্রাণ থর২ করে,বুঝি মোর নারাখে জীবন* আপনে মেহের হৈয়া, তোমার দামাদে কৈয়া, সপ মোরে সাহাজাদার হাতে ॥ নহেত তোমার বেটি জানে না রাখিবে খাটি, এই আরজ করি বদমেতে ॥ সাহাবালে

শুনিয়া বাত, ধরিয়া দানবের হাত, ছয়ফলমুল্লুক কাছে যায় ॥ সাহা জাদার হাতে২, শুপি দেয় দেও জাতে, রাখ মার জাহা মনে চায় * শুনিয়া সাহাজাদা মিলে, ধরিয়া দানবের গলে, তাজিমে আদরে বহুতর। দানবের শুনা খাতা, সকল করিল আতা, মনে তুমি না রাখিবা ডর * লোকে লোকে কোলাকোলি, গলে গলে মিলামিলি, করি সবে খুসীর আবেসে ॥ বহুত দিলাসা করি, বিদায় হইয়া পরী- চলে সবে আপনার দেশে * জয় বাদ্য ধনি করি, চলিল যতেক পরী, চতুরদল সাজন করিয়া ॥ বদিউজ্জামাল পরী, নিজ পীয়া সঙ্গে করি, রথে চড়ি চলিল উড়িয়া *

চৌপদী ॥ আগে যত আইল দুর্গতি২, পাসরিল সব দুখ, বাড়িল অধিক সুখ, পাইয়া রসের রসবতী ॥ রথ হাঁকে রথের সারথী২, বৈসে দোন রথের মাঝ, করিয়া কামনা লাজ, কোলা কোলি জুবক জুবতী * সাহাজাদা কহে প্রিয়সিরে২, যথা গিয়াছিল, যেখানে যে দুক্ষ পাইল, সেই জাগা দেখাব তোমারে ॥ হুকুম করিল সারথি২, যথা২ ভ্রমি ছিল, যেখানে যে দুক্ষ পাইল, পাহাড় নদী জঙ্গল উজাড়ে * মালেকারে যে পাহাড়ে২, যেই মতে তিলিছমাতে রাখিল দানবজাতে, যেইমতে মারে দানবেরে ॥ যেথা যেই তামাসা দেখিল২, যেথা খাইল যেই ফল, দেখাইল সে সকল, দেখে পরী তাজ্জব হইল,* তারিফ করেন সাহাজাদার২, সাবাস২ মর্দ্দ, আক্কেল হিম্মত হদ্দ, হেন বুঝি না হইল আর ॥ সারথি চালায় রথ ঝুমে২,চলে অতি তড়াতড়, মুল্লুকে করিয়া ছএর, গেল রথ গোলেস্তা এরমে *

পয়ার * ভ্রমিয়া নানান স্থান আর কত দেশ ॥ গোলেস্তা এরমে শেষে করিল প্রবেশ * নিরালা মন্দির এক করি খুব সাজ ॥ সাহা- বানু দোন রহে যে ঘরের মাঝ * দিবস গোয়ায় সদা রঙ্গরসে খেলি রাত্রেতে শয়ন জুদা নাহি মিলা মেলি * রতী বিনে আসক মাশুক বেকারার ॥ বিচ্ছেদ জালায় অঙ্গ জলেন দোহার * খানাতে লজ্জত নাই বেগর ছালুনে ॥ দেখনে লজ্জত নাই বেগর মিলনে * কাম- জালায় সাহা বড় হইল জনুন ॥ থামিতে না পারে সাহা জোসের আগুণ * অতি রসে রস কাম মাঙ্গে রসবতী ॥ নহে২ বারে২ বলেও জুবতী * তবু না ধরয়ে চিত্ত দেওানা রেমতি ॥ জোড় হাতে সাহা-

জাদী করেন মিনতি * আজ মোরে ক্ষেম নাথ মোর মাথা খাও ॥ ইমান ছাবুদ রাখ খোদাকে ডরাও * বে নিকায় হারামি করা অতি অনুচিৎ ॥ আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত * দাদি মোর ছবর ভানু একামের উকিল ॥ দাদিকে কহিলে হবে মকছেদ হাছিল * প্রভাতে চলিয়া যাও দাদির মোকানে ॥ তান কাছে কহ যাইয়া যেই দুক্ষ মনে * দাদি মনজুগি হইলে কাম নিকলিবে ॥ বাদসা মাএর বাত কভুনা ফেলিবে * দাদিজীর নিকটে পীয়া যাইবা বেহানে ॥ আমিহ আপন কথা কহিব আপনে * এবাত শুনিয়া সাহা স্থির করে মন ॥ সহজে খাইব খানা করিয়া রন্ধন * রাত্রি পোহাইল দোহার এই বাত চিতে ॥ ছবরভানুর কাছে সাহা গেলেন প্রভাতে * বহুত আদবে সাহা করেন ছালাম ॥ সময় বুঝিয়া সাহা কহে মনস্কাম * বদিউজ্জামাল গিয়া পৌছিল তখনে ॥ দোহাকে দেখিয়া বুড়ি আনন্দিত মনে * দোহা-নেরে চুমে বুড়ি বহুত আদরে ॥ বসাইল দুইজনে দুই জানুপরে * ভাল ভাল চিজ কত নেয়ামত আনি ॥ খিলাইল দুজনারে আদরিয়া রাণী * নানা বস্ত্র অলঙ্কার দোহারে পিন্দায় ॥ বসিতে পালঙ্গ দিল জুড়িয়া সোনায় * এই মতে আদরিয়া রাখি দুই জনে ॥ আপনি চলিল বুড়ি পুত্রের ছামনে * বাদসা হইল খাড়া জননীকে দেখি ॥ আপন মাথে করি আনে স্বুবর্ণের চকি * পুত্রকে দেখিয়া বুড়ি আনন্দ এমনি ॥ ছিরে মুখে চুমি লয় হাজার নিছনি * মা বেটায় মোকাবেলা সবে একান্তর ॥ তফাত করিল যত চাকর নফর * নিরালেতে মা বেটা বসে বরাবরি ॥ সাহাবানুর বিহার কথা উঠাইল বুড়ি * কহ বাবা কোথায় সেই মেছেরি আদম ॥ যার লাগি কর বাবা এতেক সংরম * বাদসা বলে আছে সেই কন্যার মহলে ॥ কোন্ হালে আছে জানে বদিউজ্জামালে * ছবর ভানু বলে বাবা তুমি জ্ঞানবন্ত ॥ দোহানের চরিত্র সব জান আদি অন্ত আকাশ সন্তুষ্ট নহে আশা পূর্ণ বিনে ॥ হেন অনুচিত কর্ম্ম কর কি কারণে * আপনে পণ্ডিত বাবা সব এলেম জান ॥ চরিত্র বুঝিয়া কর্ম্ম নাহি কর কেন * সহস্র বৎসর যেবা এত দুক্ষ সয় ॥ সে কামে বিলম্ব করা মোনাছিব নয় * এত দুক্ষ কেলেশ পায় যাহার কারণ ॥ তারে না পাইলে সে কেমনে বান্দে মন * ছাড়ল মনের ভয় এগানার মায়া ॥ খিচিল যাহার প্রেম ছাড়ি সবের দয়া * মজ্জিল

কন্যার মন প্রেমেতে তাহার ॥ আদি অন্ত সব তুমি জান সমাচার * দেখিছ বয়েস রূপ জাতি কুল রীত ॥ এলেমে ফাজেল খুব পড়ুয়া পণ্ডিত * হিম্মত মর্দ্দামী যত জানহ তাহার ॥ বিষম সঙ্কটে জারে করিলা উদ্ধার * যেমন তোমার কন্যা সাহাবর তেমন ॥ ভুবন বিচারি না পাইবা হেন জন * এই কর্ম্মে দেরি করা অতি অনুচিত ॥ দেওজে কন্যার বিয়া হইয়া আনন্দিত * মায়ের কথায় বাদসা অতি খুসি মনে ॥ হাঁসিয়া হাঁসিয়া কয় মায়ের ছামনে * রদ না করিব মাতা বচন তোমার ॥ যে কথা কহিবা মা মঞ্জুর আমার * বুড়ি বলে শুন বাবা আমার বচন ॥ করহে খুসির কর্ম্ম বেহার আয়োজন * বুড়ি বলে বোলাইয়া আন সাহাজাদারে ॥ লগ্যনেতে বিহা দেও তোমার কন্যারে * বাদসা বলে যাও মাতা কন্যা যেই খানে ॥ আনগো বাদসার বেটা আমার মোকানে * বাদসার হুকুম পাইয়া চলিলেন বুড়ি ॥ খুসির খবর কহে সাহার হাতে ধরি * খবর শুনিয়া সাহা খুসিতে আকুল ॥ মৃতা গাছে ফুটে যেমছা গোলাবের ফুল * হরিসে মাতিয়া সাহা রহে খুসি মন ॥ পাইল যতেক দুক্ষ হইল নিবারণ * সরোবর ফুলবাগে ফুটিল কমল ॥ কবে মধু পিব চিত্তে ভোমরা পাগল * ছামনেতে মিষ্ট পানি পিয়াসী নাখায় * হামেসা জুবতীর কোলে প্রাণে না ধরায় * রন্ধন করিতে ভাত প্রাণে নাহি মানে ॥ নবীন জোবন বালা হামেসা ছামনে * চতুরদশ বৎসর দুক্ষ পাইল অতি ভার ॥ বাদসার হুকুমের বার না মানে তাহার * কামের আগুণে সদা জ্বলে দশ গুণে ॥ কবে হবে কবে হবে এই উঠে মনে * সাহারে আসিয়া বলে ছবরভানু বুড়ি ॥ বাদসার হুকুম সাহা চল এই ঘড়ি ॥ হুকুম পাইয়া সাহা করিয়া সাজন ॥ বাদসার হুজুরে গেল অতি রঙ্গ মন * বাদসা সাহার রূপ দেখি চমকিৎ ॥ বুঝিল আছমানের চান্দ লাগিছে ভূমিত * কিবা সুরুজ কিবা চাঁন্দ পূর্ণি-মাসি হয় ॥ আছমান ছাড়িয়া বুঝি জমিনে উদয় * পূর্ব্বে যে দেখিল বাদসা সাহার ছুরত ॥ যদিবা মোহিয়াছিল নাছিল এমত * ভুক পে-য়াছ প্রেম জ্বালা কামের আগুণে ॥ বদন মলিন ছিল এসব কারণে * না ছিল পোসাক ভাল খানায় পিনায় বিন ॥ না ছিল ছুরত গায় বদন মলিন * এখনে পিয়াসী কাছে থাকেন সদায় ॥ বাদসাই

পোসাক পিন্দে সুখে ভোগ খায় * দরশনে প্রসনে থাকে খুসির বেবার ॥ চন্দ্র সূর্য্য যিনি অঙ্গ ছুরত বাহার * খানা পিনা নানামতে খোস খুসি মন ॥ বৈশাখ ভাদ্রেতে চন্দ্র পুর্ণিমা যেমন * দেখিল সাহাবাল যবে সাহাজাদার মুখ ॥ দশগুণ ধন্দ খায় শতগুণে সুখ* সাহাজাদারে দেখি অতি খুসি সাহাবাল ॥ পেয়ার করি কোলে কইরা চুম্বিল কপাল * ছালাম করিল সাহা মনে হরশিত ॥ চুমিল বাদসার পায় পড়িয়া ভূমিত* রূপ রেখ দেখি বাদসা হরশিত মনে ॥ হাতে ধরি কুরছি পরে বসায় ছামনে * কস্তুরী কাফুর আর চন্দন আগর ॥ গোলাব আতর আর খোসবাস বিস্তর * আর যত খোস বাস আছে ভাতে ভাতে ॥ সাহাজাদার অঙ্গে বাদসা মলে আপন হাতে * ভক্ষনের চিজ যত বাদসাই ছামানা ॥ জমাত করিয়া বাদসা করে খানা পিনা * সুভক্ষনে দেখি হুকুম করিল বাদসায় ॥ বিহার ছামানা কর রঙ্গ তামাসায় * নানা রঙ্গ বাদ্য বাজে বিহার বাজন ॥ বাদ্যাঘাতে কেহ কার না শুনে বচন * পৃথিবী মাঝারে যত ছিল নৃত্যকারি ॥ গোলেস্তা এরোমে যত পরী আফছরি * ইন্দ্র আফ-ছরি হুর আকাশে আছিল ॥ গোলেস্তা এরোমে সবে আসিয়া পৌছিল * দেব দেবী পরী আদি যত দুনিয়াতে ॥ সকল পৌছিল আসি সাহবালের বাড়ীতে * দেখিয়া সাহাবাল বাদসা অতি রঙ্গ মনে ॥ তাজিম করিয়া সব আগু বাড়ী আনে * নানা বর্ণ খানা পিনা তাজিমে খিলায় ॥ নানা বাদ্য বাজে রঙ্গে নাচে আর গায় * গোলেস্তা এরোমে আনন্দ ঘরে ঘরে ॥ প্রতি ঘরে আনন্দিত রজ্জত নগরে * কেহ হাঁসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত ॥ হামেসা রজনী রঙ্গ রঙ্গেতে মোহিত * খোসবয় চন্দন আগর গোলাব আতর এক এনে ছিটে দেয় আরের উপর * কেহ কেহ রাত্রি কাটে রাগ রস রঙ্গে ॥ কেহ কেহ ঢঙ্গ করে সাহাজাদীর সঙ্গে * তবে বাদসা আরম্ভিল বেটির সাদি কাম ॥ দাওত লিখন পাঠায় স্বজাতি তামাম * কেহুরে ছালাম লেখে কারে দেয় দোয়া ॥ শতাবধি লেখি পত্র করিলেন রেওা * সাহাজাদার তারিফ ছেফত আদি অন্ত ॥ রূপগুণ হিম্মত যত লেখিল জাবন্ত * ছুফিয়ানি মেছেরির বেটা ছয়ফল মুল্লুক ॥ বদিউজ্জামালের সঙ্গে বিহার ছলুক * কন্যার ছুরত দেখে

সাহাজাদা আকুল॥ কন্যাও তাহার প্রেমে হামেসা পাগল * লেখিয়া ভেজিল বাদসা সব হকিকত॥ মেহেরবানি মতে কবুল করিবে দাওত * অদ্যাবধি সকলে আসিবা মেহের করি॥ না কর বিলম্ব সাদি হবে তাড়াতাড়ি * ইন্দ্র দেব পরি দেও সংসারেতে যত॥ রাজা বাদসা উজির পাত্র চাকর রায়ত * সবে বলে চল চল যাই মোরা সব॥ দেখিব যাইয়া সে কেমন মানব * কেমন ছুরত রূপ আদমের জাতে॥ মজিল পরী মন কেমনি রূপেতে * পৃথিবীর ইন্দ্র পরী গন্দ্রব্য দেবগণ॥ এ সবাতে না মজিল যেই পরীর মন * হেন জন মনুষ্যেতে মজাইল মন॥ অবশ্য দেখিব সেই মনুষ্য কেমন * সংসারেতে যত রাজা চলিল দেখিতে॥ পরী হইয়া মনুষ্যেরে ভজিবে কিমতে * মহা রাগে রাজাগণ করিল গমন॥ গোলেস্তা এরোমে যাইয়া দিল দরশন * লাখে২ রাজা বাদসা আসিয়া তুরিত॥ সাহাবাল বাদসা বাড়ী হইল উপনীত * দেখিয়া সাহাবাল বাদসা আনন্দিত মনে॥ জারে যেই ইজ্জত মতে বসায় জনে জনে * মাসেকের পন্থ ছুড়ি হইল বৈঠক॥ তাজিমে খিলায় খানা জার যেই সক * নানা মতে নেয়ামত নানা উপহার॥ নানা ফল গোলাবি পানি বড় মজাদার * নানাস্থানে নানা খেলি করে নানারঙ্গ নানামতে নানা খেলা করে নানা ঢঙ্গ * নাজনি যুবক ছেড়ি রূপসী নাগরী॥ প্রতি স্থানে নাচে ঢঙ্গে নাজ সাজ করি * নানা অলঙ্কার পরি পরী অপ্সরি॥ রাজা সবের খেদমতে হাজের সব নারী * পরী সব সুন্দরী শুভেষ চাতুর॥ কাম ভাবের কামিনী কামের কামাতুর * কাঞ্চলী উড়িল গায় খাড়া মন রসে॥ চক্ষে ঠারে লাজ করে মন্দা২ হাঁসে * রাজা সবের সমুক্ষে করএ নানা খেলি॥ কেহ কার অঙ্গেতে আবির মারে মেলি * গোলাব ছিটায় কেহ উপরে কাহার কেহ কার গলে দেয় কুসুমের হার * কেহ কার মুখেতে তাম্বুল দেয় তুলি॥ কেহ২ রসেতে করয় কোলা কোলি * কেহ কারে ঠেলিয়া ফেলায় কার কাছে॥ কেহ কারে ঠারিয়া যৌবন ঢাকি আছে * কোন সখী ঢলিয়া পড়েন কার গায়॥ কেহ কার চুলে ধরি টানিয়া ফেলায় * কেহকার কাঞ্চলী খোসায় টানদিয়া॥ অঙ্গে অঙ্গে ঘেসা ঘেসি সরম ত্যাগিয়া * কেহ ঘরের প্রদীপ নিবায় নানা ছলে॥ কুচে

হতা খেপে কেহ চুম্বি লয় কোলে * কাঞ্চলী ছাড়িয়া কার কুচে নোখের রেখা ॥ দশ নোকের আচড় বদনে যায় দেখা * ঝাকা ঝাকি কাহার ছিড়িল গলার হার ॥ টানাটানি কেহুর খুলিল কেশ ভার * কেহ শীঘ্র করি চেরাগ জ্বালায় ॥ কেহ কামে মত্ত হইয়া নিবায় ফেলায় * কামের নিকটে নাহি লজ্জার বসতি ॥ কোথায় রয় গুরু গরুবিত যথা বসতি * এই মত ছয় মাস আছিল কৌতুকে ॥ দুক্ষ গম শোক বল না ছিল মুল্লুকে * প্রতি ঘরে২ সদা আনন্দের খেলা ॥ রাজা প্রজা ভেদ নাই সব এক মিলা * যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ মাঝার ॥ হেন রূপ তামাসা না হইছে আর * রাত্রি রাতি সরন্দিপে ভেজে চারি পরী ॥ মালেকার মাতা আর মালেকা সুন্দরী বাদসা লস্কর সাথে ছেহেলি বান্দি সমে ॥ পৌছাইয়া আনি দিল গোলেস্তা এরোমে * মাতা ও বহিনে দেখে বদিউজ্জামাল ॥ আনন্দের ওর নাই বড়ই খোসাল * শুভদিন লগ্যন গুনিল পণ্ডিতে ॥ বাদসা কহেন বাত সবার সাক্ষাতে * আজ বড় শুভ দিন গনে গুনিগণে ॥ হুকুম কর কন্যা দান করি শুভদিনে * শুনি সব রাজা বাদসা করে নিবেদন ॥ এককথা আপনাকে করি জিজ্ঞাসন * কেমনে আদমজাত আসিল এখানে ॥ হুকুম পাইলে আলাপন করি তার সনে * কিন্তু আমাদের মনে লাগে বড় ধন্দ ॥ কেমনে আসিল এথা আদম ফরজন্দ * রূপ গুণে বহুত তারিফ শুনি তার ॥ মনে অতি শ্রদ্ধা রাখি তারে দেখিবার * বদিউজ্জামাল বানু অতি রূপবতী ॥ দেব ইন্দ্র প্রাত যার না মজিল মতি * কেমনে মানুষ দেখে মজে তার মন ॥ বিচারি দেখিব মোরা সে নর কেমন * শুনিয়া সাহাবাল বাদসা কহে সবাকারে ॥ আইস আইস দেখি আমি আদমজাদারে * এক জন পাঠাইল সাহা বরাবরে ॥ রাজা সবে আসে বাবা দেখিতে তোমারে * জার যে লায়েক মত তাজিম করিবা ॥ ছোওাল করিলে তার জওাব বুঝে দিবা * হেন সময় দেবরাজা যত বাদসা গণে ॥ পৌছিল যাইয়া সবে সাহার ছামনে * দেখিয়া সাহার রূপ দেবরাজা গণ ॥ ভেকা মত হইয়া রহে কি কব বচন * হোস গোস জ্ঞান বুদ্ধি না রহিল কার ॥ রূপে মগন হইয়া রহে ধন্দের মত চক মক লটকন * গলে গজমতি হার, গাথনি সোণার তার,

আকার * কতক্ষন পরে সবে হোস পাকড়িয়া ॥ জনে২ কহে কথা
তারিফ করিয়া * না দেখিনু কোন খানে এরূপ নকল ॥ তেই সে
পরীর কন্যা হইয়াছে পাগল * কেহ বলে আদম না হবে এই জন ॥
ফেরেস্তা হইবে কিবা হুরের ফরজন * কেহ কেহ বলে সে হইবে
ঐ নর ॥ পুনঃ জন্ম হইছে ইউছফ পয়গাম্বর * এই মতে নানা
মতে কহে জনে জনে ॥ একদৃষ্টে চাহি থাকে সাহাজাদার পানে *
কতক্ষণ পরে বাত পুছে দেব গণ ॥ নরম জবানে সবে করে আলা-
পন* জাতি কুল জিজ্ঞাসিল প্রেমের বৃত্তান্ত ॥ পন্থের সঙ্কট দুঃক্ষ
পুছেন জাবন্ত * অল্প অল্প কিছু তার কহে বিবরণ ॥ শুনিয়া তাজ্জবে
রহে যত দেব গণ * রূপ গুণ বয়েস দেখিয়া দেব গণে ॥ পরক্ষে
সাহাজাদা সবে শাস্ত্র আলাপনে * যেই শাস্ত্র যেই মত পুছে যেই
বাত ॥ সেই মত জোওাব দিলেন নেকজাত * শাস্ত্রেতে জিতিল
সাহা ইন্দ্র দেব সনে ॥ সাবাস সাবাস কহে যত দেবগণে * হাজার২
তারিফ আদমের জাতে ॥ রূপে শাস্ত্রে এয়ছা কেহ নাহি ভুবনেতে
ইন্দ্র দেব আদম পয়দাস যত জাত ॥ রূপে গুণে এলেমে নাহি
এমনি বিক্ষ্যাত * এই মতে দেব গণে করেন বাখানি ॥ আসিয়া
সাহাবাল বাদসা কহেন এমনি * হুকুম করহে এবে ইন্দ্র দেব গণে ॥
দেহক্তে কন্যার বিহা আদমের সনে * খুসি হইয়া দেবরাজে করিল
হুকুম ॥ দেও যে কন্যার বিহা আদম উত্তম * সবে মিলে দিল
দোওা দোহার উপর ॥ কার্য্য সিদ্ধি হউক দোনের বাড়ুক উম্মর *
কুশলে বঞ্চকে এই জুবক জুবতী ॥ ধনে জনে আয়ুক বাড়ে হউক
নেক মতি * সাহাবাল দেবরাজার পাই অনুমতি ॥ মহলেতে খবর
পাঠায় শীঘ্রগতি * সুভক্ষন নেক ছায়েত কহে দেবগণে ॥ করগো
কন্যার সাজ যত পরীগণে * সুবোধ যতেক বানু প্রধান জুবতী ॥
গাওগো মঙ্গল গীত রঙ্গে রসে নীতি ॥ হুকুম পাইল জবে যত পরী
গণ ॥ রঙ্গে ঢঙ্গে চলে কন্যা করিতে সাজন *

ত্রিপদী * মহলের পরীগণ, হরসীত রঙ্গ মন, রসের রসিক সে
কামিনী ॥ ঘৃতের প্রদীপ হাতে, সুবর্ণের কলসীতে, গোলাব মিলাই
আনে পানি * আসে যত সুবদনী, সব নব জোবনী, টানাটানি করে
ঠেলা ঠেলি ॥ কার হাতে পানি ঘটি,কেহ কারে মারে ছিটি,নানারঙ্গে

করে হুলাহুলি * কেহু২ গীত গায়, কেহ পান গুয়া জোগায়, কেহু কারে হরিদ্রা ছিটায় ॥ এই মত রঙ্গ খেলি, যত সোহাগিনী মিলি, কেহু কারে ঠেলিয়া ফালায়* আতর গোলাব জা.ড়,কেহ কারে ঠেলা মারি,।ভিগাইল অঙ্গের বসন॥ কেহু যে হরিদ্রা বাটি,কার অঙ্গে মারে ছিটি, হুড়াহুড়ি কত পরী গণ * রঙ্গে ঢঙ্গে যত বালি, করে রঙ্গে হুলাহুলি, গেল সবে মহল ভিতরে ॥ সাহাজাদী কোলে করি, রঙ্গে ঢঙ্গে সব নারী, হাসি২ আনিল বাহিরে * সুবর্ণের চৌকি পরে, জামালেরে খাড়া করে, নারী সব অতি রঙ্গ মনে ॥ খাট মাঝে কন্যা রাখি, রঙ্গে ঢঙ্গে যত সখী, খুলি বানুর অঙ্গের বসনে* আঙ্গিয়া ঘাগরি খুলে ইজার কোজা নেকালিলে, পিন্দাইল জরদ কাপড় ॥ নিকলে অঙ্গের রূপ, যেন দুপহরের ধুপ, নারী সব রূপেতে ফাফর * জামালের রূপ দেখি, খুলিতে না পারে আখি,মুর্চ্ছিত হইল পরীগণে ॥ চান্দকে জিনিয়া জ্যোতি, দেখিতে হরষ মতি, নিরক্ষিতে হারায় নয়ানে * জার রূপে মোহ পরী, নারী দেখে ভুলে নারী, কি সাহস রাখে সে পুরুষ ॥ ইন্দ্র আগি দেব লোকে, আরাদি না দেখে যাকে, সেভুলিল দেখিয়া মানুষ * সাবাস মা বাপ তার, এমন পুল্র হয় যার, যার রূপে ভুলে গেল পরী * না দেখিল না শুনিল, মানব এমন হৈল, জারে দেখে পাগল সুন্দরী * জামালের কহে সখী, কি জানি করিলা লোকি, তেইসে মিলিল হেন জন ॥ তোমার কিছমত সতী, পাইলা এমন পতি, কি জানি করিলা আরাধন * চুয়া চন্দন আগরেতে, হরিদ্রা পিসিয়া সাতে, মলি সবে বানুর বদনে ॥ নাচেগায় কতবালি কেহ২ হাতে তালি, ঠেলাঠেলি কত নারী গণে * করিয়া নানান খেলি, জুবতীরা সবমিলি, শুগন্ধ আনিয়া দিল গায় ॥ আনিয়া গোলাব পানি, মলে যত সোহাগীনি, রঙ্গে ঢঙ্গে গোছল করায় * গোছল দিয়া অঙ্গ মোছে, কেহ গায় কেহ নাচে, জড়াজড়ি কেহ গড়াগড় কেহ দেয় বস্ত্র আনি, কেহ লয় কেশ পানি, ভিজা বস্ত্র কেহ লয় চিপড়ি * বানুকে গোছল দিয়া, পালঙ্গেতে বসাইয়া, চারিদিকে বসে সখীগণ ॥ মেহেন্দি দিল হাতে পায়, আতর মলিয়া গায়, করে সে সাজের আয়োজন * কেহ২ শুভধনি, হাতে লিয়া চিরনি, চিরে চুল বান্দিল লটন ॥ স্বর্ণ জাতের পেচনি, ঝাপায় গাঁথা মতি চুনি, তারা

বিচে২ আলমাছ কিস্মতি * এয়ছাই পাথর জোড়া, খোদকারি কাম করা. আপ্তাব হইতে বেশী জ্যোতি * গলে পাঁচলহর মতি, ঝকমক জরির জ্যোতি, চিক ছিকল সোণার হাসলি ॥ কপালে মানিক পাটি কত রঙ্গ পরিপাটি, চমক জেয়ছা মেঘের বিজলি। বাক বাজুবন্দ হাতে, লটকনেতে মতি গাঁথে, লহর যেয়ছা বেলওয়ারের ঝার ॥ পায় মল বাক খাড়ু, পাওজেব ঘুঙ্গুরু, কমরে সোণার চন্দ্রহার * করেতে সোণার চুড়ি, আগেতে কাঙ্গন পরি, অতি সোভা পায় সে জেওরে ॥ এয়ছা ছন্দের কারিগর, বানাইছে জেওর, দেখিতে নজর না ঠাওরে * কানে দিল কর্ণপাত, ঝুমকা লোলক সাত. লহরেতে মতি ছোটা ছোটা ॥ যেমন আন্ধার রাতি, আছমানে তারার জ্যোতি ঝলকিতে আছে গোটা গোটা * নাকেতে বেছর সাজে, মতি গাঁথা তার মাঝে, নাক বিচে বোলাক পরন ॥ বিচে পাথ্যর নিলা ছন্দ, বৈকালে দ্বিতিয়ার চান্দ, লহব জাল মতির লটকন * কপালে সিন্দুর হিঙ্গল, রেতি বসায় দানা গোল, ছোফেদা চন্দন বিচে বিচে ॥ নয়ানে কাজল রেখা, আছমানের ধনু রেখা, ঝলমল বিরাজিতে আছে * দুই ডালিম্বের মত, তারিফ লেখিব কত, কঠার মুখ জিনিয়া বাহার॥ যেন নয়া পদ্ম কলি, যেমন ঢালের ফলি, কুন্দে গড়া চেপুয়া শোনার * দন্ত আনারের দানা, তাহাতে মিসির ছানা, হাঁসি যেয়ছা চমকে বিজলি ॥ চাহিতে বান্দুর পানে, চক্ষেতে চুন্দরি হানে, ভেকাচেকা লাগে বাঘাছলি * পিন্দে সবজা রঙ্গ সাড়ি, কার-চুবি শোনালী জরি, কত রঙ্গ বানাইছে পাখী ॥ অঞ্চলে মউর মউরি আছেন পেগাম ধরি, যে দেখে খুলিতে নারে আখি * কি কব তারিফ তার, হাসিয়া জার ফুলঝাড়, কত রঙ্গ জামদানির কাম ॥ বাদসার বাদসাই বেচে, তবু কি সাড়ির কাছে, না হইবে অঞ্চলের দাম আঙ্গিয়া পারল অঙ্গে, আনার ফুলের রঙ্গে, তার পরে কোরতা গোল বদন ॥ উত্তম তাসের উড়নী, কারচবি জামদানি, ছিরে পায় ঢাকিয়া উড়ন * কিস্মতি জরির জুতি, কত রঙ্গ বসা মতি, সেই জুতি পিন্দে বিবী পায় ॥ জামালের রূপের জ্যোতে, পোসাগ গহেনা জ্যোতে, বান্দুর ছুরতে শোভা পায় * জামালের রূপের জ্যোতে, এই পোসাগ জেও-রেতে. ছাইয়ে যেন ঢাকিছে আগুণ ॥ যেমন ছাইয়ের ফাইটে.

আগুণের জ্যোতি উঠে,এই মত রূপের বদন * করিয়া কন্যার সাজ, রঙ্গিন মহল মাঝ,রাখিলেন পরী সবে লিয়া ॥ আনন্দে সকলে মিলি গোছল করাইতে বলি, চলিলেন দুলা উদ্দেশিয়া *

পয়ার * কন্যাকে সাজাই রাখি মহল বিচেতে ॥ চলিল যুবতী সব দুলা গোছল দিতে * একে নব যৌবন কাম সাজ করি ॥ গোছল দেলাইতে সবে চলে দৌড়াদৌড়ি * একেত বিহার কর্ম্ম অতি আনন্দিত ॥ পরী যুবতী সব কামেতে মোহিত * দেখিতে দুলার রূপ সাদ সবের মনে ॥ পূর্ব্বে হৈতে সবের মনে আসক দ্বিগুণে * লড়ালড়ি গেল সবে সাহাজাদার পাস ॥ নৃত্য গীতে রঙ্গে ঢঙ্গে বড়ই উল্লাস * কামের কামনা সাজ কামিনী সকলে ॥ রতি রসে কাম আসে চলে কৌতুহলে * গুরু গরবতি নাহি সব এক মতি ॥ বৃদ্ধা তরুনা কিবা কুলবতী সতী * কিবা বালা কিবা বুড়া কিবা ইয়া নারী ॥ লাজ্জ সরম ছাড়িয়া সকলি ছুড়া ছুড়ী * দুরে থাকি কাম ভাব হৈল সবের মনে ॥ নিকটে পাইয়া চিত্তে নিষেধ না মানে * খোস বাস গোলাব পানি কলসীতে ভরি ॥ সাহাজাদার নিকটে গেলেন যত নারী * সুবর্ণের খাট রাখিয়া একস্থানে ॥ বাহের আনিতে দুলা চলে রঙ্গ মনে * দেখিয়া সাহার রূপ সবে রঙ্গ মন ॥ হইল সবের চিত্তে ভেটিতে জৈবন * একদুলা নারীগণ ঘিরে শতে শতে ॥ নাহি আটে একস্থানে ধরিব কিমতে * একদুলা শত নারী কেমনে পাবে লাগ ॥ কোন কোন জুবতী মনেতে করে রাগ * যেই ছুয় সেই নারী মনে হয় খুশী ॥ এক পিয়ালা সরবত বহুত পিয়াসী * একেরে ঠেলিয়া একে দুরেতে ফেলায় ॥ ছুড়াছুড়ি করি ভের ঘুরে২ যায় * একেরে টানিয়া ফেলাই আর জনে আনে ॥ সকলেতে ছুড়া ছুড়ি কামাতুরা মনে * গোপ্তের কামনা ব্যাক্ত হইল সবার ॥ লোক লাজ গুরু ভয় নারহিল কার * কামরতি রস ভাবে সব টানা টানি ॥ সবার মনের ভেদ হৈল জানাজানি * দুলার বদনে হাত ছুয়ে যে জুবতী ॥ রজমল উথলিয়া হয় রসবতী * শাশুড়ি সহিত বধু ভাঙ্গে রজমল ॥ মা, বেটি রতিবাতি কামেতে পাগল * শাশুড়ি ঠেলিয়া বধু চাহে যে ভজিতে ॥ মা, ঠেলে বেটি চাহে জাতি মজাইতে টল২ নারীগণ দেখিয়া নাগর ॥ রজমলে তর সবের পিন্দনের কাপড় *

কামে কামাতুরা হৈয়া বেহুসেতে পড়ে॥ পিন্দনের কাপড় খসেগিরে আছে দুরে * লণ্ড ভণ্ড বেহুসেতে রমণী বেবাক॥ রজমলে াহি বাহি জাগা হইছে নাপাক * এইমতে নারীসব হৈয়াছে আকুলি॥ সরমেতে সাহাজাদা না চায় আখি খুলি * কেবল দেওানা ছিল জামালের রূপেতে॥ নহেকি ভুলাইতে পারে এইসব আওরতে * ছয়ফল মুল্লুক বসি আছে খাট মাঝে॥ হেট ছিরে সাহাজাদা বসি রহে লাজে * হেনকালে বিহার লগ্যন উপস্থিত॥ লোক পাঠাইল বাদসা আপনা পুরিত * হৈলকি নাহৈল নাহান বাদসার নন্দন॥ শুভ কামের শুভওক্ত হইছে লগ্যন * একজন সেথা যাইয়া হৈল উপস্থিত নারী সবের হাল দেখে অতি বিপরিত * বেবস্তরে মহিয়াছে কামিনী সকল॥ হোস গোস হারাইয়া ভাঙ্গে রজমল * ত্বরায় বাদসাকে যাইয়া কহিল খবর॥ মহিছে সকল নারী হৈয়া বেবস্তর * বৃদ্ধ বালা জুবতীরা যত কুলবতী॥ নারী সব কামেতে হইছে রজবতী * গুরু গরবিত কার না রহিল ভেদাভেদ॥ লাজ ভয় সজ্জা ভাতি না মানে নিষেধ * পরীর রমণী সব কামেতে মজিছে॥ হেটছিরে সাহাজাদা খাটে বসিয়াছে * বাদসা শুনিয়া বাত চলে তাড়াতাড়ি॥ যাইয়া পৌছিল বাদসা আপনার পুরি * নারী সবের হাল দেখে বাদসা অবাক॥ মালেকার মায়েরে কহে মাজেরা বেবাক * তুমি আর গোল মেহেরা মালেকা খাতুন॥ ছবর ভানু মাতা মেরা এই চারি জন * তুমি সবে গোছল করাও সাহাজাদারে॥ সাজাও সাহার তরে নিরালা মন্দিরে * চারি বিবি শুনিয়া চলিল একসাত॥ ঐ জাগা হৈতে সাহা আনিয়া তফাত * আনিল গোলাব পানি ডালিয়া আতর তেল গিলা সোন্দা মেথি কস্তুরী আগর * বদন মলিয়া খুব করিয়া অপটন॥ খোস বোয় গোলাব পানি গোছল নাহান * ভিজা কাপড় ছাড়ি পিন্দে পবিত্র বস্তর॥ ছবর ভানু বুড়ি কহে বাদসাকে খবর * গোছল দিয়াছি দুলা কর আসি সাজ। দেও যে কন্যার বিহা নাকর বেয়াজ * সাহাবাল শুনিয়া চলে রাজা সব লিয়া॥ আনিল বাদসার বেটা কোলেতে করিয়া * বসাইয়া সাহাজাদাকে সবার বিচেতে॥ আপন হাতে সাহাবাল লাগে সাজাইতে *

ত্রিপদী॥ সাহাজাদা বসাইয়া, পবিত্র পোসাগ লিয়া, পিন্দা-

ইল মিছালে মিছালে ॥ পায়জামা সাটিনের, কারচবি সুবর্ণের, নেওার শোনার তারে জালে * পরিল সুবর্ণের জামা, কিকব তাহার সিমা, শোনার তারে কারচুবি জামদানি ॥ সঞ্জাপ যে হাসিয়াতে, চুন্নি মতি বসা তাতে, ঝকমক তারার চমকানি * বান্ধিল কমরবন্দ, কিকব তারার ছন্দ, আলোতে মানিক্য জরিনা ॥ কারচুবি রুমাল হাতে, ফুল বুটা শোনালিতে, সিরে পাগ শোনার চিরনা * বল্লি চিকন মলমল সোণার ফুলে ঝলমল, গায়ে উড়ে মেহিন চাদর ॥ বদনে ছুরত এমনি পূর্ণিমাসী চন্দ্র যিনি, উজালা হইল সে নগর * এমতে করিয়া সাজ বসাইল সভা মাঝ, রাজা বাদসা চৌদিগ বসিয়া ॥ পরীর দেশের চালে, দিল সাদি ঐ মিছালে, দোয়া করে সকলে মিলিয়া * আদম হাওার জেয়ছা, মহব্বত হউক তেছা, আর যেছা এবরাহিম ছারার ॥ ইউছফ জোলেখার মত, হউক দোহার মহব্বত, আর জেছা মুছা হরার * যেছা রছুল আয়সার, আলী আর ফাতেমার, এহা মহব্বত হউক এ দোহার ॥ এইমতে সব জনে, দোওা করে খুশী মনে, যত লোক আছিল সবায় * সাহাজাদা কোলে করি, বাদসা যায় নিজ পুরি, পৌছিল কন্যা যেইখানে ॥ ধরিয়া কন্যার করে, শুপি দিয়া সাহাজাদারে, গেল সাহা বাহির দালানে * যতেক জুবতী নারী, ডুলা ডুলাহিন ঘিরি, বসে সবে হরসিত মন ॥ পরীর জাতের নিলা, খেলিল যতেক খেলা, যেইমত পরীর চলন *

পয়ার ॥ আল্লাতালা হুকুম করে রছুলের স্থান ॥ করহে সকল লোক নিজ কন্যা দান * হজরত রছুল বেটি আলীকে শুপিল ॥ এই সব চলাচল সংসারে রহিল * বিহার মঙ্গল আদি যতেক বেভার ॥ সোণার গেরুওা হাতে কন্যা ও ডুলার * নবীন রূপসী কন্যা পূর্ণিমাসি শশী ॥ জবান তোতার মত মুখে মন্দা হাঁসি * বচন রসের হাঁসি অমৃতের ধার ॥ গোলাব আতর ছিটে রসের বাহার * হাঁসনে রসের হাঁস চমকে বিজলি ॥ ডুলা কুরি সোণার গেরুওা মিলামিলি * পোহাইল সেইরাত্রি খেলা মেলায় সুখ ॥ সাহাজাদা হরসিত পাইল মাশুক * দোয়া দেয় সকলেতে জুবা বৃদ্ধ বালা ॥ বঞ্চুক এই ডুলা কন্যা রসেরঙ্গে মিলা * জোলেখা ইউছফের যেয়ছা আছিল মহব্বত ॥ ছয়ফল জামালের দুস্তি হউক সেইমত * আলী ফাতেমার জেছা

আছিল পিরিত ॥ রছুল বঞ্চিল যেছা আয়সার সহিত * ইবরা হিম ছারার ছিল যেমন মিলন ॥ তেমনি বঞ্চক রঙ্গে এই দুই জন * জাবতক চন্দ্র সূর্য্য আকাশে বিরাজ ॥ তবতক থাকে দোন দুনিয়ার মাঝ * হউক হউক দোন মন কৌতূহলে ॥ ধনেজনে পুত্রে পৌত্রে বঞ্চক কুশলে * গান বাজা রঙ্গেঢঙ্গে জতেক রমণী ॥ তবল তাম্বুরা বাজায় নাচেন ডুমনি * কুলনিত্তি যত ছিল যাতের বেবার ॥ করিল সকল কাম যে ছিল আচার * হরসিত সাহাজাদা হাসিতে হাসিতে ॥ বাহেরেতে গেল সাহা সবার সাক্ষাতে * আদবে ছালাম করে শ্বশুরের পায় ॥ রাজা বাদসা সবাকারে তছলিম জানায় * ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া একেস্তর ॥ দোওয়া দিল কুরির দারাজ উম্মর * বিদায় হইয়া দেবগণ গেল নিজ স্থান ॥ যতেক পরীর নারী ধরিল জোগান * মালেকার মাতা আর মালেকা সুন্দরী ॥ বাদসা সমেত সব গেল নিজ বাড়ী * সাহাবাল বাদসায় দামাদ লইয়া কোলে ॥ রঙ্গে ঢঙ্গে হাসি খুশী চলিল মহলে * ছবরভানু পরী আর অবলা সখীরা ॥ সাহাজাদাকে লিয়া গেল জামালের ডেরা * রঙ্গরসে জুবতীরা নাচে গায় ঢঙ্গে ॥ দিন কাটে বিনোদিরা এইমত রঙ্গে * দিন গেল সন্ধ্যা হইল রাত্রের আমলে ॥ সাহা বানু ঘরে রাখি কামিনী সকলে * হাতে হাতে টিপা টিপি চক্ষেতে ঠারন ॥ জুবক জুবতী দোন কামে উচাটন * ছবর ভানু তাফাত করিল সবাদেরে ॥ ঘরের দরওাজা বান্ধি সকল বাহিরে * নিরালা মন্দির পাই নাগর নাগরী ॥ কাম রসে জলে দোন হইল জড়া জড়ি * আসিলেন রসমুখী করি কাম সাজ ॥ রতি রসে হইল কুশস্থ সয্যা মাঝ * কামিনী কামনা সাজ দেখিয়া নাগরে ॥ খিদা রতি খাইতে ভাত চাহে দোন করে * কাম রসের ভোমরা মাঙ্গেন রসবতি ॥ লোক লাজে নহে২ বলেন জুবতী * কামাতুরা সাহা অতি কামিনী লজ্জিত ॥ বাহিরেতে সখীগণ হাসিয়া মোহিত * বহুকালের পিয়াসা ছামনে মিঠা পানি ॥ নিষেধ না মানে চিত্তে ধরাবে কেমনে * এই মতে কহি কহি হাসে সব সখী ॥ সাহাজাদার কানে কানে কহে চন্দ্রমুখী * ক্ষেমহ জাবত ঘরে যায় সখীগণ ॥ সহজেতে খাও খানা করিয়া রন্ধন * কামাতুরা সাহা অতি ধরে বানুর গলে ॥ উহু উহু নহে নহে বিনোদিনী বলে * কোন দিন

নাহি জানে রতি কারে কয় ॥ সরমেতে সাহাজাদী চক্ষু মুন্দি রয় * বাহিরেতে চতুরভিতে হাঁসে সব পরী ॥ সাহাজাদা আকুল বড় লজ্জিত সুন্দরী * ক্ষেনে বাহু ধরিয়া তুলিয়া লয় কোলে ॥ ক্ষেনে কুচে দোন হাতে ধরে কৌতুহলে * ক্ষনেক পিন্দন বস্ত্র চাহে খসাইতে ॥ ক্ষেনেক বাড়ায় হাত গুপ্তস্থান ভিতে * কামাতুর অত্যন্ত দেখিয়া দুই জনে ॥ লাজ সম্বরী ঘরে গেল যত সখী গণে *, হাতে২ টিপা টিপি করি ঠারা ঠারি ॥ হাঁসিতে২ ঘরে গেল যত নারী * নীরব নিরালা যদি হইল মন্দির ॥ ফুটিল কমল কলি ভোমরা অস্থির *

ত্রিপদী * প্রদীপ পতঙ্গে দেখি, হইয়া প্রেমের সুখী, ঝাপি২ পড়ে তরঙ্গেতে * বিকসে ফুলের কলি, রহিতে না পারে অলি, মধু লোভে বসেন ফুলেতে * দোন কাম রসে তর, খোলে দোন দপ্তর, মাতিলেন দোন রস খেলা ॥ কাঁপিয়া দোহার অঙ্গ, লাগিল সঙ্গিনীর সঙ্গ, নিভায় দোহার কাম জ্বালা * ঘুঙ্গুরের ঝন২, বাজিছে ঘন ঘন, কাঙ্গন বালার ক্ষেনে২ ॥ পিয়ার কানে মুখ রাখি, চুপে কহে চন্দ্রমুখী শুনিলে হাঁসিবে সখীগণে * সাহা কহে প্রিয়সী সাতে, কে জানিবে এত রাতে, লাজ সস্কা ছাড় প্রিয়সি ॥ আজুকার পিরিতি যেমন, আর না পাইবা তেমন, বড় মজা আজুকার খুসী * ক্ষেনে কুচে কমলে, দোন হাতে ঘনে মলে, মুখে গলে চুমে ঘন২ ॥ নয়া মতি পারিজাদী সাহাজাদা নয়া থরাদি, হীরার ভরে করিল ছেদন * ক্ষণে২ কোলে বয়, বসে দোন মজা লয়, ক্ষণে২ বিছানে শুইয়া ॥ ঘামিল দোহার অঙ্গ, তবু নাহি ছাড়ে সঙ্গ, মুখে২ রহিল মিসিয়া * যত সুখ সেই সমে, লেখিতে নারি কলমে, রসিকেরা বুঝ ইসারেতে ॥ দোনের দোনে লিল, দোহে দোহার মজা পাইল, রঙ্গেঢঙ্গে নিন্দ নাহি রাতে * দুই জনে এই মতে, শ্রম করে আনন্দেতে, কসা কসি ধরে বাহু২ ॥ যেন পূর্ণিমাসী চান্দ, ধরিল পাতিয়া ফান্দ, গ্রহণ করিল যেন রাহু *

পয়ার ॥ এইমতে রস খেলা জুবক জুবতী ॥ শ্রম করি নিন্দে যে চাপিল শেষ রাতি * রাত্র প্রভাত কুকিলা ফুকারে ॥ সাহাজাদা জাগিয়া গেলেন স্বরবরে * রাত্রে বিহার শ্রম অতিশয় করি ॥ নিদ্রায় বেভর শুয়ে আছেন সুন্দরী * ছবরভানু বুড়ি ঘরে উকিদিয়া চায় ॥ বেবস্ত্র বাদিউজ্জামাল শুয়ে নিদ্রা যায় * বসনের নাম নাহি জামায়ের

অঙ্গে ॥ খসিয়া মাথার চুল লোটায় পালঙ্গে * বিছানাতে ছিতরিছে ছিড়ি গলার হার ॥ ঠাই ছাড়া হইয়াছে যত অলঙ্কার * টেড়া বেকা হইয়াছে নাকের বেসর ॥ রজমলে ঘামে তর পিন্দনের বস্তর * ভানু মত দুই চক্ষে কাজল আছিল ॥ পাসরিয়া কালী মুখ হইয়াছে কাল* মেসির লাগি দুই ঠোঁটে আছিল বাহার ॥ কিছু চিন্ন নাহি তার ঠোটের মাঝার * গালেতে বসিছে দাগ বত্রিশ দন্তের ॥ দুই কুচ পরে দাগ আচড় নোখের * দেখিয়া ছবরভানু হাঁসি খুসী মন ॥ হাতে ধার জামালেরে করিল চেতন * বুঝিগো জামাল আজি পিয়ার পাঠশালে আপনার নিজ পুস্তক খুলে দেখাইলে * সাহাজাদা শুনে বাত মুচকিয়া হাঁসে ॥ কহে এখন উঠি ভাঙ্গে নিন্দের আলিসে *

লঘু ত্রিপদী * বসিল জামাল, হইয়া খোসাল, পিন্দেন কাপড় ঝাড়ি ॥ দোহার মলরঙ্গে, বস্ত্র গেছে ভিজে, দেখে হাঁসে যত পরী * সবে হাঁসি বলে, পিয়ার পাঠশালে, নূতন পাঠ পড়িছে ॥ রান্ধন ভোজন, না জানে কখন, নয়া নুতন শিখিছে * হাতেতে ইসারে, চক্ষে চক্ষে ঠারে, হাঁসি হাসি জুবতিরা ॥ পিয়ার রসে, অঙ্গ অলসে সঙ্গ সঙ্গনির ধারা * খসিয়া লোটন, চুল আউলন, মুখ কালা কাজলে ॥ গলার হার ছিড়ে, বিছানে ছিতরে, কত পালঙ্গের তলে * জতেক গহেনা, আছিল পরনা, ঠাই ছাড়া হইছে ॥ নথ ছিল নাকে, চুম চুমি মুখে, টেরা বেকা হইছে * গালে দাগ দন্তের, কুচে দাগ নোকের, বদন লহুর বরন ॥ দেখি সখাগণ, হাসি হাসি কন, রঙ্গ চাতুরি বচন *

পয়ার ॥ চাতুরি বচন কহে খাড়া আসে পাসে ॥ হেট ছিরে লাজে বানু মুচকিয়া হাসে * ছেহেলি বান্দি আনে কত পানির কলসি ॥ আতর গোলাব পানি করে খোসবাসী * সবে মিলে জামালেরে গোছল করাই ॥ ভিজা বস্ত্র বান্দি দাসী করেন ছাফাই * নগরবাসী যত নারী সব আনন্দিত ॥ ছবরভানু বুড়ি কান্দে লোটায় ভুমিত * সবে বলে কি হইল সুখেতে অসুখ ॥ কেন কান্দ বুড়ি তোমার মনে কিবা দুখ * ছয়ফল মুল্লুক আর বদিউজ্জামালে ॥ বুড়ির কান্দন দেখি কান্দেন সকলে * গোল মেহেরো বেগম আসে শাশুড়ি যেথায় ॥ কান্দিয়া লোটিয়া পড়ে শাশুড়ির পায় * বাদসা

শুনিল যদি কান্দনের রোল ॥ আন্দরে আসিল বাদসা হইয়া বেয়াকুল * আপনা কবিলা আর বেটি ও দামাদে ॥ ছবর ভানু পুরবাসী সকলেতে কান্দে * বুঝিতে না পারে বাদসা হইল কি ধারা ॥ বেগমেরে জিজ্ঞাসিল এহার মাজেরা * সুখেতে অসুখ কেন কান্দনের ধনি ॥ কহ কহ এহার মাজেরা কহ শুনি * বেগমে বলেন এহা কহিতে না পারি ॥ বেটি কান্দেন আর কান্দেন শাশুড়ি * পুরবাসি নারী যত কান্দে সর্ব্বজন ॥ সবার কান্দনা দেখি আমার কান্দন * জিজ্ঞাসিল বাদসা ফের বেটি দামাদেরে ॥ কি দুক্ষেতে কান্দিতেছে বলনা আমারে * ছয়ফল মুল্লুক কহে কহেন জামালে ॥ দাদিজীর কান্দনে কান্দি আমরা সকলে * শুনিয়া সাহাবাল বাদসা জিজ্ঞাসে মায়েরে * কি দুক্ষেতে কান্দ আম্মা বলনা আমারে * আমার বেটির বিহা সব আনন্দিত ॥ তোমার কান্দনা দেখে সকলে দুক্ষিত * কি দুক্ষেতে কান্দ মা সে কথা বল না ॥ না কহিলে গোলেস্তা এরম হবে ফানা * ছবর ভানু বলে বাবা সরমের বাত ॥ কি কহিব সেই দুক্ষু তোমার সাক্ষ্যাত * বদিউজ্জামাল তোমার নবিন বয়সী ॥ কত রঙ্গ তামাসায় তার মন খুসী * আর সে পাইল পতি চান্দ পূর্ণিমাসি ॥ বদিউজ্জামালের মন হর বাতে খুসী * আমি যদি হৈতুন এখন নবিন ছুরতি ॥ রং তামাসায় নৃত গীতে পাইত হেন পতি * এই দুক্ষ মনে উঠে কান্দি একারণ ॥ শুনিয়া সাহাবাল সাহা কহেন তখন * এই কি আজব কথা যদি লোকে শুনে ॥ সরম দিবেক লোকে যেখানে সেখানে * তোমার লাজেম এখন খোদাই ভক্ত হও ॥ ঝি জামাই তুষ্ট থাকে এই দোওা দেও * এমত কহিয়া সাহা গেল তক্তপর ॥ কান্দনা ছাড়িয়া সবার খোসাল অন্তর * বদিউজ্জামাল আর ছয়ফলমুল্লুক ॥ নিরালা মন্দিরে থাকে হামেসা কৌতুক * দিবা রাত্র রস খেলা না ছাড়ে তাহারা ॥ কেহ কারে ছাড়ে নহে সঙ্গিনির ধারা * একরাত্র ছয়ফল মুল্লুক ছিল নিন্দে ॥ ছায়াদেরে স্বপন দেখে উঠিলেন কেন্দে * মালেকার আসকে ছায়াদ হৈয়াছে দেওানা ॥ বেহুসে পড়িয়া আছে তেজি খানা পিনা * মালেকার মাতা শুনে হইল লাচার ॥ দাওা পানি করে বলে মৃগির বিমার * ওজা কবিরাজ কত করিল মৌজুদ ॥ নাহয় আরাম করে জতেক ঔষধ * খোয়াবে ছায়া-

দের হাল দেখে সাহাজাদায়॥ চিক্কড়িয়া কান্দে উঠে করে হায়২ * কতক্ষণ বাদে সাহার চাপিলেন ঘুমে॥ বদিউজ্জামালে শুনে পড়িলেন গমে * কি স্বপন দেখি জানি উঠিল কান্দিয়া॥ জাগাইব প্রাণ নাথ কেমন করিয়া * আপনার স্তনে বান্নু তৈল যে মাখিয়া॥ দাবেন সাহার অঙ্গে সেই স্তন দিয়া * কি জানি পিয়ার অঙ্গে পায় যদি দুখ মহা পাপি হৈয়া তবে ভূগিব দোজখ * স্তন দিয়া সাহাজাদী দাবিতে আছিল॥ নিন্দ ভঙ্গ সাহাজাদা জাগিয়া উঠিল * বান্নু বলে পিয়া কি দেখিলা স্বপন॥ কি দেখিয়া চিকড়িয়া করিলা কান্দন * স্বপনের কথা সাহার মনে উঠে ভাসি॥ কান্দে কান্দে বলে সাহা ও প্রাণ প্রিয়সী * প্রাণের দুর্ল্লভ মোর দোস্ত এক জন॥ মালেকার আসকেতে হৈয়াছে জনুন * এখন বিদায় মোরে কর খোসালিতে॥ সরন্দিপে জাব আমি দোস্তকে দেখিতে সাহাজাদী কহে নাথ কি কহিলা বানী॥ তিলদণ্ড না দেখিলে বাচে না মোর প্রাণী * নাদেখি তোমারে আমি রহিতে নারিব॥ আপনি যাইবে যথা আমি সাতে জাব * ছয়ফল মুল্লুক বলে সোনগো পিয়সি॥ সশুর নিকটে আমি বিদায় হইয়া আসি * এইমতে বাতে চিতে পোহাইল রাত॥ ফজরে চলিল সাহা বাদসার সাক্ষ্যাত * নজরে দেখেন বাদসা সাহাজাদার তরে॥ আছমানেতে ভানু জেমন উঠিছে ফজরে * গোম সোগ নাহি মনে শুখে ভোগে খায়॥ রূপের জোওয়ার যেন ঢলিয়া বেড়ায় * মনে মনে সাহাবাল এই মতে বলে॥ আছমানে উদয় ভানু এমন সকালে * চক্ষেতে চুন্ধরি হানে রূপের চটকে॥ ছালাম করিয়া খাড়া ছয়ফল মুল্লুকে দেখি বাদসা আদরিয়া বসাইল কোলে॥ কহে বাবা কেন আসো এমনি সকালে * সাহাজাজা বলে শুন কেবলা আলম্পনা॥ বহুত দরকার মেরা সরন্দ্বিপে জানা * ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা আছেন তথায়॥ তাহার তালাসে আমি জাইব সেথায় * বিদায় করেন মোরে খুশী হইয়া দিলে॥ আসিয়া কদম বোছি করিব বাচিলে * এবাত শুনিয়া বাদসা কহে দামাদেরে॥ কেমনে বিদায় আমি করিব তোমারে না দেখে তোমারে আমি রহিতে না পারি॥ মরিবে তোমার সোগে তোমার সাশুড়ি * বদিউজ্জামাল যদি শুনে এখবর॥ তখন হইবে

খুন খাইয়া জহর * ছবর ভানু মাতা মোর সেহ না বাচিবে ॥ সরন্দিপে জাইতে বাবা তোমারে না দিবে * সাহাজাদা বলে শোন আরজ আমার ॥ সরন্দিপে জাওা মেরা বহুতি দরকার * বদিউজ্জামাল বানু জাবে মেরা সাতে ॥ আপনে আন্দেসা নাহি কর কোন বাতে * বাদসা বলে শুন বাবা এবাত আমার ॥ ছবর ভানু মাতা মেরা বাড়ীর মোক্তার * আমার বেগম যেই সাশুড়ি তোমার ॥ তারা সব রাজি হৈলে মানা নাহি আর * শুনিয়া ছয়ফল মুল্লক চলিল ত্বরায় ॥ ছবরভানু বুড়ি যেথা গেলেন তথায় * ছালাম করিয়া খাড়া বুড়ির হুজুরে ॥ বুড়ি বলে কেন আইস এমনি ফজরে * সাহাজাদা বলে দাদি আরজ আমার ॥ সরন্দিপে জাওা মেরা বরই দরকার * ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা আছেন তথাতে ॥ মা বাপ ছাড়িয়া ফিরে মেরা সাতে সাতে * আসক আছিল সে মালেকার উপর ॥ কিহালে কেমন গতি না মেলে খবর * ছবর ভানু বলে সাহা এ কেমন খেয়াল ॥ কেমনে জাইবে ছাড়ি বদিউজ্জামাল * নাহক নাহক ভাই এই সব বানি ॥ শুনিলে মরিয়া জাবে আমার নাতিনি * সাহাজাদা বলে দাদি না ভাব এবাতে ॥ তোমার নাতিনি বানু যাবে মেরা সাথে * তুমিও আমার সঙ্গে হৈয়া চল সাথি ॥ করাহ দোস্তের বিহা কৈরে ওকালতি * ছবরভানু শুনে বড় হৈল খুশী মনে ॥ চল২ যাই তোমার শাশুড়ি ছামনে * গোল মেহেরা সাথে গেলে কামে খুবি পায় ॥ এবলিয়া দোন জন গেলেন তথায় * গোল মেহেরা দেখে যদি দামাদ শাশুড়ি ॥ তাজিমে হইল খাড়া করে তাড়াতাড়ি * দুই জনে দুই কুরছি দিলেন বসিতে ॥ ছয়ফল মুল্লুক আগে লাগিল পুছিতে * এত ভোরে আসা কেন না বুঝি মাজেরা ॥ জামালের সাথে বুঝি হৈয়াছে ঝগড়া * কি কহিছে কি বলিছে কহ মেরাঠাই ॥ তকছির হইলে বেটির করিব সাজাই * কান্দে কান্দে কহে সাহা শুন আম্মাজান ॥ ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা পরানের পরান * আসকে বেহাল আছে মালেকার ছুরতে ॥ সরন্দিপে যাব আমি তাহাকে দেখিতে * বদিউজ্জামাল যাবে ছবর ভানু দাদি ॥ মেহেরবানি করিয়া আম্মা আপে জান যদি * তবেত আমার হক্কে বড় বেহতর ॥ নতুবা সরন্দিপে আমি যাব একাশ্বর * এবাত কহিয়া সাহা লাগিল

কান্দিতে * টলমল চক্ষের পানি পুছে দোন হাতে * সাহা-জাদার কান্দন দেখি বেগমের কান্দন॥ মুখেতে নিছনি লৈয়া গালেতে চুম্বন * তোমার কান্দনে বাবা বিদরে জীবন॥ চল বাবা সরন্দিপে যাইব এখন * সারথি ডাকিয়া বেগম করেন ওাকিফ॥ তুরিতে সাজাও রথ যাব সরন্দিপ * বেগমের হুকুম যদি পাইল সারথি॥ তৈয়ার করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি * বাদসার নজদিগে বেগম হইয়া বিদায়॥ বেটি জামাই সাথে লিয়া সরন্দিপে যায় * ছয়ফল মুল্লুক বলে বদিউজ্জামাল॥ ছবরভানু বুড়ি চলে হইয়া খোসাল * সাহা-জাদা সাহাজাদী আনি দুই জনে॥ জেওর পোশাগে সাজে নানা আভরণে * ছুরত জুবতী দেখে কত সখীগণ॥ নানা বর্ণ জেওরাত পোসাগে সাজন * গোল মেহেরা পরী সাজে ছবরভানু বুড়ি॥ সকলে চলিল রথে ধুম ধাম করি * সারথী সাজায় রথ খুব রঙ্গে ঢঙ্গে॥ রথে চড়ি সকলে চলিল সরন্দিপে * সুন্যেতে উড়িল রথ বাতাসেতে ভর॥ তিন দিনে পৌছে যাইয়া সরন্দিপ সহর * সারথি নামায় রথ সরন্দিপের ঘাটে॥ উতরিয়া পরী সব চলিলেক হাটে * ছয়ফল মুল্লুক যায় চৌবুতারা ঘরে॥ পরী সব চলি যায় বাদসার আন্দরে * মালেকার মাতা আর মালেকা সুন্দরী॥ উথলিল অতি রঙ্গে দেখে সব পরী * বদিউজ্জামালের মুখ দেখে মালেকার মায়॥ আদবে ছালাম করি চুমিলেন পায় * বদিউজ্জামালে মায় মালেকারে দেখে কোলে উঠাইয়া লয়ে চুমিলেন মুখে * মালেকার মায় দেখে বদিউ জ্জামাল॥ কোলে উঠাইয়া লয় চুম্বেন কপাল * ছবরভানু বুড়ির পায় চুমেন সকলে॥ বসাইল সকলেরে যার যে মিছালে * মালেকার মাতা আর পরী গোল মেহের॥ একসাতে বসে খুলে কথার দুয়ার বাতে চিতে আছে সবে অতি রঙ্গ মনে॥ ছলফলমুল্লুক গেল ছায়াদ জেখানে * মালেকার আসকে ছায়াদ আছে বেহুসিতে॥ ছয়ফল মুল্লুকে তারে লাগিল ডাকিতে * মুখে না জওাব দেয় আখি নাহি খোলে॥ দুই চক্ষের ধারা পানি গাল বাইয়া চলে * ছয়ফল মুল্লুকে দেখে করে হায়২॥ গলেধরি উঠাইয়া কোলেতে বসায় * ঢলিয়া২ পড়ে মোর্দ্দার মতন॥ ছয়ফল মুল্লুকে করে চিকড়ি কান্দন * বদিউ জ্জামালে শুনে কান্দনের রোল॥ ত্বরায় চলিল বানু হৈয়া বেয়াকুল

সাহাজাদা কান্দে ধরে ছায়াদের গলায় ॥ সাহাজাদী কান্দে পড়ে সাহাজাদার পায় * কান্দনের রোল শুনি জামালের মায় ॥ যেখানে কান্দনের রোল গেলেন তথায় * বেটি দামাদের হাল দেখে গোল মেহার ॥ যাদু২ বলে পড়ে খাইয়া কাছাড় * কান্দনের বড় রোল হইল সেখানে ॥ চলিল মালেকার মায় আর ছবর ভানে * সঙ্গের সঙ্গিনী পরী গেল বান্দিদাসী ॥ কান্দেন সকল লোক যত পুরবাসী

ত্রিপদী ॥ ছাদ ছয়ফলের সোগে, কান্দেন সকল লোকে, কান্দে আর বদিউজ্জামাল ॥ জামালের মাতা কান্দে,কেশ বেস নাহি বান্ধে দেখে বেটিদামাদেরহাল * কান্দেন ছবরভানু, সোকেজার২ তনু,আর কান্দে মালেকার মায় ॥ কান্দে সব পুরবাসি, কান্দে যত বান্দিদাসী, মনে২ খুশী মালেকায় * ছায়াদের প্রেম আগুণে, মালেকার কলেজায় ভুনে, কাম জালায় জলে খুন ॥ গোপনে খোদার আগে, মালেকায় বর মাগে, নিবাওমোর মনেরআগুণ * কান্দনের বড়রোল, হৈলবড় সোর গোল, শুনে বাদসা থাকিয়া কাচারি ॥ কাচারি বরখাস্তকরি, বাদসা চলিলবাড়ী, লাঙ্গাপায়চলেতাড়াতাড়ি * দেখে বাদসায় হয়রান, কান্দে সবে পেরেশান, জিজ্ঞাসিল বেগমে ডাকিয়া ॥ বদিউজ্জামাল পরী দাদি মাতা সঙ্গেকরি, কান্দে সবে কিসের লাগিয়া * কান্দেন ছয়ফল মুল্লুক, তার মনে কিবা দুখ, নাহি বুঝি কান্দনের ভেদ ॥ কান্দে যত বান্দি দাসী, কান্দে আর দেববাসী, কিজন্য সবার মনে খেদ * বাদসার বচন শুনি, সাহাজাদা গুনমনি, হাত জোড়ে বাদসার ছামনে আদাব ছালাম করি,কদম ছামটিয়া ধরি,কহে সাহা মধুর বচনে * বাদসার কদম ধরে, সাহাজাদা আরজ করে, নিবেদন শুন আলম্পনা হুকুম পাইলে সাহা, কহি মনে আছে যাহা, মেটে তবে মনের বাসনা * বাদসা বলে শুন বাবা, জা চাহিবা তা পাইবা, এহাতে ওজর নাহি তার ॥ কিন্তু মোর জরু ছাড়া, আর যত চিজ মেরা, সব চিজ তোমার এক্তেয়ার * যদি চাহ বাদসাই, তাতে নিষেধ নাই, চাহ যদি মেরা সব মাল ॥ চাকরান যত আছে, দোস্ত বান্দা তেরা কাছে হুকুমে থাকিবে হামে হাল * মালেকায় মোর সাহাজাদী, যদি চাও করিতে সাদি, এতে মোর নাহিক ওজর ॥ যে কাম করিছ তুমি

সাধ্য কি সুধিব আমি, জবতক রোজ মোহাসর * কহ ২ কি কহিবে জাহা চাহ তাহা পাবে, করার করিনু যে বচনে ॥ সাহা কহে বরাবর যে কথা মনেতে মোর, বেক্ত নহে কহিব গোপনে *

পয়ার ॥ এত শুনি বাদসা ধরে সাহাজাদার হাতে ॥ সাহাজাদারে লিয়া গেল খেলওত খানাতে * নিরালা মন্দিরে গিয়া লাগায় কেওাড় ॥ বাদসা বলে কহ বাবা কি কথা তোমার * ছয়ফলমুলুক বলে শোন আলমগীর ॥ খাতা হৈলে মাফ দিবেন আমার তকছির * তবেত মনের কথা কহি পানা তলে ॥ দিলের মতলব মেরা গ্রাহ্য হইলে * বাদসা বলে জা কহিবা মঞ্জুর আমার ॥ এক বাদে যাহা চাও সকল তোমার * আমার যে জরু ছাড়া যে চিজ চাহিবে ॥ তাহাতে ওজর নাহি বেওজর পাবে * যে কাম করিছ তুমি আমার ভালাই ॥ তার সোদ দিতে পারি হেন সাধ্য নাই * কোন চিজ মাঙ্গ তুমি বল এইসম ॥ না কর আন্দেসা দিলে না কর সরম * সাহা বলে আরজ জোনাবে আপনার ॥ মিছিরে ছফিয়ানি বাদসা পিতা যে আমার * তাহার উজিরের নাম হামিদ আহাম্মদ তার এক বেটা আছে নামেতে ছায়াদ * এলেমে আক্কেল খুব ছুরত জামাল ॥ হিম্মতে মর্দ্দমি খুব ফাহামে কামাল * হুজুরের ফরজন্দ যে মালেকা সাহাজাদী ॥ ছায়াদ মালেকার চাহি করাইতে সাদি * এই যে আরজ মেরা রাখ আলম্পনা ॥ মেহের করি রাখ ছায়াদ করিয়া আপনা * এবাত শুনিয়া বাদসা হেটছিরে রহে ॥ দিলেতে পেচতাব খায় কিছু নাহি কহে * ঘড়ি এক বাদে বাদসা উঠাইয়া মাথা ছয়ফল মুলুকের আগে কহে এই কথা * যে কথা কহিলা বাবা মঞ্জুর আমার ॥ মালেকার সাদি বাত বেগমের এক্তার * বেগমের কাছে জাই কহনা বাবাজি ॥ বেগম কহিবে যাহা আমি তাতে রাজি ছয়ফল মুলুকে শুনে চলিল আন্দরে ॥ দস্ত জোড়ে খাড়া হইল বেগম হুজুরে * ছয়ফল মুলুকে দেখি মালেকার মায় ॥ মুখেতে নিছনি লিয়া কোলেতে বসায় * কহ কহ যাদু মনি কুসল মঙ্গল ॥ সাহাজাদা বলে মাতা আল্লার ফজল * আল্লার রহম আর তোমার কৃপায় ॥ বদিউজ্জামাল মাসুক মিলাইছে খোদায় * তোমার গুণের দাদ দিতে না পারিব॥ জেন্দেগী ভরিয়া গুণ এয়াদ করিব * কিন্তু এক

আরজ্ঞ মাতা কদমে তোমার ॥ সে কথা কহিতে বড় লাগে ভয় ক্কার
মালেকার মাতা বলে কোন ভয় নাই ॥ যে কাম করিছ তুমি আমা-
দের ভালাই * দানব মারিয়া উদ্ধার কর মালেকায় ॥ কেয়ামত তক
এহা না হবে আদায় * কহ ২ বাছা ধন কি কাম তোমার। তোমার
সেকাম নহে সেকাম আমার * তোমার কামেতে যে হাজির মেরা
জান ॥ মনের বাসনা তোমার করনা বয়ান * ছয়ফলমুল্লুকে
বলে শোন আম্মাজান॥ ছুফিয়ানি আমার বাবা মিছির ছোল-
তান * তাহান উজির বড়া হামিদ আহাম্মদ ॥ তান বেটা দোস্ত
মেরা নাম তার ছায়াদ * আপনার বাহের বাড়ী চৌবুতারা ঘরে ॥
গোলেস্তা এরোমে গেনু রাখিয়া তাহারে * আল্লার মেহের কিন্তু
তোমার কৃপায় ॥ বদিউজ্জামাল পরী মিলায় আমায় * কিন্তু এক
আরজ আমার রাজি হও যদি ॥ মালেকার সাতে চাহি ছায়াদের
সাদি * আমার এই খাতা মাফ কর আম্মাজান ॥ মালেকারে দিয়া
আম্মা রাখ মেরা মান * এবাত শুনিল যদি মালেকার মায় ॥
হেট ছিরে বসি থাকে ঘড়িচারি প্রায় * কতক্ষণ পরে বিবী উঠাইয়া
মাথা ॥ ছয়ফলমুল্লুকের আগে কহে এই কথা * শোনবাবা সাহাজাদ
আমার বচন ॥ যে কথা কহিলা তুমি আজব কথন * সে হৈল উজি-
রের বেটা মালেকা সাহাজাদী ॥ চাকরের সঙ্গে হয় মনিবের সাদি
বড়ই বদনাম হবে সরমের বাত ॥ কোনমুখে কবকথা লোকের সা-
ক্ষাত * বাসদা উজিরে কভু হইতে না পারে ॥ চাকরে মনিবে সাদি
হয় কোন বিচারে * এবাত শুনিয়া সাহা গেল তথা হইতে ॥ জাইয়া
কহিল আপন সাশুড়ি সাক্ষাতে * গোলমেহেরা পরি আর ছবরভানু
বুড়ি ॥ শুনিয়া চলিল দোন মনে রাগ করি*মালেকার মাতার আগে
গেল দোন জন ॥ বহুত বুঝাই কহে বিহার কারণ * তবু নাহি মানে
কথা মালেকার মায় ॥ নাদ্দিব মালেকারে বিহা উজিরজাদায় * গোল
মেহেরা পরি আর ছবর ভানু বুড়ি ॥ মনেতে বেজার হইয়া দোন
গেল ফিরি * তার পরে গেল সাহা জামালের কাছে ॥ দেখিয়া
বেজার মুখ পিয়াকে জিজ্ঞাসে * কহ নাথ দিল কেন হইয়াছে ভার
বুঝি কার সঙ্গে হইয়াছে ঝগড়া তোমার * কহপিয়া তোমার সাতে
কে করিছে বাদ ॥ সবংশ মারিয়া তারে লিব তোমার দাদ * সাহা-

অঙ্গে ॥ খসিয়া মাথার চুল লোটায় পালঙ্গে * বিছানাতে ছিতরিছে ছিড়ি গলার হার ॥ ঠাই ছাড়া হইয়াছে যত অলঙ্কার * টেড়া বেকা হইয়াছে নাকের বেসর ॥ রজমলে ঘামে তর পিন্দনের বস্তর * ভানু মত দুই চক্ষে কাজল আছিল ॥ পাসরিয়া কালী মুখ হইয়াছে কাল* মেসির লাগি দুই ঠোঁটে আছিল বাহার ॥ কিছু চিন্ন নাহি তার ঠোঁ-টের মাঝার * গালেতে বসিছে দাগ বত্রিশ দন্তের ॥ দুই কুচ পরে দাগ আচড় নোখের * দেখিয়া ছবরভানু হাঁসি খুসী মন ॥ হাতে ধরি জামালেরে করিল চেতন * বুঝিগো জামাল আজি পিয়ার পাঠশালে আপনার নিজ পুস্তক খুলে দেখাইলে * সাহাজাদা শুনে বাত মুচ-কিয়া হাঁসে ॥ কহে এখন উঠি ভাঙ্গে নিন্দের আলিসে *

লঘু ত্রিপদী * বসিল জামাল, হইয়া খোগাল, পিন্দেন কাপড় ঝাড়ি ॥ দোহার মলরজে, বস্ত্র গেছে ভিজে, দেখে হাঁসে যত পরী * সবে হাঁসি বলে, পিয়ার পাঠশালে, নূতন পাঠ পড়িছে ॥ রান্ধন ভোজন, না জানে কখন, নয়া নুতন শিখিছে * হাতেতে ইসারে, চক্ষে চক্ষে ঠারে, হাঁসি হাসি জুবতিরা ॥ পিয়ার রসে, অঙ্গ অলসে সঙ্গ সঙ্কনির ধারা * খসিয়া লোটন, চুল আউলন, মুখ কালা কাজলে ॥ গলার হার ছিড়ে, বিছানে ছিতরে, কত পালঙ্গের তলে * জতেক গহেনা, আছিল পরনা, ঠাই ছাড়া হইছে ॥ নথ ছিল নাকে, চুম চুমি মুখে, টেরা বেকা হইছে * গালে দাগ দন্তের, কুচে দাগ নোকের, বদন লহুর বরন ॥ দেখি সখাগণ, হাসি হাসি কন, রঙ্গ চাতুরি বচন *

পয়ার ॥ চাতুরি বচন কহে খাড়া আসে পাসে ॥ হেট ছিরে লাজে বানু মুচকিয়া হাসে * ছেহেলি বান্দি আনে কত পানির কলসি ॥ আতর গোলাব পানি করে খোসবাসী * সবে মিলে জামালেরে গোছল করাই ॥ ভিজা বস্ত্র বান্দি দাসী করেন ছাফাই * নগরবাসী যত নারী সব আনন্দিত ॥ ছবরভানু বুড়ি কান্দে লোটায় ভুমিত * সবে বলে কি হইল সুখেতে অসুখ ॥ কেন কান্দ বুড়ি তোমার মনে কিবা দুখ * ছয়ফল মুলুক আর বদিউজ্জামালে ॥ বুড়ির কান্দন দেখি কান্দেন সকলে * গোল মেহেরো বেগম আসে শাশুড়ি যেথায় ॥ কান্দিয়া লোটিয়া পড়ে শাশুড়ির পায় * বাদস

শুনিল যদি কান্দনের রোল ॥ আন্দরে আসিল বাদসা হইয়া বেয়াকুল * আপনা কবিলা আর বেটি ও দামাদে ॥ ছবর ভানু পুরবাসী সকলেতে কান্দে * বুঝিতে না পারে বাদসা হইল কি ধারা ॥ বেগমেরে জিজ্ঞাসিল এহার মাজেরা * সুখেতে অসুখ কেন কান্দনের ধ্বনি ॥ কহ কহ এহার মাজেরা কহ শুনি * বেগমে বলেন এহা কহিতে না পারি ॥ বেটি কান্দেন আর কান্দেন শাশুড়ি * পুরবাসি নারী যত কান্দে সর্ব্বজন ॥ সবার কান্দনা দেখি আমার কান্দন * জিজ্ঞাসিল বাদসা ফের বেটি দামাদেরে ॥ কি দুক্ষেতে কান্দিতেছে বলনা আমারে * ছয়ফল মুল্লুক কহে কহেন জামালে ॥ দাদিজীর কান্দনে কান্দি আমরা সকলে * শুনিয়া সাহাবাল বাদসা জিজ্ঞাসে মায়েরে * কি দুক্ষেতে কান্দ আম্মা বলনা আমারে * আমার বেটির বিহা সব আনন্দিত ॥ তোমার কান্দনা দেখে সকলে দুক্ষিত * কি দুক্ষেতে কান্দ মা সে কথা বল না ॥ না কহিলে গোলেস্তা এরম হবে ফানা * ছবর ভানু বলে বাবা সরমের বাত ॥ কি কহিব সেই দুক্ষু তোমার সাক্ষ্যাত * বদিউজ্জামাল তোমার নবিন বয়সী ॥ কত রঙ্গ তামাসায় তার মন খুসী * আর সে পাইল পতি চান্দ পুর্ণিমাসি ॥ বদিউজ্জামালের মন হর বাতে খুসী * আমি যদি হৈতুন এখন নবিন ছুরাত ॥ রং তামাসায় নৃত গীতে পাইত হেন পতি * এই দুক্ষ মনে উঠে কান্দি একারণ ॥ শুনিয়া সাহাবাল সাহা কহেন তখন * এই কি আজব কথা যদি লোকে শুনে ॥ সরম দিবেক লোকে যেখানে সেখানে * তোমার লাজেম এখন খোদাই ভক্ত হও ॥ ঝি জামাই তুষ্ট থাকে এই দোওা দেও * এমত কহিয়া সাহা গেল তক্তপর ॥ কান্দনা ছাড়িয়া সবার খোসাল অন্তর * বদিউজ্জামাল আর ছয়ফলমুল্লুক ॥ নিরালা মন্দিরে থাকে হামেসা কৌতুক * দিবা রাত্র রস খেলা॥না ছাড়ে তাহারা ॥ কেহ কারে ছাড়ে নহে সঙ্গিনির ধারা * একরাত্র ছফফল মুল্লুক ছিল নিন্দে॥ ছায়াদেরে স্বপন দেখে উঠিলেন কেন্দে * মালেকার আসকে ছায়াদ হৈয়াছে দেওানা ॥ বেহুসে পড়িয়া আছে তেজি খানা পিনা * মালেকার মাতা শুনে হইল লাচার ॥ দাওা পানি করে বলে মৃগির বিমার * ওজা কবিরাজ কত করিল মৌজুদ ॥ নাহয় আরাম করে জতেক ঔষধ * খোয়াবে ছায়া-

দের হাল দেখে সাহাজাদায়॥ চিকড়িয়া কান্দে উঠে করে হায়২ * কতক্ষণ বাদে সাহার চাপিলেন ঘুমে॥ বদিউজ্জামালে শুনে পড়িলেন গমে * কি স্বপন দেখি জানি উঠিল কান্দিয়া॥ জাগাইব প্রাণ নাথ কেমন করিয়া * আপনার স্তনে বান্নু তৈল যে মাখিয়া॥ দাবেন সাহার অঙ্গে সেই স্তন দিয়া * কি জানি পিয়ার অঙ্গে পায় যদি দুখ মহা পাপি হৈয়া তবে ভুগিব দোজখ * স্তন দিয়া সাহাজাদী দাবিতে আছিল॥ নিন্দ ভঙ্গ সাহাজাদা জাগিয়া উঠিল * বান্নু বলে পিয়া কি দেখিলা স্বপন॥ কি দেখিয়া চিকড়িয়া করিলা কান্দন * স্বপনের কথা সাহার মনে উঠে ভাসি॥ কান্দে কান্দে বলে সাহা ও প্রাণ প্রিয়সী * প্রাণের দুর্ল্লভ মোর দোস্ত এক জন॥ মালেকার আসকেতে হৈয়াছে জনুন * এখন বিদায় মোরে কর খোসালিতে॥ সরন্দিপে জাব আমি দোস্তকে দেখিতে সাহাজাদী কহে নাথ কি কহিলা বানী॥ তিলদণ্ড না দেখিলে বাচে না মোর প্রাণী * নাদেখি তোমারে আমি রহিতে নারিব॥ আপনি যাইবে যথা আমি সাতে জাব * ছয়ফল মুল্লুক বলে সোনগো পিয়সি॥ সশুর নিকটে আমি বিদায় হইয়া আসি * এইমতে বাতে চিতে পোহাইল রাত॥ ফজরে চলিল সাহা বাদসার সাক্ষ্যাত * নজরে দেখেন বাদসা সাহাজাদার তরে॥ আছমানেতে ভান্নু জেমন উঠিছে ফজরে * গোম সোগ নাহি মনে শুখে ভোগে খায়॥ রূপের জোওয়ার যেন চলিয়া বেড়ায় * মনে মনে সাহাবাল এই মতে বলে॥ আছমানে উদয় ভান্নু এমন সকালে * চক্ষেতে চুন্দুরি হানে রূপের চটকে॥ ছালাম করিয়া খাড়া ছয়ফল মুল্লুকে দেখি বাদসা আদরিয়া বসাইল কোলে॥ কহে বাবা কেন আসো এমনি সকালে * সাহাজাজা বলে শুন কেবলা আলম্পনা॥ বহুত দরকার মেরা সরন্দিপে জানা * ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা আছেন তথায়॥ তাহার তালাসে আমি জাইব সেথায় * বিদায় করেন মোরে খুশী হইয়া দিলে॥ আসিয়া কদম বোছি করিব বাচিলে * এবাত শুনিয়া বাদসা কহে দামাদেরে॥ কেমনে বিদায় আমি করিব তোমারে না দেখে তোমারে আমি রহিতে না পারি॥ মরিবে তোমার সোগে তোমার সাশুড়ি * বদিউজ্জামাল যদি শুনে এখবর॥ তখন হইবে

খুন খাইয়া জহর * ছবর ভানু মাতা মোর সেহ না বাচিবে॥ সরন্দিপে জাইতে বাবা তোমারে না দিবে * সাহাজাদা বলে শোন আরজ আমার॥ সরন্দিপে জাওা মেরা বহুতি দরকার * বদিউজ্জামাল বানু জাবে মেরা সাতে॥ আপনে আন্দেসা নাহি কর কোন বাতে * বাদসা বলে শুন বাবা এবাত আমার॥ ছবর ভানু মাতা মেরা বাড়ীর মোক্তার * আমার বেগম যেই সাশুড়ি তোমার॥ তারা সব রাজি হৈলে মানা নাহি আর * শুনিয়া ছয়ফল মুল্লুক চলিল ত্বরায়॥ ছবরভানু বুড়ি যেথা গেলেন তথায় * ছালাম করিয়া খাড়া বুড়ির হুজুরে॥ বুড়ি বলে কেন আইস এমনি ফজরে * সাহাজাদা বলে দাদি আরজ আমার॥ সরন্দিপে জাওা মেরা বরই দরকার * ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা আছেন তথাতে॥ মা বাপ ছাড়িয়া ফিরে মেরা সাতে সাতে * আসক আছিল সে মালেকার উপর॥ কিহালে কেমন গতি না মেলে খবর * ছবর ভানু বলে সাহা এ কেমন খেয়াল॥ কেমনে জাইবে ছাড়ি বদিউজ্জামাল * নাহক নাহক ভাই এই সব॥বানি॥ শুনিলে মরিয়া জাবে আমার নাতিনি * সাহাজাদা বলে দাদি না ভাব এবাতে॥ তোমার নাতিনি বানু যাবে মেরা সাথে * তুমিও আমার সঙ্গে হৈয়া চল সাথি॥ করাহ দোস্তের বিহা কৈরে ওকালতি * ছবরভানু শুনে বড় হৈল খুশী মনে॥ চল২ যাই তোমার শাশুড়ি ছামনে * গোল মেহেরা সাথে গেলে কামে খুবি পায়॥ এবলিয়া দোন জন গেলেন তথায় * গোল মেহেরা দেখে যদি দামাদ শাশুড়ি॥ তাজিমে হইল খাড়া করে তাড়াতাড়ি * দুই জনে দুই কুরছি দিলেন বসিতে॥ ছয়ফল মুল্লুক আগে লাগিল পুছিতে * এত ভোরে আসা কেন না বুঝি মাজেরা॥ জামালের সাথে বুঝি হৈয়াছে ঝগড়া * কি কহিছে কি বলিছে কহ মেরাঠাঁই॥ তকছির হইলে বেটির করিব সাজাই * কান্দে কান্দে কহে সাহা শুন আম্মাজান॥ ছায়াদ নামে দোস্ত মেরা পরানের পরান * আসকে বেহাল আছে মালেকার ছুরতে॥ সরন্দিপে যাব আমি তাহাকে দেখিতে * বদিউজ্জামাল যাবে ছবর ভানু দাদি॥ মেহেরবানি করিয়া আম্মা আপে জান যদি * তবেত আমার হক্কে বড় বেহতর॥ নতুবা সরন্দিপে আমি যাব একাশ্বর * এবাত কহিয়া সাহা লাগিল

কান্দিতে * টলমল চক্ষের পানি পুছে দোন হাতে * সাহা-
জাদার কান্দন দেখি বেগমের কান্দন ॥ মুখেতে নিছনি লৈয়া
গালেতে চুম্বন * তোমার কান্দনে বাবা বিদরে জীবন ॥ চল বাবা সর-
ন্দিপে যাইব এখন * সারথি ডাকিয়া বেগম করেন ওাকিফ ॥ তুরিতে
সাজাও রথ যাব সরন্দিপ * বেগমের হুকুম যদি পাইল সারথি ॥
তৈয়ার করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি * বাদসার নজদিগে বেগম হইয়া
বিদায় ॥ বেটি জামাই সাথে লিয়া সরন্দিপে যায় * ছয়ফল মুল্লুক
বলে বদিউজ্জামাল ॥ ছবরভানু বুড়ি চলে হইয়া খোসাল * সাহা-
জাদা সাহাজাদী আনি দুই জনে॥ জেওর পোশাগে সাজে নানা আভ-
রণে * ছুরত জুবতী দেখে কত সখীগণ ॥ নানা বর্ণ জেওরাত পো-
সাগে সাজন * গোল মেহেরা পরী সাজে ছবরভানু বুড়ি ॥ সকলে
চলিল রথে ধুম ধাম করি * সারথী সাজায় রথ খুব রঙ্গে ঢঙ্গে ॥ রথে
চড়ি সকলে চলিল সরন্দিপে * সুন্নেতে উড়িল রথ বাতাসেতে
ভর ॥ তিন দিনে পৌছে যাইয়া সরন্দিপ সহর * সারথি নামায় রথ
সরন্দিপের ঘাটে ॥ উতরিয়া পরী সব চলিলেক হাটে * ছয়ফল
মুল্লুক যায় চৌবুতারা ঘরে ॥ পরী সব চলি যায় বাদসার আন্দরে *
মালেকার মাতা আর মালেকা সুন্দরী ॥ উথলিল অতি রঙ্গে দেখে
সব পরী * বদিউজ্জামালের মুখ দেখে মালেকার মায় ॥ আদবে
ছালাম করি চুমিলেন পায় * বদিউজ্জামালে মায় মালেকারে দেখে
কোলে উঠাইয়া লয়ে চুমিলেন মুখে * মালেকার মায় দেখে বদিউ
জ্জামাল ॥ কোলে উঠাইয়া লয় চুম্বেন কপাল * ছবরভানু বুড়ির পায়
চুমেন সকলে ॥ বসাইল সকলেরে যার যে মিছালে * মালেকার
মাতা আর পরী গোল মেহের ॥ একসাতে বসে খুলে কথার দুয়ার
বাতে চিতে আছে সবে অতি রঙ্গ মনে ॥ ছলফলমুল্লুক গেল ছায়াদ
জেখানে * মালেকার আসকে ছায়াদ আছে বেহুসিতে ॥ ছয়ফল
মুল্লুকে তারে লাগিল ডাকিতে * মুখে না জওাব দেয় আখি নাহি
খোলে ॥ দুই চক্ষের ধারা পানি গাল বাইয়া চলে * ছয়ফল মুল্লুকে
দেখে করে হায়২ ॥ গলেধরি উঠাইয়া কোলেতে বসায় * ঢলিয়া২
পড়ে মোর্দ্দার মতন ॥ ছয়ফল মুল্লুকে করে চিকড়ি কান্দন * বদিউ
জ্জামালে শুনে কান্দনের রোল ॥ ত্বরায় চলিল বান্দু হৈয়া বেয়াকুল

সাহাজাদা কান্দে ধরে ছায়াদের গলায় ॥ সাহাজাদী কান্দে পড়ে সাহাজাদার পায় * কান্দনের রোল শুনি জামালের মায় ॥ যেখানে কান্দনের রোল গেলেন তথায় * বেটি দামাদের হাল দেখে গোল মেহার ॥ যাদু২ বলে পড়ে খাইয়া কাছাড় * কান্দনের বড় রোল হইল সেখানে ॥ চলিল মালেকার মায় আর ছবর ভানে * সঙ্গের সঙ্গিনী পরী গেল বান্দিদাসী ॥ কান্দেন সকল লোক যত পুরবাসী

ত্রিপদী ॥ ছাদ ছয়ফলের সোগে, কান্দেন সকল লোকে, কান্দে আর বদিউজ্জামাল ॥ জামালের মাতা কান্দে,কেশ বেস নাহি বান্দে দেখে বেটিদামাদেরহাল * কান্দেন ছবরভানু, সোকেজ্বার২ তনু,আর কান্দে মালেকার মায় ॥ কান্দে সব পুরবাসি, কান্দে যত বান্দিদাসী, মনে২ খুশী মালেকায় * ছায়াদের প্রেম আগুণে, মালেকার কলেজায় ভুনে, কাম জালায় জলে খুন ॥ গোপনে খোদার আগে, মালেকায় বর মাগে, নিবাওমোর মনেরআগুণ * কান্দনের বড়রোল, হৈলবড় সোর গোল, শুনে বাদসা থাকিয়া কাচারি ॥ কাচারি বরখাস্তকরি, বাদসা চ-লিলবাড়ী, লাঙ্গাপায়চলেতাড়াতাড়ি * দেখে বাদসায় হয়রান, কান্দে সবে পেরেশান, জিজ্ঞাসিল বেগমে ডাকিয়া ॥ বদিউজ্জামাল পরী দাদি মাতা সঙ্গেকরি, কান্দে সবে কিসের লাগিয়া * কান্দেন ছয়ফল মুল্লুক, তার মনে কিবা দুখ, নাহি বুঝি কান্দনের ভেদ ॥ কান্দে যত বান্দি দাসী, কান্দে আর দেববাসী, কিজন্য সবার মনে খেদ * বাদ-সার বচন শুনি, সাহাজাদা গুনমনি, হাত জোড়ে বাদসার ছামনে আদাব ছালাম করি,কদম ছামটিয়া ধরি,কহে সাহা মধুর বচনে * বাদ-সার কদম ধরে, সাহাজাদা আরজ করে, নিবেদন শুন আলম্পনা হুকুম পাইলে সাহা, কহি মনে আছে যাহা, মেটে তবে মনের বা-সনা * বাদসা বলে শুন বাবা, জা চাহিবা তা পাইবা, এহাতে ওজর নাহি তার ॥ কিন্তু মোর জরু ছাড়া, আর যত চিজ মেরা, সব চিজ তোমার এক্তেয়ার * যদি চাহ বাদসাই, তাতে নিষেধ নাই, চাহ যদি মেরা সব মাল ॥ চাকরান যত আছে, দোস্ত বান্দা তেরা কাছে হুকুমে থাকিবে হামে হাল * মালেকায় মোর সাহাজাদী, যদি চাও করিতে সাদি, এতে মোর নাহিক ওজর ॥ যে কাম করিছ তুমি

সাধ্য কি সুধিব আমি, জবতক রোজ মোহাসর * কহ ২ কি কহিবে জাহা চাহ তাহা পাবে, করার করিনু যে বচনে ॥ সাহা কহে বরাবর যে কথা মনেতে মোর, বেক্ত নহে কহিব গোপনে *

পয়ার ॥ এত শুনি বাদসা ধরে সাহাজাদার হাতে ॥ সাহাজাদারে লিয়া গেল খেলওত খানাতে * নিরালা মন্দিরে গিয়া লাগায় কেওাড় ॥ বাদসা বলে কহ বাবা কি কথা তোমার * ছয়ফলমুল্লুক বলে শোন আলমগীর ॥ খাতা হৈলে মাফ দিবেন আমার তকছির * তবেত মনের কথা কহি পানা তলে ॥ দিলের মতলব মেরা গ্রাহ্য হইলে * বাদসা বলে জা কহিবা মঞ্জুর আমার ॥ এক বাদে যাহা চাও সকল তোমার * আমার যে জরু ছাড়া যে চিজ চাহিবে ॥ তাহাতে ওজর নাহি বেওজর পাবে * যে কাম করিছ তুমি আমার ভালাই ॥ তার সোদ দিতে পারি হেন সাধ্য নাই * কোন চিজ মাঙ্গ তুমি বল এইসম ॥ না কর আন্দেসা দিলে না কর সরম * সাহা বলে আরজ জোনাবে আপনার ॥ মিছিরে ছফিয়ানি বাদসা পিতা যে আমার * তাহার উজিরের নাম হামিদ আহাম্মদ তার একবেটা আছে নামেতে ছায়াদ * এলেমে আক্কেল খুব ছুরত জামাল ॥ হিম্মতে মর্দ্দমি খুব ফাহামে কামাল * হুজুরের ফরজন্দ যে মালেকা সাহাজাদী ॥ ছায়াদ মালেকার চাহি করাইতে সাদি * এই যে আরজ মেরা রাখ আলম্পনা ॥ মেহের করি রাখ ছায়াদ করিয়া আপনা * এবাত শুনিয়া বাদসা হেটছিরে রহে ॥ দিলেতে পেচতাব খায় কিছু নাহি কহে*ঘড়ি এক বাদে বাদসা উঠাইয়া মাথা ছয়ফুল মুলুকের আগে কহে এই কথা * যে কথা কহিলা বাবা মঞ্জুর আমার ॥ মালেকার সাদি বাত বেগমের এক্তার * বেগমের কাছে জাই কহনা বাবাজি॥ বেগম কহিবে যাহা আমি তাতে রাজি ছয়ফল মুল্লুকে শুনে চলিল আন্দরে ॥ দস্ত জোড়ে খাড়া হইল বেগম হুজুরে * ছয়ফল মুল্লুকে দেখি মালেকার মায় ॥ মুখেতে নিছনি লিয়া কোলেতে বসায় * কহ কহ যাদু মনি কুসল মঙ্গল ॥ সাহাজাদা বলে মাতা আল্লার ফজল * আল্লার রহম আর তোমার কৃপায় ॥ বদিউজ্জামাল মাসুক মিলাইছে খোদায় * তোমার গুণের দাদ দিতে না পারিব॥ জেন্দেগী ভরিয়া গুণ এয়াদ করিব*কিন্তু এক

আরজ মাতা কদমে তোমার ॥ সে কথা কহিতে বড় লাগে ভয়ঙ্কার মালেকার মাতা বলে কোন ভয় নাই ॥ যে কাম করিছ তুমি আমাদের ভালাই * দানব মারিয়া উদ্ধার কর মালেকায় ॥ কেয়ামত তক এহা না হবে আদায় * কহ ২ বাছা ধন কি কাম তোমার। তোমার সেকাম নহে সেকাম আমার * তোমার কামেতে যে হাজির মেরা জান ॥ মনের বাসনা তোমার করনা বয়ান * ছয়ফলমুল্লুকে বলে শোন আম্মাজান ॥ ছুফিয়ানি আমার বাবা মিছির ছোলতান * তাহান উজির বড়া হামিদ আহাম্মদ ॥ তান বেটা দোস্ত মেরা নাম তার ছায়াদ * আপনার বাহের বাড়ী চৌবুতারা ঘরে ॥ গোলেস্তা এরোমে গেনু রাখিয়া তাহারে * আল্লার মেহের কিন্তু তোমার কৃপায় ॥ বদিউজ্জামাল পরী মিলায় আমায় * কিন্তু এক আরজ আমার রাজি হও যদি ॥ মালেকার সাতে চাহি ছায়াদের সাদি * আমার এই খাতা মাফ কর আম্মাজান ॥ মালেকারে দিয়া আম্মা রাখ মেরা মান * এবাত শুনিল যদি মালেকার মায় ॥ হেট ছিরে বসি থাকে ঘড়িচারি প্রায় * কতক্ষণ পরে বিবী উঠাইয়া মাথা ॥ ছয়ফলমুল্লুকের আগে কহে এই কথা * শোনবাবা সাহাজাদ আমার বচন ॥ যে কথা কহিলা তুমি আজব কথন * সে হৈল উজিরের বেটা মালেকা সাহাজাদী ॥ চাকরের সঙ্গে হয় মনিবের সাদি বড়ই বদনাম হবে সরমের বাত ॥ কোনমুখে কবকথা লোকের সাক্ষাত * বান্দা উজিরে কভু হইতে না পারে ॥ চাকরে মনিবে সাদি হয় কোন বিচারে * এবাত শুনিয়া সাহা গেল তথা হইতে ॥ জাইয়া কহিল আপন সাশুড়ি সাক্ষাতে * গোলমেহেরা পরি আর ছবরভানু বুড়ি ॥ শুনিয়া চলিল দোন মনে রাগ করি*মালেকার মাতার আগে গেল দোন জন। বহুত বুঝাই কহে বিহার কারণ * তবু নাহি মানে কথা মালেকার মায় ॥ নাদিব মালেকারে বিহা উজিরজাদায় * গোল মেহেরা পরি আর ছবর ভানু বুড়ি ॥ মনেতে বেজার হইয়া দোন গেল ফিরি * তার পরে গেল সাহা জামালের কাছে ॥ দেখিয়া বেজার মুখ পিয়াকে জিজ্ঞাসে * কহ নাথ দিল কেন হইয়াছে ভার বুঝি কার সঙ্গে হইয়াছে ঝগড়া তোমার * কহপিয়া তোমার সাতে কে করিছে বাদ ॥ সবংশ মারিয়া তারে লিব তোমার দাদ * সাহা-

গাল হইয়াছে কালা * খসিয়া মাথায় চুল, হইয়াছে আউল, গালে দাগ বত্তিশ দন্তের॥ দশ মোকের আচড়ন, দুইকুচ লহু বরণ, টেড়া বেকা বেসর নাকের *

পয়ার॥ বদিউজ্জামাল দেখি অতি রঙ্গমনে॥ জাগাইতে মালেকারে হাতে ধরে টানে * উঠগো মালেকা ছাড়ি নিন্দ ও আলিস পিয়া সঙ্গে শ্রমকরি নাপাও উদ্দিশ*মলরজে পিন্দনের বস্ত্র হইয়াছে তর॥ উঠে বস নাইয়া ধুইয়া হও পবিত্তর * শুনিয়া মালেকা ছাড়ি নিন্দ ও আলিশ॥ মুচকিয়া হাঁসিউঠে ছাড়িয়া বালিশ* দোনবহিনে বসে করে রসে আলাপন॥ গোছল করি খানা পিনা করে খুশী মন ছয়ফলমুল্লুকে ছায়াদ মিলি দুইজনে॥ সাহাবাল বাদসার কাছে গেল রঙ্গমনে * ছালাম করিয়া কহে বাদসার সাক্ষাতে॥ বিদায় করিলে জাই মা, বাপ দেখিতে * শুনিয়া সাহাবাল বাদসা হেট ছিরে রহে কতক্ষণ বাদে বাদসা এই বাত কহে * এই সব বাত বাবা বেটির এক্তার॥ বেটি যদি রাজি হয় মঞ্জুর আমার * ছয়ফলমুল্লুক শুনি চলিল ত্বরায়॥ জামাল মালেকা যেথা গেলেন তথায়* জামাল মালেকার আগে কহেন সাহাজাদা॥ মা বাপ দেখিতে মনে হইয়াছেএরাদা কহগো পিরসি তোমার মনে কিবা আছে॥ মোর সঙ্গে জাবে কিবা রবে আপন দেশে* বদিউজ্জামালে শুনি উঠিল কান্দিয়া॥ কেন তবে জাইতে চাও আমাকে ছাড়িয়া * তোমাকে ছাড়িয়া আমি রহিতে নারিব॥ যেথা জাবা তথা আমি সাতে২ জাব* এইকথা কহিয়া পরী চলিল তখন॥ মা, বাপের কাছে জাইয়া কহে এবচন * শুন২ মা বাপ আরজ আমার॥ আপনার দেশে যায় জামতা তোমার * আমার এরাদা এই হইয়াছে মনেতে॥সশুর সাশুড়ির পায় খেদমত করিতে সাহাবাল গোলমেহেরা শুনি এবচন॥ বদিউজ্জামালের তবে কহেন এমন * মানুষের পিরিতে মন মজিছে তোমার॥ জাইবা পরীর সভা করিয়া আন্ধার * এবলিয়া সাহাবাল পরী গোলমেহার॥ জামালেরে কোলে করি কান্দে জার২ * কোন মতে না পারিব রাখিতে তোমারে॥ মোরাও তোমার সঙ্গে জাইব মিছিরে * এবাত শুনিল যদি বদিউজ্জামাল॥ সাহাজাদার কাছে জাইয়া কহে সব হাল * সাহাজাদী বলে নাথ জাবে নিকেতনে॥ মা, বাপ দোন তারা জাবে

মোদের সনে * সাহাজাদা বলে শুন পেয়ারি আমার ॥ বুঝাইয়া মালেকাকে কহ যে জাবার * শুনিয়া জামালে যায় মালেকার কাছে ॥ কত মতে বুঝাইতে রাজি হইল পাছে * মালেকার মা, বাপেরে বুঝায় জামাল ॥ দোন বহিন একসাতে রব হামেহাল * মালেকার মা বাপে শুনি কহে জামালেরে ॥ তোমাদের সাতে মোরা জাইব মিছিরে * এবাত মছলত করি আদম আর পরী ॥ মিছিরে জাইতে লোক সাজে তাড়াতাড়ি * জামাল মালেকা খুব করিল সাজন * এক রথে ছাওার হইল চারিজন * সাহাবাল বাদসা আর ওম্মর ছোলতান ॥ জামাল মালেকার মাতা আর ছবরভান * এইপাঁচ এক রথে হইল ছাওার ॥ সাজিল পরীর লোক হাজার২ * পরীর লস্কর আর সরন্দিপের লোক ॥ রথে চড়ি চলে সবে হইয়া তর্জ্জক * সাত দিন সাত রাত উড়ে বাও ভরে ॥ আষ্ট রোজে পৌছে জাইয়া মিছির সহরে * তিন কোস তফাতে রহে বাদসার বাড়ী ছাড়া ॥ মুল্লুক ছাহনী করি ডেড়া তাম্বু খাড়া * আদম পরী এক সাতে রহিল সেখানে ॥ ছয়ফলমুল্লুক ছায়াদ চলিল মোকানে * ছয়ফলমুল্লুকের সোগে মাতা পিতা তার ॥ কান্দিয়া বেহুসে আছে জেমন মুরদার আন্ধেলা হইয়া আছে চখে নাহি দেখে ॥ ছয়ফলমুল্লুক গেল বাপের সম্মুখে * উঠ উঠ বাবাজান খোল যে নয়ান ॥ ছয়ফলমুল্লুক আমি তোমার সন্তান * ছয়ফলমুল্লুক নাম শুনি ছুফিয়ানি ॥ উঠিয়া মেলিল চক্ষু মুছি আখের পানি * দেখিয়া পুত্রের মুখ উঠে চম-কিয়া ॥ কান্দেন ছুফিয়ানি বেটার গলায় ধরিয়া * ছয়ফল মুল্লুক কান্দে ধরে বাপের পায় ॥ কান্দনা শুনিয়া আসে ছয়ফলের মায় * দেখিয়া বেটার মুখ ছয়ফলের জননী ॥ চিকড়ি২ কান্দে পুছে আক্ষের পানি* কান্দেন খুশীর কান্দা যত বান্দিদাসী ॥ আওরত মরদ কান্দে যত পুরবাসী * বাদসা বেগম কান্দে পুছে সাহাজাদারে ॥ এতদিন কোথা ছিলে আমা দোন ছাড়ে * শুনিয়া বয়ান করে ছয়ফলমুল্লুক যেইখানে যেইমত পাইল যত দুক্ষ * যেইমতে করিল সাদি পরীর কন্যারে ॥ যেইরূপে আসিল পরী সহর মিছিরে * ছামানা করিয়া সব আনো আগুবাড়ি ॥ তিন কোস তফাতে খিমা ডালিয়াছে পরী শুনিয়া ছুফিয়ানি সাহার খুশীর ওর নাই ॥ লাখে২ সাজাইল লস্কর

ছেপাই * বান্দিদাসী সাজে কত মাফা ও চৌদল ॥ মিছিরে রূপসী যত চলিল সকল ॥ ছায়াদ পৌছিল জবে আপনা মোকানে॥ ছায়াদেরে দেখে কান্দে সব লোকজনে * যেখানে যেমত ছায়াদ কসেল্লা পাইল ॥ মা, বাপেরে একে২ সব শুনাইল * যেমতে করিল সাদি মালেকা বানুরে॥ যেরূপে সরন্দিপী লোক আসিল মিছিরে * এখনে উচিত সব আন আগুবাড়ি॥ তবেসে ইজ্জতমান বাড়িবে সবারি শুনিয়া উজির চলে লিয়া লোকজন ॥ আওরত সকলে চলে করিয়া সাজন * বাদসা উজির নাজির হইয়া একসাত ॥ পৌছিল সকল জাইয়া যেখানে কানাত * পরীর লস্কর আর সরন্দিপী লোকো॥ মিছিরি লস্কর সব নিরক্ষিয়া দেখে * ছুরত মুরত কোল মিছিরি যেমন ॥ দুনিয়াতে না হইল রূপসী তেমন * মিছিরি লোকের রূপ দেখি পরী জাতে॥ অবাক হইয়া যে আঙ্গুল কাটে দাঁতে * হাজার তারিফ করে মিছিরি ইনছান ॥ মিছিরি লোকে পরী রূপ দেখিয়া হয়রান বদিউজ্জামাল আর মালেকা যেখানে॥ আওরত সকল জাইয়া পৌছিল সেখানে * বদিউজ্জামাল আর মালেকার ছুরত॥ দেখিয়া হইল মোহ জতেক আওরত * মরদে২ মিলে আওরতে২॥ ডেরা তাম্বু উঠাইয়া গেল সহরেতে * জার যে মিছাল মত বসাইল সকল ॥ খানা পিনা করে সবে আনন্দ মঙ্গল * ভাকতিয়া ডুমনি কত রঙ্গ গীতগায় ॥ তবল ছেতারা কেহু তাম্বুর বাজায় * মিছিরি আওরতের নাচ দেখিয়া পরীগণে॥ সরমিন্দা হইয়া মত্ত রহে জনে২ * সরন্দিপী লোক দেখি মিছিরি আওরত ॥ জনে২ হইয়া রহে ভেকা চেকা মত সাহাবাল ছুফিয়ানি দোন হাতে মিলা মিলি ॥ গলে২ ধরিয়া করেন কোলা কোলি * ওম্মর ছোলতান আর হামিদ আহাম্মদ ॥ গলে২ কোলা কোলি মিলনের হদ * লস্করে২ মিলে দুদিগের পালওান ॥ মিছিরি সহরে হইল খুশীর তুফান * এইমত খোস খুশী তামাম সহরে॥ জামাল মালেকা নিল পুরির ভিতরে * জামালের ছুরত দেখি মিছিরি আওরতে॥ চক্ষেতে কুন্দুরি হানে ছুরতের জ্যোতে বাহা২ কহে সব মিছিরি রমণী ॥ জেমন রূপের নাগর তেমনি কামিনী* বদিউজ্জামালের মাতা আসে খানিক পরে ॥ ছয়ফলের মাএর আগে ... জামালেরে * ... বান্দি পুরবাসী যত নারী গণে

কহে বানু গোলমেহেরা করুনা বচনে * আমার পরাণ রহে তোমা-
দের মেলে ॥ দয়ায় রাখিবে মেরা বদিউজ্জামালে * এই মতে কত
বাত কান্দে২ বলে ॥ নিচনি লইয়া চমে বদিউজ্জামালে * তার পরে
জুবতিরা মালেকারে চায় ॥ পুর্ণিমাসী চান্দ যেছা ছুরত চমকায় *
কুন্দে বানাইল যেন পুতুলা শোনার ॥ শীবের পার্ব্বতী হইতে ছুরত
বাহার * মালেকার মায় ধরে মালেকার করে ॥ ছায়াদের মাতার
আগে সোপে মালেকারে * পুছিয়া চক্ষের পানি মালেকার মায় ॥ কত
মতে বুঝাইয়া হইল বিদায় * খানাপিনা খাইয়া বসে খুশী হইয়া মনে
বিদায় হইয়া পরীগণ চলে দেশ পানে * সরন্দিপের লোক সব
হইয়া বিদায় ॥ আপনার দেশ পানে হরসিতে যায় * ছুফিয়ানি আ-
পন হাতে সনদ লিয়া ॥ আপনার বাদসাই দিল হিস্যা বাঁট করিয়া
বিবেচনা করি দিল বাদসা ছুফিয়ানি॥ আপসে করিল বাঁট দশ আনি
ছয় আনি * দশ আনি ছয়ফল মুল্লুক ছয় আনি ছায়াদ ॥ কার হক্কে
কার মনে না রৈল বিবাদ * ছুফিয়ানি বাদসা আর আহাম্মদ উজির
গোশানিশি হৈল দোন ভাবে এলাহীর * ছয়ফলমুল্লুক ছায়াদ দো-
হেরি বাদসাই ॥ ফিরিল তামাম দেশে দোহেরি দোহাই * ছয়ফল
মুল্লুক ও বদিউজ্জামালের ॥ তামাম হইল কেচ্ছা এইতক আখের *

সমাপ্ত

* সুচি পুস্তক ছয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল * পৃষ্ঠা

সুচি পত্র সমাপ্ত।

—*—*—*—

বাঙ্গালা অক্ষর উর্দ্দু জবান।

এই কিতাবে কলিকাতার মসহুর গানেওয়ালী সকলের গান লিখিত আছে যথা গৌহরজান, মাল্কাজান, মিস্ সুবাশ, ইন্দ্রবালা, যাহারা (গ্রামফোনু) কলের বাজায় সুমিষ্ট ও সুঝঙ্কারে গান দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভাল ২ রঙ্গিন গান ইহাতে পাইবেন। তিরছি নজর ৵০। নাওবাহারে ঢাকা ৵০। ইন্দ্রসভা ৵০। চারি খানার কম ভিঃ পিঃ পাঠান হয় না।

ফটো ওয়ালা নক্সা।

মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফ ও বায়তুল্লা মুকাদ্দাস এবং কারবালায়ে মোয়াল্লা, জবল, আরফাতের পাহাড় ইত্যাদির ফটো উঠা ছবি পাকা রং বার্নিশ করা কাগজে আনিয়াছি ইহার সৌন্দর্য্যতার কথা প্রকাশ করা অসাধ্য, নয়নের তৃপ্তি ও জেয়ারতের সাদ মিটাইতে হইলে এই ছবি প্রতি ঘরে ২ বা মসজিদে রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ৵০ চারি খানার কম পাঠান হয় না।

ভেলুয়া সুন্দরী।

এমত রসপূর্ণ কেচ্ছা আর নাই পড়িলে শেষ না করিয়া ছারা জায় না এমন মজাদার রঙ্গিন কাহিনি আজ কাল পাওা কঠিন এবং ইহার শেষে ফকিরি মুরসেদি মায়কতি গানা ও রঙ্গিন গানা ৩০—৩২ খান আছে ও চানক্য পণ্ডিতের শল্লোক প্রায় ২২ খান লিখা গিয়াছে মূল্য ।০ চার আনা।

বিষাদ-সিন্ধু।

যদি হজরত এমাম হোসেন ও হাসানের এবং কারবালা ময়দানের পুরা বিবরণ জানিতে চান, তবে জগৎবিখ্যাত মির মোশাররার হোসেনের এই "বিষাদ-সিন্ধু" পড়িয়া দেখুন। মুল্য বিলাতী বান্ধাই ২৷৷০ আড়াই টাকা।

আনোয়ারা।

এমন আশ্চর্য্যান্বিত গৃহস্থ কাহানী আর হয় নাই, একবার পড়িতে বসিলে পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠা যায় না। মূল্য বিলাতী বান্ধা ১৷৷০ দেড় টাকা।